প্রকাশিকা
শ্রীমতী সুভদ্রা ঘোষ
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

২। এস্, কে, পালিত এণ্ড কোং
৮ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩। বি, সরকার এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুরাধার
জীবন
কথা
শুন্‌তে
যার
সব
চাইতে
ভালো
লাগে
তার হাতে।

৬ই আশ্বিন, ১৩৫৫
জীবন কুটির, সাভার।

যাদের জীবন কথা

পুরুষ

শিবদাস চৌধুরী	রূপনগরের জমিদার।
নরেন	ঐ পুত্র।
আনন্দ	জমিদার বাড়ীর পুরাতন কর্ম্মচারী।
অভয় দত্ত	রূপনগরের জনৈক কুটিললোক।
শংকর	সমাজসেবক জনৈক দেশপ্রাণ যুবক। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।
আশীর্ব্বাদ, মধু, পটল, কদমালী	জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদল।
লাল মিঞা	গাঁয়ের চাষী।
মাধব সরকার	বিয়ে পাগলা বুড়ো।
বিদ্যাপতি	ঐ নাতি।
নিরাপদ আচার্য্য	জনৈক জ্যোতিষী।
নিমাই	রূপনগরের জনৈক জেলে।
রজত সেন	জেল ইন্‌স্‌পেক্‌টর।
চেরু ডাক্তার	গ্রাম্য ডাক্তার।
বাঁশী	আনন্দর প্রতিবেশীদের ছেলে।

কয়েদীদ্বয়, খাবারও'লা প্রভৃতি।

স্ত্রী

অনুরাধা	শিবদাসের ভগ্নী, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী।
মায়া	শিবদাসের পত্নী।

অনুরাধা

এক

(চৌধুরী বাড়ীর একাংশ। নোনা ধরা দালানের ইট রূপনগরের চৌধুরীদের হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সবে ভোর হয়েছে। দু' এক ফালি রোদের রশ্মিও এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে। মায়া প্রবেশ করলো। মুখে তার অস্বাভাবিক উত্তেজনা)

মায়া—রাধা······রাধা·· ···বলি ও রাধে!

(নেপথ্যে অনুরাধার স্বর শোনা গেল—"যাই বৌ")

স্বপ্ন ভাঙলো? আমি তো মনে করেছিলুম বুঝিবা রাজকুমারী পক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরে উড়ে চলেছে।

(অনুরাধা এলো। মুখে ম্লানিমা। পনের ষোল হবে তার বয়েস।)

অনুরাধা—খুব বেলা হ'য়ে গেছে বুঝি?

মায়া—তা আর কেমন করে বলি। বাহাদুরের বেটীদের এক আধটু দেরী হয় বৈকি। ভাগ্যিস্ রাজ্য আর সপ্তডিঙ্গা ডুবে গেছে, নইলে—

অনুরাধা—কেন মিছে রাগ করছো বৌ? আমি জানতে পারলে কি আর বিছানায় পড়ে থাকতাম? সত্যি আমি টেরও পাইনি ভাই। কাল ঘর আর থালাগুলো ধুয়ে মুছে রাখতেই দুটো বেজে গেলো। তাই উঠ্তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে।

মায়া—নিজের বেলায় তো আর ওটি হয় না বাপু! এতো পরের কাজ!

মিছিমিছি বেগার খেটে অমন ডগমগে রূপের গায়ে কালি চড়াবি কেন ?

অনুরাধা—বৌ……

মায়া—ইঃ…চাওয়ার ছিরি দেখ…যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। বলি পুড়িয়ে মারবি নাকি…না হাঁ করে গিলে ফেল্‌বি ? তাও যদি একটা কিছু থাক্‌তো…

অনুরাধা—তুমি যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছো বৌ? আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন…

মায়া—তা' হ'লে আমার মাথা কিনে নিতেন। আহা রে! মায়ের বেটি বটে। এই না আইবুড়ো করে আমাদের ঘাড়ের উপর ফেলে রেখে গেছে। মিল্‌লোনা তো সাত রাজ্যে আর কোন কুটম্ব ভাই এর হাড়কে পুড়িয়ে দেবার জন্য পড়ে রয়েছিস্‌। মা…বড় যে মায়ের দেমাক কর্‌ছিস্‌, সে মা তো কোন পথ করে গেলোনা।

অনুরাধা—দাদা কি আমার পর বৌ ?

মায়া—না…পর হ'তে যাবে কেন, পর যতো সব আম্‌রা। বেশ এবার ভাইকে নিয়ে ঘর আগ্‌লে পড়ে থাক, আমরা বাইরের লোক বাইরে চলে যাই।

অনুরাধা—যা' বলো ভাই! (দীর্ঘনিশ্বাস)

মায়া—আবার নাকি বই পড়িস্‌·· দু' চার খানা নভেল নিয়েও নাড়াচাড়া করিস্‌? এই কি সে পড়ার পরিচয়? আমরা হ'লে কবে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেল্‌তাম। কোন্‌ গরবে যে আজও মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছিস্‌—তা' কেবল তুই-ই জানিস্‌।

(শিবদাস প্রবেশ কর্‌লো। বয়েস হ'বে বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ। শরীরের গঠন মন্দ নয়)

শিবু—কি হ'লো গো? সক্কাল বেলাতেই এতো হৈ চৈ কিসের?

মায়া—হ্যাঁ, আমরা তো কেবল হৈ চৈ করি, আর যতো লক্ষ্মীঠাকরুণ তা' তোমার ঐ শ্রীমতী বোনটি। বেশ আজই আমি নরেনের হাত ধরে পাহাড়পুরে চলে যাচ্ছি···বাবার ওকালতির আয়ে দু' মুঠো ভাত আমাদের জুটবে।

শিবু—বলি হলো কি ?

মায়া—হবে আবার কি ? তিন শো' দিন যা হয় আজও তাই হয়েছে। তুমি বরং থাকো বাপু···এ গুষ্টির পিণ্ডি দিতে আমি আর খেটে খেটে মরতে পারবো না।

শিবু—মায়া !

মায়া—এই তো নরেন আমার না খেয়ে বেরিয়ে গেলো। একে ছেলের শরীর ভালো যাচ্ছে না···অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর হয়—তার উপর এ অত্যাচার কি আর সইবে ? ডাইনির কাল চোখে একদিন শেষ হ'বে। পুড়বে তো আমার। নাড়ী ছেঁড়া ধন···আর কার কি হ'বে !

শিবু—কি ব্যাপার রাধা।

(অনুরাধা কথা কইতে পারলো না। মাথা নীচু করে বাম পায়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো)

মায়া—ব্যাপার আবার কি হ'বে গো। রাজকন্তেকে স্বপনকুমারের জন্তে বসে বসে মালা জপতে দাও....আর গান গাইতে দাও গুণগুণিয়ে। এ সব ছোট লোকের কাজ কি আর ভালো লাগে ! .

অনুরাধা—কি বলছো তুমি বৌ ?

মায়া—শুধু আমি কেনলো। আয় না দিকি একবার পাড়া বেড়িয়ে—সদি বোন, পুঁটি পিসি সব্বাই একথা বলছে। ও বাড়ীর শঙ্করা তো আর কারও অজানা নয় ? (শিবুর প্রতি) হ্যাঁ···ঠাকুরুণকে বসিয়ে

খাওয়ানোর জন্যে যদি আজই ঝি ঠাকুরের ব্যবস্থা না কর তো···
এ বাড়ীর পাট আমায় গুটাতে হ'বে।

শিবু—আরে···বসো···শুনি।

মায়া—শুন্‌বে আবার কি? এ আমার এক কথা। ব্রহ্মার ভাই বিষ্ণু এলেও এ নড়াতে পার্‌বে না। দু'টি নয়···পাঁচটি নয় আমার সবে-ধন নীলমণি, ওকে তো আর চোকের সাম্‌নে মর্‌তে দিতে পারি না!

শিবু—অনুরাধা!

অনুরাধা—(চম্‌কে উঠ্‌লো) দাদা!

শিবু—তোমার গরীব ভাইএর এমন সাধ্যি নেই যে, তোমায় কেবল ছবির মতো বসিয়ে রাখ্‌বে।

অনুরাধা—আমিও কি আর তা' চাইছি দাদা?

শিবু—কি করে বুঝ্‌বো? দিন দিন যা' দেখ্‌ছি তাতে তো মোটেই ভরসা হচ্ছে না।

অনুরাধা—একটা দিন দিয়ে তুমি চিরদিনকে বিচার কর্‌লে?

শিবু—শুধু একটা দিন কেন? রোজ রোজই তো এ কথা শুনে আস্‌ছি।

অনুরাধা—আর তুমি তা অনায়াসে বিশ্বাস করেছো? তুমিও ভুল কর্‌লে দাদা?

মায়া—ভুল কর্‌বে কেনলো! সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই ভুল কর্‌লে....ভুল কর্‌লে! যত সব নাটুকে ঢঙ। ভুল যদি করে থাকিস্—তুই করেছিস্ ···তোর চোখ করেছে। চোখের যদি এতটুকুও পরদা থাক্‌তো —তা' হ'লে মুখের ভাত পাতার মতো ঝর্ ঝর্ করে খসে পড়্‌তো।

অনুরাধা—তুমি এতখানি নিষ্ঠুর হ'তে পার বৌ?

মায়া—না—তোমায় পূজো কর্‌বো। আইবুড়ো মেয়ে···সাতকূলে যার দেখবার কেউ নেই তাদেরই মুখের ধার সব চাইতে বেশী। কথায়

হারাবে কার বাপের সাধ্যি। আমার কাছে স্পষ্ট কথা বাপু, খাট্‌তে পারতো আমার বাড়ী ভাত জুট্‌বে—নইলে লক্ষ্মীঠাক্‌রুণের মতো তোমার মুখে ভোগ তুলে দিতে পার্‌বো না।

অনুরাধা—তা-ই হ'বে বৌ। যেদিন শরীর খাটাতে পার্‌বো, ই'চ্ছে হ'লে সেদিনই দু'টো মুখে দেবো। তোমায় জ্বালাতন কর্‌বো না…।

(খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ)

শিবু—এ রকম আর কতদিন চল্‌বে অনুরাধা ?

অনুরাধা—কি কর্‌বো দাদা !

শিবু—মাধববাবুকে যে কথা দিয়েছিলাম…

অনুরাধা—আমায় মাপ করো দাদা....কষ্ট হ'লে তুমি বলো, তা হ'লে আমি তোমার পায়ে প্রণাম করে ঐ লাল মাটির বাঁকা পথ ধরে বেরিয়ে পড়্‌বো। কিম্বা যে ক'রেই হোক তোমায় রেহাই দেবো—আমি। তবু ঐ ষাট বছরের বিয়ে পাগলা বুড়োর গলায় আমি মালা পরাতে পারবো না।

শিবু—আমি যে তাঁকে কথা দিয়েছি।

অনুরাধা—তুমি ফিরিয়ে নাও দাদা। ও রকম ঠুন্‌কো কথার মূল্যই বা কি ? এ পৃথিবীতে কত সামান্য কারণে কত কিছু পাল্টে যাচ্ছে—আর একটা কামান্ধের লোভের আগুন থেকে আমায় বাঁচাতে না হয় তুমি মতটা একবার বদ্‌লে নিলে।

শিবু—তাকি আর হয় ?

অনুরাধা—কেন হবে না দাদা। কতো গল্পতো শুনেছি : বিয়ের পাট থেকে বর ফিরিয়ে দিচ্ছে। মেয়ের মা কনে দিচ্ছে না। আর আমায় ডুবিয়ে দেওয়ার আগে একবার তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার্‌বে না ?

শিবু—সমাজের কাছে তা হ'লে আমায় জবাবদিহি কর্‌তে হ'বে। ও সব গোলমালের মধ্যে আমি যেতে পার্‌বো না। শিবদাস চৌধুরীর এক কথা

—যমের সেরেস্তা উল্টে যেতে পারে—তবুও তার কথার নড়চড় নেই।

মায়া—ওর মতেরই বা এতো দরকার কিসের বাপু? বিয়ে দেওয়া দরকার আমাদের ইচ্ছে মতো একটা দিয়ে দিলেই হ'লো—ব্যস্। তাতে এতো ভণিতায় কাজ কি?

অনুরাধা—আমায় তোমরা মেরে ফেল্‌বে বৌদি?

মায়া—এখন তো তা' বল্‌বিই। (শিবদাস চলে গেলো)। যৌবন এসেছে এখন যেদিকে উড়াল দিবি সে দিকেই পথ পাবি। বলি এ্যাদ্দিন ওকথা ছিল কোথায়? মেরে ফেল্‌বো•• মেরে ফেলবারই ইচ্ছে থাকলে আর ঘি মাখন খাইয়ে অমন তুল্‌তুলে করে তুল্‌তাম না।

(অনুরাধা কোন উত্তর না দিয়ে বাটি হাতে চলে যাচ্ছিল, মায়া হাতটা টেনে ধর্‌লো)

মায়া—যাচ্ছিস্ কোথায়? উত্তর দিয়ে যা।

অনুরাধা—কি আর উত্তর দেবো বৌ।

মায়া—আমি বুঝি মিছেই বকে মর্‌ছি?

অনুরাধা—বৌ! এ্যাদ্দিন তোমরা আমায় মানুষ করেছো। মা'হারা নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়েছো। এবার না হয় দূর দূর করে তাড়িয়ে দাও। আমি শুধু দু' ফোঁটা জল ঝরিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই। কিন্তু তোমরা নিজের হাতে আমায় গলায় দড়ি দিতে বলো না। আমি পারবোনা।

মায়া—পারবিনে তো মর্‌গে যা'। বাড়ীর কাছে পুকুর রয়েছে···ঘরে কলসীরও অভাব নেই। ডুবে মরার কোন অসুবিধে হবে না। হতচ্ছাড়ি! জন্মাবধি সব খেয়েছিস্···আবার কাকে খাবার জন্য পড়ে রয়েছিস্ কে জানে!

(বলে টান মেরে হাতের বাটি কেড়ে নিয়ে মায়া চলে গেলো। অনুরাধা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে মার ছবির পাশে দাঁড়ালো)

অনুরাধা—মাগো···! তোমার কোলে আমায় টেনে নাওগো মা··· আর যে সইতে পাচ্ছি নে....।

(ধপ্ করে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়্লো। তারপর ধীরে ধীরে হাতের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। প্রবেশ কর্‌লো আনন্দ। চৌধুরী বাড়ীর পুরানো ভৃত্য সে। তার চোখে জল।)

আনন্দ—দিদিমণি!

অনুরাধা—(মুখ তুলে) আনন্দ দা'!

আনন্দ—এ দুষমনের মহলে তুই কেমন করে থাক্‌বি দিদিমণি? ওরা যে তোকে মেরে ফেল্‌বে। এ চৌধুরী বাড়ীর আদুরে দুলালী তুই··· তোর যে সে সইবে না।

অনুরাধা—কেন সইবে না আনন্দদা, বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ দেখে ভয় পেলে চল্‌বে কেন?

আনন্দ—আমি যে তোকে জানি দিদিমণি। এ কোল পিঠ থেকে যে আজও তোর গন্ধ মুছে যায়নি। আজ একটু ডাগর হয়েছিস্ বটে··· কিন্তু আমার কাছে যে তুই সেদিনের ছোট্ট শ্রীরাধিকা।

অনুরাধা—আনন্দদা!

আনন্দ—তুই আমার সাথে চল্ দিদি। আমি তোকে আমার গাঁয়ে রেখে আসি···। ঐ ধলেশ্বরীর বাঁক ধরে সোজা সাত ক্রোশ পথ। সেখানে আমার বুড়ী রয়েছে....রয়েছে আমার ধবলী গাই। ভালো থাক্‌বি।

অনুরাধা—লোকে কি বল্‌বে?

আনন্দ—কেউ জান্‌তে পারবে না। তু'ই আমার গাঁয়ের লক্ষ্মী হ'য়ে বস্‌বি দিদিমণি। তোর স্পর্শে আমার মতো মুখ্যুরাও সোণা হয়ে উঠ্‌বে— আমার বাপের ভিটে আবার হাস্‌বে।

অনুরাধা—তা' সম্ভব হয় না আনন্দদা। এ পল্লীসমাজ। এর অনুশাসন তা' হ'লে যে দাদাকে পিষে মার্‌বে। বল্‌বে লোকে: আমি কুল-ত্যাগ করেছি···তা'হ'লে যে দাদার আর রেহাই নেই।

আনন্দ—দাদার জন্যে তোর চিন্তে হ'চ্ছে!

অনুরাধা—আমি যে বোন্। মনটা যে ভিন্ন উপাদান দিয়ে ভগবান গড়ে দিয়েছেন···তাই ভুল্‌তে পারি না।

আনন্দ—কিন্তু খোকাবাবু কিই যে হ'লো দিদিমণি—মা চলে যাওয়া'বধি ঝি চাকর তাড়িয়ে দিল....দান সামগ্রী বন্ধ কর্‌লো। আর যা তু'ই জীবনে করিস্‌নি তারই ভার পড়্‌লো তোর উপর। আমিতো জানি, ক'টা দিন তোর ভাগ্যে খাওয়া জুটে! জুট্‌লেও সে নুন ভাত!

অনুরাধা—আমি বেশ আছি আনন্দদা!

আনন্দ—আমি জানি দিদি, বুক্‌টা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেলেও তুই কারও কাছে বল্‌বিনি। মাও যে এমনি ছিলেন। রাগে—অভিমানে কতদিন তাঁকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌তে দেখেছি, অথচ কোনদিন একটা কথাও প্রকাশ পায়নি। তুই না সেই দলেরই পদ্ম। কিন্তু এমনি করে জীবনটাকে বলি দেওয়ায় সার্থকতা কোথায়?

অনুরাধা—হয়তো বা নেই। কিন্তু কি জানো আনন্দদা, তবুও অনেক সময় এ সব বরদাস্ত কর্‌তে হয়। নইলে যে এ সংসারটা একঘেয়ে··· ছন্দহীন হয়ে পড়ে। সার্থক আর নিরর্থকের দ্বন্দ্বই না পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে!

আনন্দ—কি জানি দিদি। তোদের ও-পুঁথির আখর আমাদের এ মনে বস্‌বে না। আমরা যা বুঝি, সে হ'লো অতি সরল আর সোজা কথা। তুই যা ভালো মনে করিস্ কর্···আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সত্যি যদি কোনদিন তা' অসহ্য হ'য়ে উঠে, আমায় ডাক দিস্....আমি এসে

দাঁড়াবো। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কে জানে....আমারই বা আর ক'দিন চাকরী আছে।

অনুরাধা—একথা বল্‌ছো কেন আনন্দদা ?

আনন্দ—বল্‌ছি কি আর সাধে দিদি। খোকাবাবু এক'মাস ধরেই তো আমায় জবাব দেবার চেষ্টায় আছে। শুধু কর্তার উইলে নাকি আমার কথা লেখা আছে···বেশ স্পষ্ট করেই লেখা আছে। তাই-ই হয়তো তেমন সুবিধে কর্‌তে পারছে না। যাক্‌···আমার পথতো খোলা রয়েছে, এখন তোকে নিয়েই যতো মুস্কিল।

(চরকা মাথায় নিয়ে নরেন প্রবেশ কর্‌লো। শিবদাসের ছেলে নরেন। বছর বারো বয়েস। বেশ ফুটফুটে ছেলে।)

নরেন—(ছড়ার ছন্দে)

চরকা ঘোরে চরকা ঘোরে
পল্লী জুড়ে
মনের পুরে
সবহারাদের দেশেরে ভাই
দোরে···দোরে....
চরকা ঘোরে....চরকা ঘোরে।
(আনন্দ চলে গেলো)

অনুরাধা—(নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে) এ আবার তোর কোন্ রূপ নরেন ?

নরেন—কেন চক্রধারীরূপ। শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন চক্র আর আমাদের হাতে তেমনি চরকা।

অনুরাধা—বাত্‌লিয়েছিস্ বটে !

নরেন—বারে···আমি বাত্‌লাতে যাবো কেন ? এতো শংকরদা'রই কথা।

তুমি তো জানো না পিসীমা আজকে কি কাণ্ডটাই না হ'লো।

অনুরাধা—কিরে....কি ?

নরেন—উঁহু অতো সহজে বল্‌ছিনে···দুটো পয়সা লাগ্‌বে।

অনুরাধা—দেবো'খন···তুই বল্‌না।

নরেন—শুন্‌বে ? হিঃ···হিঃ···হিঃ....সে কি খাওয়া। কলা, দুধ, সর আরও কতকি।

অনুরাধা—কে খাওয়ালো ?

নরেন—কেন শংকরদা।

অনুরাধা—শংকরদা ?

নরেন—নয়তো কি। শংকরদা একে একে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর যখন শুন্‌লেন তুমি আমার পিসীমা—ওঃ কতো কি আদর....খাওয়া....তারপর বল্‌লেন ঃ মাঝে মাঝে এসো নরেন।

অনুরাধা—তুই কি বল্‌লি ?

নরেন—আমিও টিপ করে ওঁর পায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে পদধূলি মেখে নিলাম কপালে আর বুকে। তারপর বল্‌লাম ঃ তোমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে এই পথেই আমায় পাঠিয়ে দাও শংকরদা। শংকর দা'তো মহাখুসী। আমায় বুকে টেনে নিলেন। তারপর কানে কানে বল্‌লেন 'বন্দেমাতরম্'। সত্যি বড়ো ভালো লাগ্‌লো তোমার শংকরদাকে, পিসীমা।

(অনুরাধা একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—তারপর নরেনকে কাছে টেনে নিল। প্রবেশ করলো মায়া)

মায়া—এইদিকে চলে আয় নরেন। ও ডাইনির কাছে যাবিনে বলে দিচ্ছি—

নরেন—মা—

মায়া—আয় বল্‌ছি। নয়তো আমি পাথরে মাথা খুঁড়ে মরবো (নরেন-চলে এলো) বাপ খেয়েছিস্ মা খেয়েছিস্—এবার আমার বাছার উপর চোখ কেন? এতগুলো খেয়েও বুঝি পেট ভরেনি? মুখ-দেখ্‌লেও দিনের সূর্য্যি নিভে যায়।

(হন্ হন্ করে নরেনকে নিয়ে চলে গেলো। অনুরাধা একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে তার জল। পরদা নেমে এলো।)

দুই

(জাতীয় পাঠশালা। প্রতিষ্ঠাতা শংকর। শংকর বসে চরকা কাটছিল। চব্বিশ বা পঁচিশ তার বয়েস। সুষ্ঠ গড়ণ। আশীষ গান গাইছিল। চৌদ্দ বছরের ছেলে আশীষ। জাতীয় পাঠশালার ছাত্র।)

চরকা তুমি চক্র হ'য়ে আমার হাতে থাকো,
দূর সাগরের দস্যুরে আজ আর ভয় করি নাকো।
নিজের ঘরের আধার দিয়ে
পাল্‌বোনা আর সোণার টিয়ে।
মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় করে রাখো॥
সন্ধ্যা সকাল মায়া জালের ফুট্‌বে ফুল রঙীন,
চন্দ্র তারায় উঠ্‌বে ভরে জামদানি' মসলীন—।
আঙুল যদি কাটেরে ভাই
নাই ক্ষতি নাই···নাই ক্ষতি নাই
মাটি মাখা চরণ দিয়ে চালিয়ে নেবো টাকো।
ভয়েরে আজ জয় করেছি চরকা তুমি থাকো॥

আশীষ—কেমন লাগ্‌লো শংকরদা।

শংকর—বেশ!

আশীষ—শুধু বেশ বল্‌লেই হ'লো?

শংকর—না হয় বল্‌লুম ভালো। কেমন? (চরকা থামিয়ে) এ সব গান গাইলে পুলিশে নিয়ে যাবে যে।

আশীষ—পুলিশকে আমি থোরাই কেয়ার করি।

শংকর—তাই নাকি ? ঐ অন্ধকার গারদে ভরে গুটিকয় রুলের ঠোক্কা মারলেই এ সব কথা ভুলে যাবে।

আশীষ—কেন আমাদের উপর কি তোমার ভরসা হয়না শংকরদা ?

(শংকর হাস্‌লো)

দেখ্‌লে তো সেবার কেমন পুলিশের ডাণ্ডা খেয়েও ওদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে এলুম। বল্‌লুম বিলকুল চাকুরী ছেড়ে দাও।

শংকর—ওরে বাপ্‌রে ! তাহ'লে দেখ্‌ছি একদিনেই ভারত উদ্ধার করে ফেলেছো আরকি।

আশীষ—উদ্ধার হয়নি বটে—তবে তার পথ করে দিয়েছি।

শংকর—কি করে ?

আশীষ—আমাদের মন দিয়ে ওদের মনকে জয় করেছি। হাতের ডাণ্ডা খসে পড়েছে।

শংকর—বেশ....বেশ....

[(অন্তরালে) মধু : পটল্‌া ভালো হ'বেনা বলে রাখ্‌ছি—বেতিয়ে ছাল তুলে দেবো। শংকরদা'কে বলে দেবো। পটলা : তুমি আমার কাঁচকলা করবে।]

শংকর—ঐ ভাখো, মধু পণ্ডিতের পাঠশালায় আবার ঝড় আরম্ভ হয়েছে। না....ওদের নিয়ে আর পারছিনে। একদিন সবগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে খালি গোয়ালে চরকা কাট্‌বো।

আশীষ—বল্‌লেই আমরা চলে যাচ্ছি কিনা....রীতিমতো সত্যাগ্রহ করবো।

শংকর—তা হলে যে দেখছি আমাকেই তল্পি গুটাতে হবে।

আশীষ—রাস্তা আগ্‌লে পড়ে থাকবো—মাড়িয়ে যেতে চাইলে যাবে, কিচ্ছু বল্‌বোনা।

শংকর—সেতো আরও ভীষণ।

(পটলার কাণ ধরে মধু পণ্ডিত প্রবেশ করলো।)

পট্‌লা—শংকরদা....শংকরদা···ও শংকরদা! কাণ ছিঁড়ে ফেল্‌লে যে।

শংকর—কিগো পণ্ডিত! কি হ'লো আবার?

মধু (কাণ ছেড়ে দিয়ে)—না, ওকে আমি আজ রাজ্‌টিকেশান করে দেবো। মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে....

পট্‌লা—এঃ, মাথাটা তোমার কিনা যে একটা টুপি লাগিয়ে ধেই ধেই করে নাচ্‌বে!

মধু—আমার কিনা দেখাচ্ছি।

(মধু এগিয়ে যাচ্ছিল পটলের দিকে। শংকর বাধা দিল)

শংকর—মা শাসনম্‌ কুরু।

মধু—'মা কুরু'....'মা কুরু' বল্‌লে আর শুনছিনে শংকরদা। এই 'মা কুরু' বলে বলেইতো ওকে ঠাকুর করে তুল্‌লে।

শংকর—আরে ব্যাপারটা বলোইনা একবার শুনি।

মধু—সে আবার শুনবে কি? ঐ বটতলায় মাদুর বিছিয়ে পড়াচ্ছি আর ঐ পট্‌লা গাধা—

পট্‌লা—গাধা তুমি।

মধু—ফের কথা বলা হচ্ছে? কপালে ইট চাপিয়ে সূর্য্যিমুখো করে রাখ্‌বো—তখন বুঝবে মজাটা।

শংকর—তুমি দেখ্‌ছি চেঙ্গিস নাদিরশার চেয়েও দুরন্ত পণ্ডিত।

মধু-হবোনাইবা কেন। অপরাধটা কি আর কম। আমি পড়াচ্ছি আর ও ফোঁড়ন কাট্‌ছে। আমি বলেছি: টিয়ে পাখীর ঠোঁট লাল, আর ও চট্‌ করে বলে দিলে—মধু পণ্ডিতের শুক্‌নো গাল। সত্যি.... আমার গাল কি ভেঙ্গে থুব্‌ড়ে গেছে নাকি শংকরদা?

(শংকর হাস্‌লো)

পট্‌লা—মিছে কথা....মিছে কথা। তুমি বিশ্বেস ক'রোনা শংকরদা—পণ্ডিত দিন দিন মিথ্যুক হয়ে উঠ্‌ছে।

মধু—আমি মিথ্যাবাদী....আমি মিথ্যাবাদী ? (শংকর হাস্‌লো)
তাহ'লে এখানেই শেষ হয়ে যাক্ শংকরদা। জাতীয় পাঠশালার মাটি মাড়িয়ে আর কাজ নেই।

(হাতের বেতটি শংকরের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল মধু পণ্ডিত)

শংকর—পণ্ডিত !

মধু—আমি মিথ্যাবাদী শংকরদা।

শংকর—বারে—আমি বলেছি নাকি ?

মধু—ঐ তো তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিলে। ও হাসির মানে আমি বুঝি আর বুঝ্‌তে পারি না ?

শংকর—তোম্‌রা এক এক সময় যা কীর্ত্তি করে বসো পণ্ডিত, তাতে আমি—না হেসে কি বসে থাক্‌তে পারি ? নইলে হাসি আট্‌কে মরে যাবো যে।

মধু—তাই বলে হিঃ হিঃ করে হাস্‌বে বুঝি ?

শংকর—হাস্‌বোনা ? হাসির উপরও আইন কর্‌তে চাও ? তুমি দেখ্‌ছি দস্তুরমতো পিউরিটান। শোন, পটল অন্যায় করেছে সত্য... তুমি শাস্তিও দিয়েছো তাকে যথেষ্ট।

মধু—বারে....কখন দিলাম ?

শংকর—ঐ যে এতগুলো ছেলেমেয়ের কাছ দিয়ে ওকে কাণ ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে আন্‌লে।

(মধুপণ্ডিত অনেকক্ষণ মাথা চুলকাতে লাগ্‌লো। তারপর বল্‌লো—)

মধু—তাহ'লে ও আর ওরকম কর্‌বেনা বলে দাও।

শংকর—না....না...পাগল নাকি। কর্‌বে কি তোমার ঐ লিক্‌লিকে—বেত খেয়ে মরার জন্য। তুমি যাও, পাঠশালায় বসোগে, ছাত্ররা হয়তো এতক্ষণ দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি পটলকে বলে দিচ্ছি।

মধু—হুঁ...দেখো শংকরদা। আমার ঐ এক কথা। আর যেন ও ন্যাকামো করতে না আসে। (মধু চলে গেলো)

শংকর—শুনলে তো পটল পণ্ডিতের কথা ?

পটল—ওকে আমাদের ঘর থেকে বদলি করে দাও শংকরদা। ও যতো বলে বেত চালায় তার চাইতে অনেক...অনেক বেশী।

শংকর—তাই নাকি ?

পটল—শুধু কি তাই...সেদিন একটুকু হেসেছিলাম বলে আমায় ঠিক এম্নি উল্টো ক'রে রেখেছিল। (দেখালো)

শংকর—সে যে ভীষণ শাস্তি ;

পটল—হাতুড়ে পণ্ডিত আর জানবেইবা কি !

শংকর—আচ্ছা.. আচ্ছা। তুমি চুপচাপ বসোগে। আমি বলে দিচ্ছি পণ্ডিতকে...।

পটল—না...না...তুমি ওকে কিচ্ছু বলোনা...তুমি বড়ো একচোখো শংকরদা। হুঁ...।

শংকর—বেশ...বেশ...(পটল চলে গেলো)

শংকর—পেলে তো আশীষ পণ্ডিতের পাঠশালায় খবর ?

আশীষ—বেশ ওরা আছে শংকরদা'... হাসিহল্লার ভেতর দিয়ে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে....

শংকর—শুধু কি ওরাই...সাথে সাথে আমিও যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। কত অভিযোগ...আব্দার নিয়ে এমনি দিন রাত ওরা আমার কাছে এসে হাজির হয়। আমার চরকার ঘুন ঘুনানি যায় থেমে...মনে হয়, একটা সুন্দর জীবনের নন্দন বনে ওদের নিয়ে আমি পৌঁছে গেছি। আনন্দ সেখানে অফুরন্ত—উৎসাহ দুর্নিবার। ঐ ভরসাপূর্ণ কচি মুখগুলি রাঙা ভোরের মতো আমার চোখের সাম্‌নে এনে দেয় নূতন

দিনের সঙ্কেত—নূতন দিগন্তের স্বপ্ন। আমার মনের বনে বসন্তের শত বিহগ হঠাৎ কল কণ্ঠে গান করে ওঠে। আমি ভুলে যাই—সব। আমি বিমোহিত হ'য়ে পড়ি।

(শংকরের চোখ দু'টি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌লো)

অন্তরালে লালমিঞা—দেব্‌তাঠাকুর কৈ গো ?

(লালমিঞা প্রবেশ কর্‌লো। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। কমলাপুরের গেঁয়ো মাতব্বর লালমিঞা। সাথে কদমালী। ছেলে তার)

শংকর—কে ? ও মাতব্বর ? তা' কি মনে করে ?

লালমিঞা—এলাম ছ্যাইলাডার এ্যাটা বিহিত কইরবার লাগি। তোমার ও পায়ের তলায় থেইকা যদি কিছু হয়।

শংকর—আমার সাধ্যি কিগো মাতব্বর—যাঁর পথ তিনিই দেখিয়ে দেন। আমরা তো উপলক্ষ্য মাত্র। তা' এসোনা ভাই এদিকে (কদমকে কাছে টেনে নিল) নামটি তোমার কি ?

লালমিঞা—কদম···আমার কদম ফুল। বড় সোহাগের ছেইল্যা গো। যদি দু' পাত পড়্‌তে পার্‌তো। তা' ঠাকুরকে আদাব জানানা বাপজান্। বড় মায়ার গতররে···বড় মায়ার গতর···দেখবি কত রাজ্যির দুখকমল বুকে আইস্যা ঘর কইরাছে।

(কদমালী আদাব জানালো। শংকর তাকে বুকের কাছে টেনে নিল)

আঃ···এমন দিন যদি আবার ফিরা আস্‌তো !

শংকর—কি বল্‌ছো মাতব্বর ?

লালমিঞা—না....কি বল্‌বো আর ? বল্‌ছি আমার অদেষ্টের কথা। শালারা সব জাত জাত কইর্‌ছে। আসল জাততো সবার কলজায়—ঘুমাইয়া আছে।

শংকর—কেমন হ'লো কথাটা ?

লালমিঞা—এই ধরণা তোমার ভেতর যে মায়া মমতা আছে আমার মনে আইস্যা কি তা অন্যরূপ হইতে পারে ?....মুখ্যু মানুষ···মোটামুটি বুঝি। হয়তো সব কিছুই সব সময় ঠাওরাইয়া উঠ্‌বার পারি না। তাই বলে আইলাম ইদ্রিস্‌কে, ঐ যে সোণা মিঞার যে ছাওয়াল সহরে পড়্‌তি গেছে "হিন্দু-মুসলমান কিছু বুঝি না মিঞা। আমরা চাই খাঁটি মানুষ সে তুমি হও আর শংকর বাবুই হোক।"

শংকর—হুঁ···

লালমিঞা—না কইলো কিনা···কদমকে শংকরবাবুর ওখানে পড়্‌তি দিতে পারবে না....তাই ঠাস্‌....ঠাস্‌ কয়টা কথা শুনাইয়া দিয়া আইলাম। হ্যাঁ....ছাওয়াল আমার মন্দ নয় ঠাকুর....প্রথম পাঠখানা প্রায় মুখস্থ কইর‍্যাছে। ওরে ও কদম দেনা শংকরবাবুকে একটা কবিতা শুনায়ে।

(কদম লজ্জা পেয়ে—মাথা নীচু করলো)

শংকর—বলোনা ভাই—অতো লজ্জা কিসের !

কদম—পাখী সব—করে রব রাতি পোহাইল—
কাননে···কাননে···(ঢোক্ গিল্‌লো)

শংকর—বলো বেশ এই তো···বল কাননে কুসুম কলি—

কদম—কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

লালমিঞা—ছেইল্যা যেমন আমার সোনা টিয়ার ছাও। সারাডা বাড়ী গম্‌গম্ কইর‍্যা ফালায়। তা' থাক্ কদম—ক্ষেত থিকা ফিরবার বেলা—আবার সাথে নিয়া যামু অনে। (শংকরের প্রতি) একটু দোয়া কইরো দেব্‌তা ঠাকুর....বাছাকে আমার নেকাইবার ইচ্ছে আছে'। তোমাগোর চোক পড়লি সবই সম্ভব। আচ্ছা আদাব—ও বেলায় আবার আইমুনে।

(লালমিঞা চলে গেলো)

শংকর—(আশীষের প্রতি) এ হ'বে তোমার ছাত্র।

আশীষ—ধ্যেৎ....ছাত্র হ'বে কেন....ও হ'বে আমার ছোটভাই। আর আমি ওর পাশে বসে লেখাপড়া করাবো।

শংকর—ভালো কথা।

আশীষ—তুমি দেখে নিয়ো শংকরদা—আমি যদি না ওকে জয় করে নিতে পারিতো আমার নাম আশীর্ব্বাদই নয়....ডেকো তোমরা আমায় অভিশাপ বলে। এসো কদম—আমরা ঐ গাছ তলায় বসে গল্প করিগে— (আশীষ ও কদম চলে গেলো)

(শংকর আবার চরকা কাটতে লাগলো—আর আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলো)

চরকা ঘোরে চরকা ঘোরে

মনের পুরে

সব হারাদের দেশেরে ভাই—

দোরে....দোরে....

চরকা ঘোরে....চরকা ঘোরে ॥

(আনন্দ প্রবেশ করলো)

আনন্দ—তুমি কি আমার দিদিমণিকে মেরে ফেল্‌তে চাও দাদাঠাকুর ?

শংকর—কেন ? আবার হয়েছে কি আনন্দদা ?

আনন্দ—তোমায় কি আবার নূতন্‌ ক'রে বল্‌তে হ'বে ? কতদিন তো বলেছি তুমি এর একটা বিহিত করো....নইলে কবে শুনবে আমার শ্রীরাধিকা রূপনগর ছেড়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

শংকর—শিববাবু বুঝি আজও আবার গালিগালাজ করেছেন ?

আনন্দ—সে তো রোজকার কথা। ওরা দিদিমণিকে মেরে ফেলবার

ব্যবস্থা করেছে। আচ্ছা তুমিই বলো না দাদাঠাকুর···ষাট বছরের বুড়ো সেও কি কোনদিন আমার দিদিমণিকে পেতে পারে? এ বামনের চাঁদ ধর্‌বার আশা নয়?

শংকর—আমি আর কি বল্‌বো!

আনন্দ—না....না....আজ আর তুমি চুপ করে থাক্‌তে পারবে না। সে তোমার পাঠশালায়ই মানুষ হ'য়েছে। একদিন ওকে তুমি ভালোও··· মানে স্নেহ কর্‌তে। আজ তুমি এমন পাষাণের মতো দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না—আমার শ্রীরাধিকার অপমৃত্যু এনো না।

শংকর—আমায় তুমি কি কর্‌তে বলো আনন্দ দা।

আনন্দ—একবার তুমি ওর কাছে যাও। আমি জানি দিদিমণি তোমার কথা শুন্‌বে। মাথায় একটা আস্ত বাজ ভেঙে পড়্‌লেও তোমার মতের বিরুদ্ধে ও চল্‌বে না। ওকে বলো ও দুষমণের মহল থেকে পালিয়ে যেতে।

শংকর—কিন্তু কোথায় যাবে? ঠাঁই ওর কোথায়?

আনন্দ—তোমার কাছে না হোক—আমার ঘরের দেয়াল রয়েছে। আমি তা' দিয়ে রাধাকে আড়াল করে রাখতে পার্‌বো। আমার বুড়ী মায়ের মতো ওকে ঘিরে রাখ্‌বো। শুধু একবার ওর চোকের দিকে তুমি চেয়ে আদেশ করো দাদাবাবু। শ্রীরাধাকে এমনি করে মর্‌তে দিয়ো না।

শংকর—আনন্দ দা···

আনন্দ—আর কথা নয়....আমি তোমার এ পা' ধরে টান্‌তে টান্‌তে তোমায় নিয়ে যাবো। (পায়ে হাত দিলো) আজ আর আমি কোন কথা শুনবো না....শুন্‌তে রাজী নই।

[পরদা নেমে এলো]

তিন

(নদীর ধার। কাশবনের মাঝ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। কলসী কাঁখে অনুরাধা প্রবেশ করলো। চোখে জল—সারা মুখে ম্লানিমা)

অনুরাধা—আমার মুখ দেখ্‌লে দিনের সূর্য্যিও নাকি ডুবে যায়···নিঃশ্বাসে স্নেহের ধন ঢলে পড়ে···। আমায় বুকে নিতে তুইও কি আজ শুকিয়ে যাবি ধলেশ্বরী ? ছোট বেলা থেকেই পরিচয়। কত দিন তোর সাথে খেলা করেছি। বাবার হাত ধরে কতদিন বেড়িয়েছি.... গায়ে কাঁদা মেখে লুটোপুটি খেয়েছি। আজ হতভাগী বলে তুই ও কি ঘৃণায় দূরে থাকবি ? 'একটুক্ ঠাঁই দে মা···অনুরাধাকে রেহাই দে'।

(কলসী সামনে রেখে বসে পড়লো অনুরাধা। তারপর হাতের আড়ালে মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লো। বাইরে মাঝি গান গেয়ে যাচ্ছে।)

রইবে নারে হায়—
কিসের আশায় বাঁধিস বাসা মরা নদী বেলায়।
মনের ভাষা কেউ বুঝ্‌বে নারে
দল্‌বে পায়ে বারে বারে
যতই কেন বাসিস্ ভালো এই পথের ধূলায়॥

চোখের জলে যা লিখিলি মুছ্‌বেরে মন কাল
নিজের হিসাব বুঝে নিয়ে টান্‌বে সবায় পাল।
কারও আঁখি ঝর্‌বে নারে
তোর আঁখি হায় মনে করে
কাঁদবে না কেউ উদাস সাঝে বিরহেরি ব্যথায়॥

(অনুরাধা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরে চলে গেলো। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু পরেই শংকর প্রবেশ করলো চঞ্চলতা নিয়ে।)

শংকর— কে ? কে ? নদীতে ডুবে গেলো কে ?

(দৌড়ে সেই দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনুরাধার গলা শোনা গেল।)

অনুরাধা—"না···না···তুমি আমায় ছেড়ে দাও শংকর দা'—আমি এ মুখ আর কাউকেও দেখাবোনা।"

(তারপর শংকর অনুরাধাকে নিয়ে প্রবেশ কর্‌লো)

শংকর—(ধীরে ধীরে বল্‌লো) অনুরাধা।

অনুরাধা—শংকরদা···

শংকর—এ অভিমান কার উপর করছিস্ বোন্!

(অনুরাধা চুপ করে রইলো)

এ সমাজের যদি প্রাণ থাকৃতো, তা হ'লে কি তোদের এমনি মাটির-পাত্রের মতো বিকিয়ে দিতে পার্‌তো রাধা ? ও অনেক দিন মরে গেছে। সীতার অশ্রুজল যে ঊষর সমাজের বুককে একটুকও ভিজাতে পারেনি···এ মৃত্যুর মাঝ দিয়ে তোর নীরব প্রতিবাদ তার বুকে কতটুকুইবা বাজবে!

অনুরাধা—আমিতো প্রতিবাদ জানাতে চাইনি শংকরদা। যে সমাজে নারীর কোন দাম নেই·· সেখানে তার প্রতিবাদেরও কোন মূল্য নেই। ব্যথায়·· ব্যথায় বুক ফেটে গেলেও বুঝি এখানে কারওর চোখে জল নামে না। তাই আমি চেয়েছি রেহাই পেতে।

শংকর—এমনি জীবনের পর জীবন ডালি দেয়ার মাঝেই কি রেহাই খুঁজে পাওয়া যায় বোন্? ও কথা যারা বলে হয় তারা কাপুরুষ নয়তো নিজের শক্তির সন্ধান পায়নি তারা কোনদিন। বরং সমাজের অন্যায় অনুশাসন কে অস্বীকার করবার বিধান যাঁরা দেন

—তাঁরাই আমার নমস্য। (খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে)

জানি, কতো ব্যথা জমেছে তোর মনে। ধীক্কারে জীবন হয়ে উঠেছে দুর্ব্বিষহ। তবুও তোকে বাঁচতে হ'বে। সেই আদর্শকেই কাছে রেখে যে একদিন তোকে গড়ে তুলেছি রাধা…

অনুরাধা—শংকরদা!

শংকর—জল মুছে ফেল্ আজকে। আমার স্বপ্নকে তুই ঝরিয়ে দিস্‌নি অনুরাধা। যদি দুঃখ হয় কোন সময়, তা হ'লে এদেশের ঘরে ঘরে তোর চেয়েও অসহায়া শত শত বোনদের কথা স্মরণ ক'রে মনটাকে একটুক হাল্কা করে নিস্।

কি করবি—মেয়ে করে যখন ভগবান এ অভিশপ্ত বাঙলায় তোদের পাঠিয়েছে।—তখন সুবিচার পাবার আশাতো তোদের মোটেই নেই বোন।

অনুরাধা—সে আমি জানি শংকরদা। জানি বলেই এপথকে আজ বেছে নিয়েছিলাম।

শংকর—ভুল করেছিস্ রাধা। মরণের মাঝে এর সমাধান নেই। তাই যদি থাক্‌তো তবে এ্যাদ্দিন কবে এ মৃত সমাজটা জীয়ন কাঠির স্পর্শে বেঁচে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতো। যুগের পর যুগ তোদের উপর যে অত্যাচার চলেছে এ্যাদ্দিন কবে তা শেষ হ'য়ে যেতো।

অনুরাধা – শংকরদা

শংকর—আজ আঘাতের সময় এসেছে বোন্। আজ তোদের সাজ্‌তে হ'বে সংগ্রামিকা। পুরুষের হাতে গড়া সমাজ থেকে কেড়ে নিতে হ'বে তোদের অধিকারকে….

দেখেছিস্,—কতো অবিচার চলেছে তোদের উপর। তোরা যেন—বিলাসের সামগ্রী। বাক্সে আটকে রাখতে হয়। ড্রেনের কাঁদায় গড়াগড়ি খেলেও পুরুষের গায়ে পাক লাগে না…আর তোরা একটুক হাওয়া

লাগালেই হয়ে পড়িস্ কলঙ্কিনী। এ ভাঙ্‌তে হ'বে···এ ভাঙ্‌তে হ'বে রাধা—তাই-ই তোর বেঁচে থাকা চাই।

অনুরাধা—কিন্তু যারা আমায় চায়না তাদের মাঝে কি করে আমি বাঁচি—শংকরদা ?

শংকর—সে ব্যবস্থা পরে হ'বে। আমিই কর্‌বো। আপাততঃ তোকে ঘরে ফির্‌তে হ'বে।

অনুরাধা—সে আমি পারবোনা শংকরদা'।

শংকর—দুঃখ হ'বে সে আমিও বুঝি। কিন্তু উপায় নেই। আনন্দদা বল্‌ছিল বটে, কিন্তু এ শেষ জীবনে ও বেচারীকে আর জড়াবার ইচ্ছে নেই।

অনুরাধা—ও ঘরে ফেরার চেয়ে—পথে পথে ঘুরে বেড়ানোকেই আমি ভালোবাসি শংকরদা!

(অভয় দত্ত সেই পথে যাচ্ছিল। গ্রামের কুটিল লোক এই অভয় দত্ত। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। অনুরাধা আর শংকরকে দেখ্‌তে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—"কালি—কালি—কালি—সব গেলো মা—সব গেলো। সমাজটা খেরেস্টানে ভরে গেল। নইলে অত বড় ধিঙ্গী মেয়ের বল্‌তে লজ্জা করলোনা যে সে শঙ্করাকে ভালোবাসে। কালি—কালি—কালি—।" যে পথে আস্‌ছিল সেই পথেই চলে গেল। শংকর আর অনুরাধা তার আবির্ভাবের কথা মোটেই টের পেলোনা।)

শংকর—অনুরাধা!

অনুরাধা—শংকরদা!

শংকর—তোকে নিয়ে একদিন এমনি খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে হ'বে···কোনদিন তা' ভাব্‌তে পারিনি বোন। ছোট বেলায় যখন তোকে দেখেছি....তখন ছিলিস্ যেন কোন স্বপনপুরীর

চলচঞ্চল রাজকন্যে। তোর কানের দুল দু'টির কথা আজও মনে পড়ে। পিসীমা তখনও বেঁচে। কতদিন জোর করে তোর হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়েছি…

(অনুরাধা মাথা নীচু করলো)

আজ তা' গত দিনের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর…
না—যাক্…

অনুরাধা—শংকরদা !

শংকর—কি হ'বে ছাই বলে সে সব কথা ? মনের ব্যথাটাই বরং বেড়ে উঠবে। তার চেয়ে যা হারিয়ে গেছে…হারিয়ে যাক্। তুই ঘরে ফিরে যা বোন্…

অনুরাধা—তুমি বল্‌ছো শংকরদা ?

শংকর—হ্যাঁরে…আমি বল্‌ছি…

(বাইরে আবার অভয় দত্তের কথা শোনা গেল—অভয়—"ঐ তো ঐ নদীর ধারটায় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একটা কূলকে ডুবিয়ে দিলেহে শিবু ডুবিয়ে দিলে।)

শংকর—ঐ যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে ! কে আবার কি ভাব্‌বে। পল্লী সমাজ ! চল্ ঐ বাঁকটা ঘুরে তোকে বাড়ীর সাম্‌নে রেখে যাচ্ছি।

অনুরাধা—শংকরদা !

শংকর—আয় বোন…

(অনুরাধা আর শংকর চলে গেলো। কিন্তু কলসীটা নিয়ে যেতে ভুল হ'য়ে গেছে অনুরাধার। অভয় আর শিব দাস প্রবেশ করলো।)

অভয়—হ্যাঁ....হ্যাঁ....ঐ যায়গায়ইতো ছিল। ভাবে ডগমগ…হাতে হাত.... কানে কানে বল্লে ভালোবাসি—।

শিবু—কে বল্‌লে ?

অভয়—ঐ যে তোমার অনুরাধা না কি কুনোরাধা।

শিবু—তুমি শুন্‌লে ?

অভয়—কেন শুন্‌বো না ? ও প্রেমের ভাষা…ও যে আভাসে ইঙ্গিতেই বুঝা যায়। তার জন্য কি আর হা করে বসে থাক্‌তে হয় ?

শিবু—সত্যি শুনেছো অভয় ?

অভয়—আলবৎ শুনেছি। একেবারে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছেগো আকুল করেছে মোর প্রাণ। আকুল কর্‌বারই তো কথা। এত বড় বংশ। একটা মেয়ে হ'তে কিনা তার মান সম্ভ্রম সব রসাতলে গেলো। অমন মেয়েকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখ্‌তে হয়।

শিবু—সত্যি দেখেছো তা হ'লে—

অভয়—মিথ্যে কথা বলার পাত্র এ অভয় দত্ত নয়। এ যা বলে সে সব খাঁটি কথা। আরে বাবা চণ্ডীদাস আর রজকিণীর প্রেমের কাহিনী পড়েছি। লায়লা মজনুর কথা শ্রবণ করেছি। কিন্তু এমন দিব্যপ্রেম, …এ যে কোনদিন ভূ-ভারতে শুনিনি।

শিবু—কখন দেখ্‌লে ?

অভয়—সেই চিরাচরিত মধুর সন্ধ্যে বেলা। আকাশে সবে আবির রঙ মুছে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শির্‌শিরে হাওয়ায় গা' ভাসিয়ে পাখীগুলি ফির্‌ছে কুলায়। ঠিক সেই সময়—যখন চিকণ কালার বাঁশীর সুরে ব্রজ গোপিনীদের প্রাণ উতালা হ'য়ে উঠ্‌তো। স্থানটাও সুন্দর হে শিবু। অমুন সুন্দর ধলেশ্বরীর পার…

শিবু—অভয় !

অভয়—কিহে চমকে উঠ্‌লে কেন ?

শিবু—সাতটা দিন তোমায় চেপে থাক্‌তে হ'বে। ও হতভাগীকে পার কর্‌তে দাও অভয়। আমি তোমার কেনা হয়ে থাক্‌বো।

অভয়—আরে কালি…কালি। একি আর মুখ উঠিয়ে বল্‌বার কথা ?

রূপনগরের মাথা কাটা যাবে না? নেহাৎ তুমি বলেই প্রকাশ করেছি—। নইলে দেখ্‌তে, মনের গহ্বর থেকে কোন দিনই মাথা তুল্‌তো না। তাশ্মশানে হোক মশানে হোক কোন মতে পাঁক সাতটা দেইয়ে চালান করে দাও। নিজেও শান্তি পাবে।

(হঠাৎ দূরে লক্ষ্য গেলো)

হ্যাহে···ওখানে ওটা কলসী নয়? তাই তো···

শিবু—ও যে দেখ্‌ছি আমার বিয়ের কলসী।

অভয়—দেখ্‌লে তো শিবু, আমার কথা কাটায় কাটায় ঠিক কিনা? নিক্তির ওজনে মাপা কথা হে, ঠিক্ ঠিক্ হ'তেই হ'বে।

শিবু—বেঠিক হবারই বা কি কারণ থাক্‌তে পারে।

অভয়—কালি···কালি···কালি। এ সব কিন্তু মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। এখন পাখা গজিয়েছে, কবে বা ফুরুৎ করে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। চটপট্ ব্যবস্থা একটা কিছু করে ফেলো—নয় তো হাটে হাড়ি ভাঙা পরবে।···তা' গাছে নাকি তোমার ভালো কুম্‌ড়ো হয়েছে। পাঠিয়ে দিও না কটা কালকে। তোমার বৌদি আবার কুম্‌ড়ো বল্‌তে পাগল। কমল গাঁও এর মেয়ে কিনা? হে···হে....হে

শিবু—সেতো আনন্দের কথা। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম। বৌদির সেবায় লাগ্‌বে—এতো আমার সৌভাগ্য। তা' আনন্দকে দিয়ে কাল···

অভয়—পাঠিয়ে দিয়ো···পাঠিয়ে দিয়ো। আর যা' বল্‌লুম শিবু! ছুড়িটার একটা ব্যবস্থা করো—নইলে কেলেঙ্কিরির শেষ থাক্‌বে না। কালি···কালি···কালি···

(পরদা নেমে এলো)

চার

(চৌধুরী বাড়ী। অনুরাধা প্রবেশ করলো। আওয়াজ পেয়ে মায়া এ'লো)

মায়া—রাজনন্দিনীর বুঝি সান্ধ্য বিহার শেষ হ'লো ?

(অনুরাধা কথা বলতে পারলো না)

ওমা! কাপড় দেখি ভিজে গেছে। গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কালিয়া বুঝি জল কেলীর ইঙ্গিত করেছিল ?

অনুরাধা—সইবারও একটা সীমা আছে বৌ।

মায়া—ফেটে পুড়িয়ে দিকি নাকি! ভাগ্যিস্ বুড়ো বর ঘরে আস্‌ছে—নইলে দেমাকে মাটিতে পা পড়্‌তো না।

অনুরাধা—তোমরা কি ভাবো বলতো বৌ ?

মায়া—ভাব্‌বো আবার কিলা। ওমা কথার ছিরি ছাখো…যেন রণচণ্ডী। বলি দুনিয়ায় দুমুঠো যার ভাতের প্রত্যাশা নেই—তার আবার এতো লম্বা কথা—

অনুরাধা—তোমাদের কৃপায় তো সে পথ খোলসা হ'তে চলেছে।

মায়া—আগে বেড়ালকে ঘণ্টা পড়তে দে'…চোখে চোখে বাঁধা পড়ুক… তখন কথার তুব্‌ড়ী ফাটাবি। এখন ছাড়্‌তে গেলে যে সে আগুন উল্টে এসে আবার তোর গায়েই পড়্‌বে। বাব্বা....আগরাতেই যে সূচনা....কাল রাতে বা কি হয়…

(অনুরাধা ভেতরে চলে যাচ্ছিল)

কিলো! যাচ্ছিস্ কেন ?

(ব্যস্তভাবে শিবদাস প্রবেশ করলো)

শিবু—যাবে নাতো ধনেশ্বরীর পায়ে অভিসারে বেরুবে কে ?

অনুরাধা—দাদা!

শিবু—চুপ্। স্পর্দ্ধা দেখো—এখনো কথা বেরুচ্ছে। কেন—গলায় কলসী বেঁধে ধলেশ্বরীতে ডুবে যেতে পারলি নে? আমিও রক্ষা পেতাম, আর ঐ পাপ মুখও কাউকে দেখাতে হ'তো না। কতো লক্ষ্মী বিদেয় নিচ্ছে আর আইবুড়ো মেয়ে বেঁচে রয়েছিস্ কুলে কালি দেবার জন্ত—। রূপনগরে বিষ মিলে না?

অনুরাধা—সময় মতো তা' জুটিয়ে নিতে পার্‌বো।

শিবু—ফের কথা বল্‌বি তো জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো। ছিঃ…ছিঃ…ছি… এত বড়ো বংশের মাথাটা শেষে কি না একটা মেয়ে হ'তে রসাতলে গেলো। যদি আজ নদীর ধারে যেয়ে দেখা পেতাম তা' হ'লে নিজ হাতে তোর মাথাটা কেটে ধলেশ্বরীতে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌তাম। জীবনে আর তোর মুখ দেখ্‌তে হ'তো না।

অনুরাধা—কি বল্‌ছো তুমি দাদা?

শিবু—যা বল্‌ছি এ সত্য। এক চুলও এর মিথ্যে নয়। নেহাৎ বোন, না হ'লে ঐ ভণ্ড শংকরটার মাথা এতক্ষণ ফাঁক করে দিয়ে আস্‌তাম। নিজেদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি কর্‌তে গেলেই…হু হু করে বাতাসে ছড়িয়ে প্‌ড়বে।

অনুরাধা—শংকরদাকে আর এর মধ্যে জড়িয়োনা তুমি—

শিবু—সে বুঝি আজ আমায় তোর কাছ থেকে শিখ্‌তে হবে? যত সব হতচ্ছাড়া ছোঁড়া দেশকল্যাণের নাম ক'রে…

অনুরাধা—দাদা!

শিবু—কেন নদীর পারে শংকর ছিল না তোর পাশে।

মায়া—ছিঃ…ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্না গো…কি ঘেন্না। শেষ পর্য্যন্ত নিজে যেচে যেয়ে আত্মসমর্পণ করা হ'য়েছে। এ যে দেখ্‌ছি গোপিনীদেরও হার মানিয়ে দিলে গো।

শিবু—কি, চুপ করে রইলি কেন। বল্‌না শংকর ছিল কি না ?

অনুরাধা—শংকরদা যদি থেকেই থাকেন তা হ'লে সেটা এমন কি দোষের হ'য়েছে ?

শিবু—দোষের হয় নি ? তা' হ'লে বল্, যদি কুলত্যাগ করিস্ তা' হ'লে সেটাও বরং মজারই হ'বে।

অনুরাধা—দাদা—।

শিবু—আমি কিচ্ছু বুঝতে চাইনে—কিচ্ছু শুন্‌তে চাইনে। আজ মনে হ'চ্ছে তোকে কেটে দুখান করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে ও বুঝি শান্তি পেতাম। প্রতি নিমেষে সাক্ষাৎ অলক্ষীর মতো…

অনুরাধা—আমি যাচ্ছি।

(চলে যাচ্ছিল)

শংকর—দাঁড়া (অনুরাধা দাঁড়ালো) আমি কালই মাধববাবুকে টেলি করে দিচ্ছি—এ সপ্তাহেই যাতে বিয়েটা হ'য়ে যায়—

অনুরাধা—আমার মতামতের কোন দরকার পড়ে না।

(চলে গেল)

মায়া—শুন্‌লে তো কথাটা ?

শিবু—ও ছোঁড়াটাই ওর মাথা খেয়েছে। নইলে এমনি মুখে মুখে তর্ক করতে ওর সাহস হয়নি তো কোনদিন।

মায়া—সবে তো মাত্র আরম্ভ হয়েছে। আরও কতদূর গড়ায় কে জানে। তা' তুমি তো কেবল বক্ বক্ করে বকেই গেলে। ওর মাথা মুণ্ড কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

শিবু—বুঝবে যেদিন সেদিন সব ফরসা হ'য়ে যাবে। তোমার ঠাকুর ঝি প্রেমে পড়েছে গো…প্রেমে পড়েছে। এখন থেকেই রীতিমতো চিকিৎসে আরম্ভ করো…নইলে মুস্কিলে পড়্‌তে হ'বে।

মায়া—সেতো জানি। কিন্তু আজ্‌কে হয়েছে কি ?

শিবু—তোমার আমার জীবনে যেমন হ'তো। সেই মধুর কাশ ফুলে ছাওয়া ধলেশ্বরীর বাঁক। ম্লান জ্যোছনায় মাখা সন্ধ্যা। সবই সেই আগের মতো। দুজন বসা পাশাপাশি…

মায়া—তারপর…তারপর…

শিবু—তারপর আমাদের আওয়াজ শুনে স্বপ্ন ভেঙে গেলো। পালিয়ে গেলো—বনহরিণীর মতো কাশবনের আড়ালে। কলসী রইলো পড়ে…

মায়া—তা' শংকর ছোঁড়া তো মন্দ নয়। পাঁচ জনে বলে…

শিবু—পাগল হয়েছো। ভালো হলেই বা আমি মরতে যাবো কেন ? জানো তো মাধববাবুর অবস্থাটা ? বিরাট বড় লোক। আমায় পাঁচ… পাঁচ হাজার টাকা পণ দেবেন বলেও স্বীকার করেছেন।

মায়া—তাই নাকি ? বলতে হয়—বল্‌তে হয়। নইলে আর অর্দ্ধাঙ্গিনী হলাম কি করে ? তবে আমায় কিন্তু আর এক সেট নেক্‌লেস্‌…

শিবু—সে হ'বে। আমি কালই জরুরী টেলি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি চট্‌পট্‌ অন্যদিকের ব্যবস্থা করে নাও।

(মায়া চলে গেলো। শিবদাস একটা টেবিলের সামনে যেয়ে—টেলি রসিদ বার করে লিখতে আরম্ভ করলো। এলো নরেন)

নরেন—পিসীমা কাঁদ্‌ছে কেন বাবা।

শিবু—পিসীমার বিয়ে হ'বে কি না—তাই কাঁদ্‌ছে।

নরেন—না গো, মিছে কথা বল্‌লে তুমি। বিয়ে হ'লে বুঝি কেউ আবার কাঁদে ? আমি কাছে গিয়েছিলুম….দু' হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে বল্লে, তুই দূরে যা' নরেন…আমার কাছে এলে আবার শুকিয়ে যাবি।

শিবু—ওর কাছে যাস্‌নে।

নরেন—তা' হ'বে কি করে। পিসীমা কত ভালোবাসে, কোলে নেয়—

গল্প বলে। আজ দেখ্‌লাম ঐ…ঐ ঘরে ঠাকুরমার ছবি আছে না….
সেইটি কাছে নিয়ে পিসীমা বসে বসে কাঁদছে। মা পিসীমাকে
রাক্ষুসী বলেছে…

শিবু—তুই চুপ কর্‌তো। যা ও ঘরে। মা তোর ডাক্‌ছে যা।

নরেণ—না তুমি বলো পিসীমাকে আর বকবে না?

শিবু—পাকামো হচ্ছে বুঝি আবার? পালা বল্‌ছি।

(নরেণ চলে গেলো)

'মার ছবিখানা ধ'রে কাঁদ্‌ছে অনুরাধা। হয় তো ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক।
একদিন ওকে কত ভালোবেসেছি….নিজের খাবার উঠিয়ে ওর জন্ম
রেখে দিয়েছি। অনুরাধা…অনু…

(অন্তরালে মায়া—কি গো—কি হ'লো?)

না…না…কিচ্ছু হয় নি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো…আমি ঠিক আছি।
পাঁচটি হাজার টাকা সে কি…না…না আনন্দ…ওরে আনন্দ….

(আনন্দ প্রবেশ করলো)

আনন্দ—আমায় ডাক্‌ছিলে?

শিবু—হ্যাঁ…অনুরাধার বিয়ে। কাল এ টেলিটা করে দিবি। বুঝ্‌লি?

আনন্দ—ও বিয়ে ফিরিয়ে দাও বাবু। শ্রীরাধার গলায় কলসী দিয়ে ও
ধলেশ্বরীর জলে ডুবিয়ে দিও না।

শিবু—চুপ…ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার রয়েছে। তোর বুদ্ধি
সেখানে না পেলেও চল্‌বে।

আনন্দ—বুদ্ধি আমার না-ইবা নিলে খোকাবাবু। শুধু পুরানো ভৃত্যবলে
একটা অনুরোধ কর্‌ছি, আমার দিদিমণিকে ও বৃদ্ধের হাতে সঁপে
দিয়ো না।

শিবু—তাহ'লে কি অনুরাধাকে আমরা মেরে ফেল্‌তে চাই?

আনন্দ—ও বাঁচা ওর মৃত্যুর সামিলই হ'বে। এ দুর্ব্বহ জীবনতার নিয়ে অভিমানিনী রাধা কখনো বেঁচে থাকৃতে পার্বে না। ঐ ধলেশ্বরীর জলে সকল কিছু প্রশ্নের সমাধান করে নেবে।

শিবু—হুঁ···বলেছে তোকে ও।

আনন্দ—আমি যে ওকে জানি। এতটুকু বয়েস থেকে পরিচয়। ওর হাসিকান্নার অর্থ বোধহয় আমার চাইতে এছনিয়ায় আর কেউ ভালো করে বুঝতে পারবে না। বরং···বরং তুমি একটা কাজ করো দাদাবাবু। তোমাদের বাড়ীতে হাত খাটিয়ে কুড়ি কয় টাকা জমিয়েছি···তা' দিয়ে আমার শ্রীরাধার বিয়ে দাও। আমার টাকার সদ্‌গতি হ'বে।

শিবু—এ রূপনগরের চৌধুরী পরিবার এতোই অধঃপাতে গেছে যে শেষ পর্য্যন্ত তার মেয়ে বিয়ে দিতে হ'বে চাকরের দেয়া টাকা দিয়ে? যা বলেছিস্ আনন্দ অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ জুতিয়ে ঐ ফটকের বার ক'রে দিয়ে আস্‌তাম।

আনন্দ—সাত গাঁয়ে আমার কেউ নেই। জীবনটাও প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। তাই ভালোবাসি যাকে···

শিবু—চুপ্···শিবদাসের মুখের সাম্‌নে এত বড় কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে সাহস করেনি। এ বিয়ে বন্ধ হ'বে না···হতে পারেনা ···(আনন্দ ম্লান মুখে চলে গেলো) কথা যেদিন দিয়েছি...সেদিনই ভালোমন্দ স্থির করে ফেলেছি। আজ সাত সাগরের ঢেউ এলেও··· আমায় সঙ্কল্পচ্যুত কর্‌তে পার্‌বেনা। এ চৌধুরীদের কথা—তাদের মান মর্য্যাদার কথা··· ।

(পায়চারি করতে করতে যেয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। পরদা নেমে এলো)

পাঁচ

(মাধব বাবুর বাড়ী। বয়েস তার ষাটের কাছাকাছি। তবে শরীরের গঠনটা ভালো থাকায় এখনও তেমন ভেঙে পড়ে নি। সাম্‌নে বসে আছে নিরাপদ আচার্য্য, গাঁয়ের জ্যোতিষি। মাধব বাবুর হাত দেখ্‌ছিল)

মাধব—তা' ভালোই ঠেক্‌ছে, কি বলো হে নিরাপদ।

নিরাপদ—সে কি আর বার বার বল্‌তে হ'বে মাধুদা। এই যে রেখাটা বাঁক দিয়ে কনিষ্ঠার কাছে এসে পড়েছে। এর ফল নির্ঘাৎ বধু লাভং করিষ্যসি। নদীর ধারা যেমন ছল ছল বয়ে আর এক নূতন অতিথিকে আলিঙ্গন কর্‌তে ছুটে যায়…এ রেখাটির গতিও সেইজন্য। এ কথা আমি হলপ করে বল্‌তে পারি।

মাধব—তা' তোমার জ্যোতিষ শাস্ত্র ধন্য হোক…তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কথাটা তোমার সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। মনটা যেন ক্রমেই আনন্দ বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌ছে। এর আগের তিনবারেও ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল। তোমার জয়পাড়ার বৌদির সাথে যে কাজ হয় তাতো মাত্র আট ঘন্টা নোটিশের বিয়ে। কিন্তু তার আগ থেকেই আমি জান্‌তে পেরেছিলাম।

নিরাপদ—তা' জান্‌বেন বৈকি…পরম প্রজাপতি যে জন্মের আগ থেকেই মনে মন বেঁধে দিয়েছেন…দিন ঘনিয়ে এলেই সেই রঙীন সুতোয় পড়ে টান। আর অমনি অন্তরে অন্তরে টেলিফোন হ'য়ে যায়। এ আমার প্রত্যক্ষ করা কথা মাধু দা'। আপনাদের বৌ এর সাথে বিয়ে হ'বার কোন কথাই ছিল না। ভালোবাসা হয়েছিল…মানে ভালো লেগেছিল ঐ রতনপুরের মেয়ে রত্নাকে। অথচ শেষ পর্য্যন্ত ঐ

সীমন্তিনীই তো সিঁথিতে সিঁদুর পড়লো। এ যেন নদীর জল পাহাড় ডিঙিয়ে এলো। তাই বলছিলাম প্রজাপতির লেখা অখণ্ডনীয়···দিন হ'লেই ফুল বাগে জল্ জল্ করে উঠে।

মাধব—তা' বলেছো বটে ভায়া···ঠিক যেন আমার মনের কথাটা বলেছো হে···হে···হে....

নিরাপদ—এ যে হতে বাধ্য মাধু দা'। এ চির নিপাতনে সিদ্ধ। ধরণীইব সত্যবতী। ঐ ব্রজের কালো কেষ্ট আর চণ্ডীঠাকুরের মনের ভাষাটি যেমন ছিল···আজকে আপনার আর আমার অন্তরেও সেই একই সুর ইনিয়ে বিনিয়ে ঘুরে মরছে। কাল বদলেছে বটে কিন্তু কংকালটি ঠিক রয়েছে। বাঁশীতে হোক ···কাসিতে হোক কিংবা মৃদু হাসিতে হোক ঐ অধরা ধরা দেবেই।

মাধব—ঠিক বলেছো ··ঠিক বলেছো। তা' এ রে খা টি কিহে নিরাপদ.... এই যে এইখানটা দিয়ে সোজাসুজি চলেছে উপ র দিকে ?

নিরাপদ—ঐ তো মাধু দা' শিগ্গির শিগ্গির পোলাও মাংসের নেমন্তন্ন জানায়—। ওগো দূতী এলো বলে।

(প্রবেশ করলো বিদ্যাপতি। মাধব বাবুর নাতি । ১৮।১৯ বছরের যুবক)

বিদ্যাপতি (উদাসভাবে) জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেলো,
* * * *
লাখো লাখোযুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ণ না গেলো। ও......

মাধব—কি গো বিদ্যাপতি কি ব্যাপার ?

বিদ্যাপতি—হলো না দাদু—She is already engaged.

মাধব—বলো কিহে ?

বিদ্যাপতি—সত্যিকথা (পকেট থেকে কাগজ বার করলো)

প্রশান্ত প্রভাতে নিয়েছিনু পিছু তার

চার ধার সূর্য্যালোকে ভরা।

পথের ধূলায় যেন দূরের অমরা।

কালো ফিন্‌ফিনে শাড়ী,

দেহের বিদ্যুৎ নাচে বাঁধন উগারি।

পিছু নিনু তার—

বারম্বার চিত্ত সিন্ধু আবেগ চঞ্চল।

পূবের হাওয়ায় উড়ে কাজল আচল।

বলিলাম ভালোবাসি

কাছে আসি.........

মাধব—কাছে আসি ?

বিদ্যাপতি—হ্যাঁ কাছে আসি—

মাধব—ধর্‌তে পার্‌লিনে ?

বিদ্যাপতি— কাছে আসি দাঁড়ালো প্রতিমা

আমার ভুবন ঘিরে নিবিড় অসীমা।

কেঁপে ওঠে বুক্

হৃদয় উৎসুক

ভালোবাসি বলি পুনরায়।

চলে গেলা হায়—

গালে নিয়ে হাসির আমেজ

দু'টি কথা রেখে গেলো শুধু

"সরি এন্‌গেজ"।

নিরাপদ—দেখলেন তো…নির্ঘাৎ গণনা। আগে বলেছিলেম না…

মাধব—কখন বল্‌লে হে ?

নিরাপদ—বা—রে ভুলে গেলেন বুঝি ? ঐ যে তের গণ্ডা তিন কড়া কড়ি নিয়ে চালান দিলাম হাত…পৌছুল গিয়ে তা শূন্য ঘরের কোঠায়। তখনই বলেছিলাম, হবে না....হ'তে পারে না।

মাধব—কিন্তু আমি যে দুটো কাজই এক সাথে সারতে চাই নিরাপদ।

নিরাপদ—তার জন্য চিন্তা কি মাধু দা। গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে জুটবে। আজ কাল্‌তো অলিতে গলিতে চিরকুমার সভা গড়ে উঠেছে… কুমারীরা এখন পথ পায় না।

বিদ্যাপতি—আমি আর বিয়ে করবো না দাদু।

মাধব—সে কিরে ?

বিদ্যাপতি—বুক আমার ভেঙে গেছে।…সেখানে আর নূতন কুঁড়ি ফুটবে না।

মাধব—ফুটাতে হ'বে। শেষে কি একজকে নিয়ে…হ্যাঁ বিয়ে তোমার কর্ত্তেই হ'বে। যে নামের 'ট্রেডমার্ক'খানা নিয়েছো—ওরে বাপ্‌রে শেষে কি পথে বসে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌বো ? না-ওটি হ'চ্ছে না বিয়ে তোমায় কর্ত্তেই হ'বে।

বিদ্যাপাত—(কবিত্বপূর্ণভাবে) আমি শুধু পূজা কর্‌বো তার স্মৃতিকে— আমার হৃদয় মন্দিরে দিবানিশি চল্‌বে তার আরতি—

নয়ন বরিষায়
ভিজাবো আমি হায়…
জীবনের বাকী যতো
দিনগুলি…

আমি সাধনা কর্‌বো দাদু (বিদ্যাপতি চলে যাচ্ছিল)

মাধব—বিদ্যাপতি !

বিদ্যাপতি—তুমি আর ডেকো না দাদু…

(বিদ্যাপতি চলে গেল)

মাধব—ব্যাপারটা কেমন হ'লো হে নিরাপদ ?

নিরাপদ—ও আর বল্‌বে না মাধুদা....আজকালকার ছেলেদের ধরণই হ'লো এই রকম…তা'…

(মাধব বাবুর চাকর চন্দন প্রবেশ করলো)

চন্দন—বাবু....টেলিগ্রাম।

মাধব—কোত্থেকে·· কে থেকে....দেখি·· দেখি…

চন্দন—রূপনগর থেকে। (টেলিখানা দিয়ে চলে গেলো চন্দন)

মাধব—রূপনগর থেকে। শোন হে নিরাপদ....রূপনগর থেকে…আহা তারই দেশের বাতাস বেয়ে এসে হাজির হয়েছে…

নিরাপদ—দেখি…দেখি…

(টেলিটা খুলে পড়লো)

Marriage on Sunday. Start immediately. Sibdas.

ওগো মাধুদা! আপনার বিয়ে গো…আপনার বিয়ে…দেখলেন তো জ্যোতিষির গণনাটা ?

মাধব—কে পাঠিয়েছে!

নিরাপদ—শিবদাস বাবু।

মাধব—শিবদাস বাবু ?

নিরাপদ—হ্যাঁ ....রূপ নগরের শিবদাস বাবু....বাজারে ঢোল বাজা…নহবতে আওয়াজ তোল....মাধুদা আমাদের বিয়ে করতে যাবেনরে।

(বাইরে ঢোল আর কাসের আওয়াজ শোনা গেল। পরদা নেমে এলো)

ছয়

(শংকরের জাতীয় পাঠশালার উঠান। শংকর বসে চরকা কাটছে, গান গাইছে আশীষ)

আমি তোমায় জানি···জানি গো....
তোমায় আমি জানি ··
তুমি আমার ঘুমের দেশে বাজাও রিনি ঝিনি গো।
জানি তোমায় জানি॥

পায়ে তোমার শিকল বাজে
যতই তুমি দাঁড়াও কাছে
সাগর পারের দুঃশাসনে ফেরে আঁচল টানি গো॥

তোমায় আমি জানি।
চোখের কাজল নেই তো মোটে
ঠোঁটের হাসি নিছে লুটে
নিঠুর রথচক্রতলে হারিয়ে গেছে বাণী।
জানি গো....
তোমায় আমি জানি।

আশীষ—শংকর দা।

শংকর—বেশ গেয়েছিস্।

আশীষ—না···না···সে কথা বল্‌ছিনে....। তুমি এমন হ'লে কেন শংকর দা ?

শংকর। কেমন হ'লাম ভাই ?

আশীষ—মুখে হাসি নেই....সব সময় বসে বসে কি যেন ভাবো···

শংকর—ও কিছু নয়।

আশীষ—না···না....আমি বুঝেছি। আমরা এসে তোমার সব কাজ মাটি করে দিয়েছি। যদি বলো না হয় চলে যাই।

শংকর—পাগল হয়েছিস্···তোরা চলে গেলে আমার জাতীয় বিদ্যালয়ই যে প্রাণহীন হ'য়ে পড়বে। কি জানিস ভাই, মনটা এমনিই ক' দিন ভালো নেই।

আশীষ—কেন?

শংকর—হয় তো তা' আমিও বুঝি নে। সব কথা তার আমিও জানিনে। তবুও মনটা উড়ে যায়। কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারি নে। হ্যাঁরে আশীর্ব্বাদ আমি যদি চলে যাই তা' হলে আমার এ বিদ্যালয়কে তোরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবি নে?

আশীষ—শংকর দা!

শংকর—বল্···হয় তো বা যেতেই হবে···তোদের ঐ কচি মুখগুলির উপর ভরসা করে বৃহত্তর কর্ত্তব্যের পথে চল্‌তে হ'বে আমাকে। জানি তোরা একে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবি। তবুও যেন মনটা বুঝতে চায় না।

আশীষ—তুমি চলে যাবে শংকর দা?

শংকর—আমাকে রেখে যাবো তোদেরই মধ্যে। আমার মতো যারা··· তাদের তো কোনদিন এক ছাদের নীচে আশ্রয় হয় না··যদি চিরকাল কিছু থাকে তা হ'লে ঐ নীল আকাশের খোলা ছাদ···ঐ দিগ্‌ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া রাঙা মাটির পথ···তাই ঘর ছেড়ে এবার পথকেই সম্বল কর্‌তে চাই আশীষ।

আশীষ—আমরা তোমার পা ধরে পড়ে থাক্‌বো শংকরদা'।

শংকর—এ তো 'আর অভিমান করে চলে যাচ্ছি না আশীষ....যেতে হ'বে কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য। ছিঃ—তোরা এ যাত্রায় বাঁধা দিস্‌নে···

যদি পরিস্ তা হ'লে তোদের হাসি দিয়ে বরং আমার চলার পথকে রাঙিয়ে তোল···আমি সান্ত্বনা পাবো।

(আশীর্ব্বাদ শংকরকে প্রণাম করে চলে গেলো। শংকর চরকা উঠিয়ে রাখ্লো। প্রবেশ করলো অভয় দত্ত)

অভয়—এই যা ঠিক ধরেছি···এমনি সকালে কি আর বাবাজী বাইরে বেরোতে পারে। বেরোবো আমরা ··যারা এ সংসারটাকে চরম বলে গ্রহণ করেছি···

শংকর—কি গো....কাকু ..কি মনে করে?

অভয়—মনে তেমন কিছু নেই বাবাজী···তবে যাচ্ছিলাম এই পথে ·· তাই ভাবলাম জাতীয় বিগ্যালয়টা একবার দেখে যাই। এমনি পবিত্রস্থান দর্শন ক' দিনই বা আর ভাগ্যে ঘটে উঠে।

শংকর—তা' বেশ, পায়ের ধূলো দিয়েছেন সে আমার পরম সৌভাগ্য।

অভয়—বলো কিহে....সৌভাগ্য যে আমার। বার করো দেখি এ চাত্তালের মধ্যে তোমার মতো একটা ছেলেকে....দশজনের মধ্যে যে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছে। এ বিংশ শতাব্দী বাবাজী.... বিংশ শতাব্দী। তোমার মতো দাতাকর্ণ লাখোতে একটা মিলে কিনা সন্দেহ....

শংকর—কি-ই-বা করেছি আর?

অভয়—বাকীই বা কি রয়েছে? স্কুল দিলে···দাতব্য চিকিৎসালয় বসালে। আমাদের মতো ভেঙে পড়া পরিবারকে অন্ন দিয়ে বাঁচালে। আর বল্ছো কি না কি করেছো। ও মিথ্যায় সূর্য্যিও যে ডুবে যায়।

শংকর—আচ্ছা···আচ্ছা....বসুন....বসুন।

অভয়—না ...না এখনই আমায় বেরোতে হ'বে। পাঁচ জনের সংসার তো

পেটের চিন্তে না করলেই নয়। তা' বাবাজী কথাটা শুনেছো তো ?

শংকর—কি ব্যাপার ?

অভয়—আরে কালি···কালি···কালি। একথা শোনার আগে একটা বাজ এসে এরূপনগরকে খান্‌খান্ ক'রে দিয়ে গেলোনা কেন হে। তবুও একটু ধর্ম্ম থাক্‌তো। এযে দেখ্‌ছি শত ভাগই পাপ।

শংকর—আগে বলুনই না।

অভয়—না·· না। এ মুখে ওকথা উচ্চারণ না করাই ভালো শঙ্কু। কি জানো, এজীবনে তো অনেক অন্যায়ই করেছি, ওকথা উচ্চারণ করে আরও অধঃপাতে যেতে চাইনে। শিব্‌দাসের কি-ই-যে দুর্ম্মতি হ'লো—তাই আজ চাঁদকে কলঙ্কে ঢাক্‌তে চাইছে।

শংকর—শিবদাস বাবু ?

অভয়—হ্যাঁ হে···হ্যাঁ। ঐ হতভাগাটাইতো জিবে বিষ ছড়াচ্ছে। ও বিষ বড় বিষ। সাপের বিষ মেরে ফেল্‌তে পারে কিন্তু জিবের বিষ তার চাইতেও ভয়ানক। ও তিলে তিলে দগ্ধে মারে···। তা' যাই বাবাজী ···জানি মেঘ কোনদিনই সূর্য্যকে ডুবিয়ে দিতে পার্‌বেনা। অন্ধকারের মাঝখানেও সে রামধনু হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে। তবু একটুকু সাবধানে থাকা ভালো।

শংকর—কি বলেছেন শিবদাস বাবু ?

অভয়—ঐ যে বল্‌লাম, ওকথা মুখে এনে আরও অধঃপাতে যেতে চাইনে বাবা···একেই তো ওর ভারে নুইয়ে পড়েছি। চাঁদের মতোন ছেলে সে যাবে কিনা ওর বোনকে ভাগিয়ে নিতে······(শংকরের চোথ দুটো ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌লো) হ্যাঁ···এতে তো রাগ হ'বার কথাই শংকু ···আমাদেরই গায়ের চামড়া জ্বলে উঠে···আর তোমার অবস্থা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি। হতভাগা, আর রাজ্যে ছেলে পেলিনে···ছাঁই ছুঁড়্‌তে চাস্ সূর্য্যের মুখে ?

শংকর—শিবদাস বাবুর কথা আপনি নিজে শুনেছেন?

অভয়—ঢেকে আর কি হ'বে বাবাজী···এই তো ওর সাথেই নদীর ধার দিয়ে আস্‌ছিলাম···। সব কথাইতো বল্লে মায় যায়গাটাও দেখিয়ে দিলে—ওখানেই নাকি অনুরাধা কলসী ফেলে গিয়েছিল। তা' তুমি কিচ্ছু ভেবোনা শঙ্কু, একথা আমরা বিশ্বেস করিনি। জানি সূর্য্য চিরদিন আকাশেই থাকে—মাটিতে নেমে আসেনা।

শংকর—কাকু!

অভয়—জানি দুঃখ একটুক্ পাবেই। পরের জন্য সব বিলিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে এমনি আঘাত মানুষ কোনদিনই প্রত্যাশা করতে পারেনা। যাক্ কিছু মনে করোনা—ও ছাই বাতাসেই উড়ে যাবে—তারা··· তারা···তারা

(চলে গেলো)

শংকর—ভাগিয়ে নিতে চাই ?·· অনুরাধাকে? বলেছেন শিবদাস বাবু? (পাশ থেকে একটা লাঠি নিয়ে) হ্যাঁ....ঠিক আছে...এই লাঠির ঘায়েই ও কলঙ্ক মুছে দেবো...শেষ করে দেবো ও রাহুকে। বিপ্লবীর রক্ত এর মধ্যেই শুকিয়ে যায়নি। অনুরাধা কাঁদবে? কাঁদুক অনুরাধা। ওর জীবনের দুষ্ট গ্রহের রক্তে হাত রাঙিয়ে ও জল মুছে দেবো....মুক্তি....মুক্তি পাবে অনুরাধা....।

(কয়েক পা' এগিয়ে যেতেই সাম্‌নে মহাত্মাজীর ছবি দেখা গেলো
বাইরে পাঠশালার ছাত্রদের মুখে শোনা যাচ্ছে—
আপন ত্যাগের মহানমূল্যে বিশ্বজয় কে করিল আজি?
বিংশ যুগের নূতন বুদ্ধ—গান্ধীজি সে যে গান্ধীজি।)

শংকর—গান্ধীজি···গান্ধীজি...(হাতের লাঠি পড়ে গেলো)

(আনন্দ প্রবেশ করলো···মুখে তার দুঃখের ছোপ লেগেছে)

আনন্দ—শ্রীরাধাকে ডুবিয়ে দেবার আয়োজন করে এলাম দাদা বাবু।

শংকর—আনন্দদা !

আনন্দ—হ্যাঁ – বুড়োকে টেলি করে এলাম, পরশু রাধার বিয়ে। (খানিকক্ষন একদৃষ্টে চেয়ে থাকার পর) দিদিমণিকে এমনি করে ধলেশ্বরীতে ভাসিয়ে দেবার জন্যই যে এ্যাদ্দিন বেঁচে থাক্‌বো·· তা' কোনদিনই ভাব্‌তে পারিনি—দাদাবাবু।

শংকর—তুমি আর কি কর্‌বে আনন্দদা।

আনন্দ—না···আমি আর কি কর্‌বো ··তবে মনে হয় এ সর্ব্বনাশ নিজ চোখে দেখার আগেই যদি বিদায় নিতে পারতাম। একটা বাজ যদি মাথায় এসে আমার ছিট্‌কে পড়্‌তো।

শংকর—আনন্দদা !

আনন্দ—নিজের ছেলেমেয়ে ভগবান কোনদিন দেন নি ·····আমার শ্রীরাধাকে পেয়ে ও দুঃখ ভুলেছিলাম। বুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌তাম...সহস্র কন্যের মুখ আমার দিদিমনির মাঝে দেখ্‌তে পেয়েছি ···কিন্তু আজ আর তাকে কি বলে বুঝাবো !

(শংকর চুপ করে রইলো)

পর যে কোনদিন আপনার হয়না—আজ আবার তা' নূতন করে জানলাম দাদাবাবু।

শংকর—ও তোমার অভিমানের কথা আনন্দদা। এদেশের লোক পরকে আপন কর্‌তে জানে ..পথের পথিককে নারায়ণ বলে গ্রহণ করে। কিন্তু সমাজের একটা অংশের উপর কোনদিনই এরা সুবিচার কর্‌তে পার্‌লেনা। ভাবে ভগবান বুঝি তাদের কেবল খেয়ালের সামগ্রী করেই পাঠিয়েছে ··নইলে অনুরাধার কথারও একটা দাম থাকৃতো। সে বেচারী আর কিইবা কর্‌বে।

আনন্দ—দিদিমনির দোষও কম নয়। আমি বল্‌লাম পালিয়ে-যা তুই

শ্রীরাধা—ঐ দূরে যেদিকে তোর চোখ যায়। কত কথাই না বলেছিস্ কতদিন—আশ্রম করবি....সেবাদল গড়্‌বি,—এ অমানুষের দেশে মানুষ গড়ে তুল্‌বি—আজ না হয় তারই কোন একটা মতলব করে রাজপুতানী মায়ের মতো এ দেশের পথে পথে ফিরে চল্। বলিস্‌তো আমিও সারিন্দা নিয়ে যাবো—গান 'গা'বো···সন্ধ্যে বেলায় আসরে আসরে ক্ষুদিরামকে মনে করিয়ে দেবো "বিদায় দে' মা ঘুরে আসি," তবুও ঐ রাক্ষসটার খেয়ালের পায়ে নিজেকে এমনি করে বলি দিস্‌নি।

শংকর—অনুরাধা কি বল্‌লে···

আনন্দ—সে কথা শুনেই তো বল্‌ছি দাদাবাবু···পর কখনো আপনার হয়না—শ্রীরাধা বল্‌লে দাদার মতকেই সে চরম বলে মেনে নেবে··· হোক্ তাতে তার অপমৃত্যু। আমার কথার সেখানে কোন দাম নেই। আর থাক্‌বে কেমন করেই বা দাদাবাবু চৌধুরী বাড়ীর চাকর ছাড়া তো আমি আর কেউ নই—

শংকর—আনন্দদা!

আনন্দ—বড়ো দুঃখে আজ কথাটা বল্‌তে হ'লো শংকরবাবু···শ্রীরাধার কাছ থেকে এমনি জবাব কোনদিনই আশা করিনি। যাক্ ভালোই হ'লো—এ মাটির শেষ বাঁধনটা আপনা থেকেই ছিঁড়ে গেলো।

(আনন্দ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হ'তেই থমকে দাঁড়ালো)

হ্যাঁ—এই কটা টাকা। শ্রীরাধার বিয়ের দিনে বেশ জৌলস গয়না গড়ে দেবো বলে কৌটায় তুলে রেখেছিলাম....পারতো একটা কিছু কিনে দিয়ো। আমার ভালোবাসা সেখানে ফুটে থাক্‌বে।

শংকর—তুমি কোথায় চল্‌লে?

আনন্দ—ও বিসর্জ্জনের বাদ্যি আমার বুককে ভেঙে দেবে দাদাবাবু—তাই একটু আড়ালে থাক্‌তে চাই।

(আনন্দ শংকরের পায়ের সামনে টাকা কড়ি রেখে চলে গেলো। শংকর খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে দিকে। তারপর যেয়ে চরকা কাটতে বসলো। বাইরে গান শোনা গেল)

বারে বারে চাহিস্ কারে ওরে বেভুল মন !
বরণ বেলার মাঝগাঙে তার অকাল বিসর্জ্জন
বাঁধিস যারে ভালোবাসায়
অকূল তোরই মনের বাসায়,
কালকেরে তার বিদায়ে হায় ঝর্‌বে দু'নয়ন।

চাঁদ পাবিনা নীল আঙিনায় পড়্‌বি পায়ে ফাঁদ
ভাঙা মনের কূল ঘেসে ভাই নাম্‌বে অবসাদ।
ঘুমের দেশে চাহিস্ যারে
সে তোরে হায় চাইবে নারে
আশার বাসর ভাঙ্‌তেরে হায় লাগে কতক্ষণ॥

(পরদা নেমে এলো। শংকরের চোখে জল)

সাত

[শিব বাবুর বাড়ী। আজ অনুরাধার বিয়ের দিন। জাকজমক মোটেই নেই। বাড়ীর বাইরে কেবল একটা ঢোল আর কাস বাজ্‌ছে। হাস্‌তে হাস্‌তে মায়া প্রবেশ কর্‌লো—পেছনে তার শিবদাস]

মায়া—আঃ রাঙাটুকটুকে চেলী পড়ে হতভাগীকে কি মানানইনা—মানিয়েছে গো···দেখলে হিংসে হয়···রূপ যেন উথ্‌লে পড়্‌ছে।

শিবু—যাও, কি দুষ্টুমী কর্‌ছো! ও দিককার সব আয়োজন করো গে।

মায়া—কর্‌বো গো···কর্‌বো....আগে দুদণ্ড আমায় হাস্‌তে দাও। ওরে বাবা একি রূপ—যেন কাঁচা সোনার ভৈরবী রাঙাবাস পড়েছে। মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদ। কার না দেখে লোভ হয় গো! তাইতো ঐ শঙ্কু ছোঁড়া ...

শিবু—আঃ-তুমি আমায় পথে বসাবে। একেই কলংকের বীজে বাতাস রী রী কর্‌ছে···তার উপর আবার হাটে হাড়ি ভাঙা! না তোমায় নিয়ে আর পার্‌ছিনা দেখ্‌ছি। আগে ভালোয় ভালোয় হাত দুটো মিল্‌তে দাও—তারপর যত ইচ্ছে নেচো...গেয়ো....কিন্তু এখন নয়।

মায়া—এখন নয় মানে? এখনইতো সময় গো....ফুল ঝর্‌লে কি আর তার গন্ধ নেবো?

শিবু—মায়া!

মায়া—রাখো তোমার ও চোখ রাঙানি—আমি বাবা এখন গম্ভীর হ'য়ে বসে থাকৃতে পার্‌বোনা। ওমন চোখে আব্‌ছা কাজল—কপালে চন্দনের টিপ···পাকা চাঁপার মতো রঙ যেন স্বপন পুরীর রাজ কন্যেটি। ওঃ ভাগ্যিস্‌ রাজকুমার ষাট বছরের তরুণ নইলে আর গরব ধরতো না।

শিবু—ভালো হ'বে না বলে দিচ্ছি!

মায়া—সেই ফুলশয্যা থেকেই তো ও কথা শুনে আসছি। এপর্য্যন্ত কতো অ-ভালো হলো? প্রথম রাতেই তো....

[বাইরে কাসির শব্দ হ'লো। অভয় দত্ত ডাক্‌ছে—বলি শিবু আছো হে ?]

শিবু—চুপ্...ওঘরে যাও...অভয় আস্‌ছে।

মায়া—অভয় এসেছে তো ভালোই হ'য়েছে। এবার ভয়ের আর কোন আশংকা নেই।

শিবু—তুমি বড্ড বাচাল।

মায়া—আজ জান্‌লে নাকি ? বিয়ের আগে যখন পালিয়ে পালিয়ে ফুল তুলতে যেতাম দু'জনে—তখন আরও একটুক্ বাচাল হ'লে তোমার ভালো লাগতো—একটা কথা শোনার জন্য জানলা ধরে হা করে দাঁড়িয়ে থাকৃতে—আরও....আরও কথা.. মনটা তোমার দুলে উঠতো।

শিবু—যাও—অভয় আবার কি ভাববে।

মায়া—ভাব্‌বে আবার কি—এর মধ্যে ভাবার আবার কি আছে! ওদের কি ঘরে বাইরের আলাপন হয় না ?—আর যতো ডাকাডাকি চল্‌বে আমাদের বেলায় ? এতো ফ্যাকাসে কথা—একদিন তো গুঞ্জনে—

(বাইরে আবার অভয়ের কাসির আওয়াজ শোনা গেলো)

ঐ যা....লোকটাতো সুবিধের নয়। আবার থক্ থক্ ক'রে কাসা হচ্ছে। এ যে ব্যাধের চাইতেও নিষ্ঠুর দেখছি। বুড়ো ক্রৌঞ্চ মিথুনকে একটু কূজনের অবকাশ দেবে-তা নয় একেবারে সটান নোটীশ ?

শিবু—তুমি ভেতরে যাও।

মায়া—তা যাচ্ছি—এ দিকে সেদিকে যেমন থক্ থক্ বক্ বক্ আরম্ভ হ'য়েছে তাতে কি আর একটু ডানা ছড়িয়ে বসবার উপায় আছে ?

কিন্তু ঐ যা বলেছি সকাল বেলা হাতের কঙ্কন না হ'লে আমি আর বরকে বরণ করতে যাচ্ছি না…হুঁ…

(মায়া চলে গেলো। খক্ খক্ কর্তে করতে অভয় দত্ত প্রবেশ করলো।)

অভয়—বলি ব্যাপার কি হে শিবু? তোমাদের ছুটির জ্বালায় দেখ্ছি ছুটিছাটার দিনেও আসবার উপায়টি নেই। কাস্তে কাস্তে বুকে আমার ব্যথা ধরে গেলো … তবু তোমাদের হুঁস নেই। বলি পৃথিবীতে ছিলে তো হে?

শিবু—আর বলো কেন…বউকে নিয়ে আর পেরে উঠ্ছি না।

অভয়—Up to date হে up to date. এ দেশের সীতা আর সাবিত্রীরা সিঁথির সিদুর আর হাতের নোয়া ঘুচিয়ে সব ulta modern হয়েছে। মুখের কথাও আজ নূতন ছাঁচে গড়া। সে সুর নেই, সেই ভাষা নেই। মনের সে মাধুরী হাল্কা ঘুড়ির মতো কোথায় উড়ে—পালিয়েছে কে জানে। কালি....কালি....কালি.... আরও কতোই দেখতে হ'বে মা। কেতাবে রয়েছে একদিন আপন ভোলা তুই নাচ্তে নাচ্তে শিবের বুকে যেয়ে দাঁড়িয়েছিলিস— এবারও কি পুরুষগুলোর ভাগ্যে … … মানেটা বুঝলে তো শিবু এ বিংশ শতাব্দী এযুগে সব কিছুই সম্ভব—তাই আগে থেকেই একটু হুঁসিয়ার হও।

শিবু—তা যা বলেছো—হুঁসিয়ার না হ'লে কি আর পথ চলার উপায় আছে অভয়—প্রতি পদেই পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। তা' বর এলো … ?

অভয়—আস্বে নাতো কি? অভয় দত্ত যায়নি। মাথায় চাটি মেরে— লাঠির আগায় বসিয়ে নিয়ে আস্তে পারি না? এই তো নৌকা এসে জেলেপাড়ার ঘাটে ভিড়লো—আর ছেলেরা যেয়ে অমনি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবে না তো কি—অত বড় একটা পয়সাও'লা

লোক এরূপনগরের চৌদ্দ ক্রোশের মধ্যে কি আর রয়েছে ? তা তোমায় আগ থেকেই বলে রাখছি শিবু—সাত হাজার টাকা হাতে তারপর অনুরাধাকে সমর্পণ। আজকাল কি আর বাকী বকরার দিন রয়েছে ?

শিবু—সে কথা বল্‌তে ? সে আমি প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছি। আত্মীয় কুটুম্বের ব্যাপার—নইলে মুস্কিলে পড়তে হ'বে। তা'—ঐ শংকর ছোঁড়াটা ওর চেলাচামুণ্ডেদের নিয়ে তো কোন গোলমাল কর্‌বে না ?

অভয়—আরে কালি কালি—। ও মুখ কি আর ওর রয়েছে—কালি পড়ে ঢেকে গেছে না। ধলেশ্বরীর পারে মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে না সে অভিমানকে ? বাছাধনের কি আর কথাটি বলবার জো আছে ? এই তো গিয়েছিলুম সেদিন ওরই পাঠশালায়—লজ্জায় চোখটি পর্য্যন্ত তুল্‌তে পার্‌লো না। হ্যাঁ—শুনিয়ে দিয়ে এলুম বটে।

শিবু—তাই না কি ?

অভয়—তবে কি আর মিছে কথা বল্‌ছি। এ অভয় দত্তের জিহ্বা অনেক কিছুই পারে শিবু—মানুষকে কেটে দু'খান করে দিতে পারে। বল্‌লাম তোমার এ বিদ্যালয়।....তোমার এ স্বদেশীকরা—সব কিছুই ভণ্ডামী শংকর ....

শিবু—বল্‌তে পার্‌লে ?

অভয়—এতে ভয় পাবার কি আছে ? সত্য যা তা যে বজ্রের মতো নির্ম্মম, তা কি আর পরোয়া রাখে কার ওর ? তা—থাক ও সব কথা—কথায় কথা বাড়ে। এখন যা করবার তাই করো—বিয়ের ব্যবস্থা করো।

শিবু—সেতো অনেক আগ থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে—

অভয়—বলিহারি ভায়া—বলিহারি। হ্যাঁ তোমার বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে হয় বটে—

(চরকা মাথায় নরেন প্রবেশ কর্‌লো)

নরেণ—বাবা ও বাবা—আমার এ চরকা পিসীমা নেবেনা কেন ?

শিবু—তাতে হয়েছে কি ?

নরেণ—বা-রে আমার ভালোবাসার জিনিষ আমি দিতে চাইলুম সখ করে—আর তুমি বল্‌ছো তাতে কি হয়েছে। আমি না হলে সারা দিন কিচ্ছু মুখে দিচ্ছিনে।

অভয়—তোমার পিসীমার কি আর চরকা কাটবার বয়েস রয়েছে নরেণ ?

নরেণ—আলবৎ রয়েছে। শংকরদা বলেন ...

শিবু—চুপ—ও কথা আর মুখে আনবিনে বলে দিচ্ছি।

নরেণ—কেন বাবা ?

শিবু—জানিনে। তবে বল্‌ছি আমি। এ আমার আদেশ। ও নাম মুখে আন্‌তে পার্‌বিনে। ওর পাঠশালার পথ আর মারাতে পারবিনে।

নরেণ—ওঃ বুঝেছি। তাতেই আজ সকাল বেলায় শংকর দা বল্‌লেন—তোমাদের বাড়ী যে আমায় সইতে পারে না নরেণ তাই এ নেমন্তন্ন আমি রাখতে পার্‌লুম না ভাই—

শিবু—নেমন্তন্ন তোকে কর্‌তে বলেছে কে ?

নরেণ—বা-রে পিসীমা বল্‌লেন যে—। তার বিয়ে আর শংকরদা আস্‌বেন না।

শিবু—হ্যাঁ আসবে—আর আমি তাকে অভ্যর্থনা কর্‌বো—গলাধাক্কায় বার করে দিয়ে।

নরেণ—বাবা !

শিবু—চুপ্। এখনও শিবদাস চৌধুরী বেঁচে রয়েছে। চৌধুরী বংশের মান-সম্ভ্রম এখনও ডুবে যায়নি যে একটা উচ্ছৃঙ্খল-ভবঘুরে ছোকরার ঠাঁই সেখানে হবে।

নরেণ—বাবা!

শিবু—যা—সরে যা (নরেণ চলে গেলো) দেখলেতো অভয় এর মধ্যেই কতদূর গড়িয়েছে।

অভয়—তা' একটুক্ গড়াবে বৈকি। এ্যাদ্দিনের ভালোবাসা তাকি আর দু' এক নিমিষেই শেষ হয়ে যেতে পারে? ও যুগে শুনেছি বিচ্ছেদ বেদনায় প্রেমিক-প্রেমিকা পাগল হয়ে যেতো। লায়লার প্রেমে মজনু উন্মাদ হয়ে গেলো—আর এ যুগে দু'এক ফোঁটা জল ঝর্বে বৈ কি শিবদাস—মনটাতো সব যুগেই এক। তা' তুমি ভেবোনা কিছু—দু'চার দিন গড়িয়ে যেতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো—দেখি—একবার ভেতরের ব্যাপারটা দেখে আসি। বয়েসটা পুরনো হলেও ও সব ব্যাপারে সবার লোভইতো সমান হে—

(অভয় আর শিবদাস ভেতরে চলে গেলো। বাইরে ঢোল বেজে উঠ্লো। মায়ার কণ্ঠ শোনা গেলো—"বর আস্ছে গো—বর আস্ছে।" নারী কণ্ঠের সমবেত হুলুধ্বনি উঠ্লো। বরের বেশে নাতি বেষ্টিত মাধব বাবু প্রবেশ করলেন।)

নাতিদল— তোমার বিয়ে দাদুমণি মান নয় এই কানমলা

রাত দুপুরে বুড়ো বলে জ্বালায় তোমায় কোন্ শালা।

বকো মোদের যতই বকো

কইবোনা আর থুব্রো মুখো

দিদি মায়ের আচল থেকে দেখাইওনা কাঁচকলা।

জানি তুমি নয়ন হেনে দিদিমায়ের কানে কানে—
কইবে তোমার মরা নদী ভাসিয়ে দিছে বাণে বাণে।
সেই ঢেউএতে শুনছো কি ভাই ?
আমরা যেন ভেসে না যাই—
গল্প করার ভান করেও পাই যেন গো সাঝবেলা ॥

মাধব—আরে হয়েছে···হয়েছে। থাম বাপু থাম। ওদিকে ওরা আবার কি মনে করবে।

১ম বালক—মনে আবার করবে কি ? আমাদের দাদুমণির বিয়ে আর আমরা আনন্দ করবো না ?
দিদিমাকে না পেতেই আমাদের উপর নিরানন্দ আইন চাপিয়ে দিলে ?

২য়—ক্রমওয়েলের মতো পিউরিটান।

মাধব—সে আবার কেরে মণি ?

২য়—ইংলণ্ডের ইতিহাসের কথা। ক্রমওয়েল আইন করে গান বাজনা সব বন্ধ ক'রে দিলেন।

১ম—আমাদের দাদুমণিটিও তাই। নিজের বেলায় ষোলগণ্ডা আর আমাদের বেলা অষ্টরম্ভা। তা' হ'বে না বলে দিচ্ছি—নইলে দিদিমাকে আচল টেনে আটক করে রাখবো।

মাধব—ওরে বাপরে।

(অভয় প্রবেশ করলো)

অভয়—আসুন···আসুন—দীনের পর্ণ কুটিরে পদধূলি দিন।

মাধব—আসতে হ'বে বৈকি। কুটুম্বিতা যখন করলুম—তখন শতবার··· শতরূপে আসতে হ'বে।

অভয়—নিশ্চয়ই। মানব জীবনের সেইতো অনক দিনের স্বপ্ন। প্রথম পরিচয়ের ধূলিকনা⋯সেতো চিরটা কাল নূতন বলেই মনে হ'বে মাধববাবু।

মাধব—ঠিক কথা বলেছেন—ও তো সে যুগের কালিদাস থেকে আজকের রবি ঠাকুর পর্য্যন্ত বলে গেছেন। বধূর বাড়ী⋯সেতো চিরকালের মধুপুরী....হে....হে....হে....

১ম বালক—Three cheers for our evergreen Dadamani.

সকলে—Hip hip Hurrah (তিন বার)

(ব্যস্তভাবে শিবদাস প্রবেশ করলো)

শিবু—মান কুল ডুবে গেলো অভয়.... এ রূপ নগরের চৌধুরী বংশ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হ'লো।

অভয়—ব্যাপার কিহে....হঠাৎ ফেটে পড়্লে যে....

শিবু—সামনে বর....বাজছে ঢোল....কিন্তু অনুরাধার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মাধব—খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না....এ্যাঁ (চোখ দুটো বড়ো বড়ো কর্‌লো)

শিবু—সত্যি কথা মাধব বাবু—ঘর বাড়ী তছ্‌নছ্‌ ক'রে ফেল্‌ছে কিন্তু অনুরাধার কোন সন্ধান নেই।

মাধব—সন্ধান নেই বল্‌লেই হলো ? টাকা দিয়ে বিয়ে করতে এসেছি— কনে চাই। ও সব বাজে কথা শুন্‌তে চাই নে।

শিবু—আপনার দিকে চেয়ে কথা বলবার মুখ আজ আর আমার নেই মাধববাবু—আমি নিজের কাছে নিজেই ছোট হ'য়ে গেছি।

মাধব—ও সব ভনিতার কাজ নেই। কনে আনুন—লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে।

শিবু—আমায় মাপ করুন।

মাধব—চুপ....লজ্জা করে না ও কথা বল্‌তে ? টাকার বেলায় তো হেঁকে ছিলেন সাত হাজার টাকা....এক পাই কম নয়। সে বড়

দাবীটা কোথায় গেলো ? এখন বলা হ'চ্ছে মাপ করুন—ও মাপের কারবার এ মাধব সরকারের কাছে নেই···কোর্টে দাঁড়িয়ে ও কথা বলে আস্‌বেন।

অভয়—আহা চট্‌ছেন কেন ? চট্‌ছেন কেন ?

মাধব—চট্‌বো না ত কি চোখের জলে মাটি ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবো ? ও সব বৈষ্ণবী বিনয় আমাদের নেই অভয়বাবু। অপমানের শোধ আমরা অপমানেই গ্রহণ করি।

হাঁ ··আয় তোরা চলে আয়। এ ছোট লোকদের....

শিবু—মাধব বাবু !

মাধব—নিশ্চয়ই। বোনকে বিক্রী ক'রে যারা সিন্ধুক রাঙা করে তাদের ....তাদের ভদ্রতা আমার জানা আছে—আয় রে মণি চলে আয়।

(হন্ হন্ করে চলে গেলো। বালকদের একজন বল্‌লো—"সকলি গরল ভেল")

শিবু—এ চৌধুরী বংশের মুখ কোথায় আর রইলো অভয় ?

অভয়—প্রথম থেকেই আমার এমন একটা সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু সাহস করে বলতে পারি নি। অনুরাধার স্বভাব চরিত্রির কথাতো আর আমার অজানা নেই।

শিবু—আজ যদি কাছে পেতাম—তা হ'লে ওকে খুন ক'রে ছাড়তাম অভয়। চৌধুরী বংশের এমন উঁচু মাথাটা নুইয়ে দিতে ওর একটুকুও ভয় হ'লো না ? আমার মুখে কালি দিয়ে চলে গেলো ?

অভয়—মনের টান হে মনের টান। ও তো আর তোমার আমার যুক্তি মানবে না। কালার বাঁশী এমনি করেই না একদিন ব্রজ গোপীনিদের ঘর ছাড়া করেছিল—থাক্ চলো দেখি একবার খোঁজ খবর করা যাক্—এত সহজেই তো আর ছেড়ে দিতে পারি না···

(চলে গেলো। পরদা নেমে এলো)

আট

(শংকরের পাঠশালা। অন্ধকার রাত। শংকর ঘুমিয়েছিল। বাইরে অনুরাধার গলা শোনা গেল, 'শংকরদা'। শংকর চম্‌কে উঠে বস্‌লো। বললো—কে? একটা বাতি জ্বেলে দেখলো ম্লানমুখে অনুরাধা এগিয়ে আস্‌ছে পরণে তার বিয়ের রাঙা চেলী)

অনুরাধা—শংকর দা!

শংকর—অনুরাধা! এতো রাত্তিরে!

অনুরাধা—নৌকা যখন ডুবতে বসে তখন যাত্রী কি আর রাত্রিদিনের অপেক্ষা করে? যেদিকে চোখ যায় ঝাপিয়ে পড়ে কালো জলে অজানা কোন্‌ কূলের আশায়। আমিও সেই নেশায়ই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছি। তোমার ও দুটি পায়ের তলায় আমায় একটুকু ঠাঁই দাও শংকর দা।

শংকর—রাধা!

অনুরাধা—জানি তুমি কি বল্‌তে চাও। আমার ছোঁয়াচে আদর্শ তোমার ম্লান হ'য়ে পড়্‌বে....গভীর বিদ্রূপে সমাজ তোমায় শাসাতে আস্‌বে। বুঝি সব—কিন্তু আজ যে আমার আর কোন উপায় নেই। সামনে আমার মরণ বাসর। মৃত্যু আজ আমায় মালা নিয়ে বরণ কর্‌তে এসেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম—তার কোলেই নিজকে ঢেলে দেব—দাদার আদেশকে মাথায় ক'রে নেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সংকল্পকে আকৃড়ে থাকৃতে পারলাম না। চন্দনের বাস—পরনের রাঙা চেলী—আমায় বাঁচার লোভ এনে দিল—ছুটে এলাম···পালিয়ে এলাম কূলের আশায়—

শংকর—কিন্তু এ অন্ধকারে একা আসা কি ঠিক হ'য়েছে অনুরাধা?

অনুরাধা—কেন ? মানা আছে নাকি কিছু ?

শংকর—আমার কাছে না থাকলেও - সমাজ তো আর সে কথা শুনতে চাইবে না বোন্ ; পরের ঘরের মেয়ে তুই কেন মিছে কলঙ্ক নিয়ে সারা জীবনটাকে দগ্ধে মারবি ?

অনুরাধা—শংকরদা !

শংকর—বুঝে দেখ রাধা—আমার তোর মূল্যটা এ সমাজে কত ছোট—কতো নগণ্য। সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনকে মাথায় বয়ে নেবার জন্যই যেন আমি তুই জন্মেছি। তার উপর দাম নেই কোন আমার আর তোর। আজকের এ কথা জানলে সমাজ যে কিছুতেই তোকে ক্ষমা করবে না।

অনুরাধা—তুমি তো পারবে শংকর দা।

শংকর—আমি পারবো বলেই কি আর সবাই পারবে রে। আমার চোখ দিয়ে তো আর সমাজ দেখতে চাইবে না—সংস্কারের ছানি পড়া ওর যে নিজের দৃষ্টি রয়েছে—সেখানে তুই যে অনেক—অনেক ছোট হ'য়ে যাবি। কলঙ্কের কালি দিয়ে তোর সারা দেহকে মুড়ে দেবে। তুই বরং ফিরে যা অনু !

অনুরাধা—কোথায় যাবো—

শংকর—কেন—ঘরে। যে ঘর তোকে....

অনুরাধা—না···না···আর শুনতে চাইনে। তার চাইতে বলো মৃত্যুর বাসরে। মা, যেদিন বিদায় নিয়েছেন সে দিন থেকেই তো ঘর আমার পর হ'য়েছে। মাথা গুঁজে দাঁড়াবার ঠাঁই যে আর সেখানে নেই।

(শংকর চুপ করে রইলো)

এ সিদ্ধান্তের জন্য তো আর রাতের আঁধার ঠেলে-সরমের মাথা খেয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়াই নি শংকর দা—

শংকর—তুই ভুল করেছিস্ রাধা।

অনুরাধা—হয় তো বা ভুল করেছি। কিন্তু এ ভুলই যে আজকে আমার কাছে প্রিয়। যদি ভুল ক'রেই কোনদিন পূজার ফুল তোমার পায়ে সঁপে থাকি তা হ'লে সে ভুলই আমার কাছে সত্য হ'য়ে বেঁচে থাক্। তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না—সে ভুলের মূল্য আমার জীবনে কতখানি—

শংকর—অনুরাধা।

অনুরাধা—তুমি আমায় বাঁচাও শংকর দা—

শংকর—আমি যে তা' পারি নারে।

অনুরাধা—ও পারো না? এ্যাদ্দিনে বুঝলে একথা, যদি পারো না—তবে বলো কেন—কেন মনে আমার আশা দিয়েছিলে? যদি পারো না—কেন তবে সেদিন আমায় বাঁচতে বলেছিলে? ঐ পাগ্লী ধলেশ্বরীতে না হয়, সব যন্ত্রণার শেষ করে নিতাম

শংকর—অনুরাধা!

অনুরাধা—কি করবো শংকর দা! এ ছাড়া যে আমার আর পথ নেই। ছোটবেলা থেকে ভেবে এসেছি যার তুমি রয়েছো এ দুনিয়ায় সে কাকে ভয় করবে? সে আশায় ভর করেই বিয়ে বাসর থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু জানতাম না শংকর দা আমার এত ভীরু হ'য়ে গেছে—

শংকর—অনুরাধা!

অনুরাধা—হ্যাঁ—শংকর দা মরে গেছে। সে দিন সন্ধ্যে বেলায় ধলেশ্বরী কূলে যে পরিচয় পেয়েছিলাম—শৈশবে স্নেহে শাসনে যাকে জানতাম—রূপ নগরের মুক্ত আমার সে শংকর দা আজ বাঁধা পড়েছে—তার মৃত্যু হয়েছে—

(অনুরাধা চলে যাচ্ছিল। শংকর ডাকদিল)

শংকর— অনুরাধা! (অনুরাধা এসে শংকরকে প্রণাম করলো)

অনুরাধা— যাই শংকর দা! আমার ব্যর্থ জীবন দিয়ে তোমার জীবনকে বিষিয়ে তুলবো না। তোমার আদর্শকে ম্লান করবো না। মেয়ে হ'য়ে যখন জন্মেছি তখন এ জীবনের কিই বা আর মূল্য আছে। এতো পথের মাটির মতো ঢেলা ঢেলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের মূল্যবান ও পুরুষ জীবন নষ্ট হোক এ আমি চাইনে।

শংকর—অনুরাধা!

অনুরাধা—তোমার কাছে মানুষ হ'য়েছি। অনেক আশা করে বাবা একদিন জাতীয় পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। হতভাগী আমি তাঁর সে সাধ পূর্ণ করতে পারলুম না। তবু জানি তোমার আশীর্ব্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত হ'বো না—আশীর্ব্বাদ করো শংকর দা— বাঙলার মেয়েদের এমনি নিঃসহায় ক'রে গড়বার আগে সৃষ্টি কর্ত্তার হাত দুটো যেন ধ্বসে যায়।

(ধীরে ধীরে অনুরাধা চলে যাচ্ছিল)

শংকর—চলে যাচ্ছিস্ তুই রাধা?

(অনুরাধা কথা কইতে পারলো না। কেবল থমকে দাঁড়ালো)

না—তুই দাঁড়া বোন। ও পথ ধরে আমিও চলবো। কি বলবে আমায় সমাজ? বলবে উচ্ছৃঙ্খল—অপদার্থ—এই তো? কি আর হ'বে তাতে? আমি তো জানবো কত বড়ো একটা সত্যের পথ ধরে আমি চলেছি। সে পথে চলতে চলতে পা দুটো যদি আমার ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়—তবুও সে রক্ত ধারায় লেখা হ'বে আমার জয়েরই ইতিহাস। আগামীকালের বন্ধুরা জানবে—রূপ নগরের শংকরদা তাদের শবের উপর সৃষ্টির সাধনা করে গেছে।

অনুরাধা—শংকর দা—

শংকর—আমি বুঝেছি বোন্—এ নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার নূতন রূপ দিতে না পার্‌লে স্বাধীনতার কোন মানেই হয় না। সে হবে একটা সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা—আর একটা অঙ্গ তাতে আরও বিকল হ'য়ে পড়্‌বে। এ অবিচার যে সত্যাগ্রহীর কাম্য হ'তে পারে না। তোর ঐ রাঙা চেলী আর গায়ের আভরণ পড়ে থাক ঐ বালুমাখা ধলেশ্বরীর পারে। মায়ের দেয়া ঐ খাঁদি কাপড় মাথায় করে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি নূতন জীবনের পথে। কালপ্রাতে ঘুমভাঙা জগৎ জানুক অনুরাধা মরেছে—আর আমি জান্‌বো নূতন জন্ম নিয়েছে অনুরাধা।

অনুরাধা—পার্‌বে···পার্‌বে তুমি শংকর দা ?

শংকর—কেন পার্‌বো না রাধা—সত্যাগ্রহীর সাধনা—সে কি ওদের বিদ্রূপেই থেমে যাবে ? সামনে তুই···দূরের ঐ কালো আকাশ আর পায়ের তলার আমার এ পৃথিবীকে সাক্ষী ক'রে আজ বল্‌চি বোন—যতদিন না তোদের পায়ের শেকল খসে পড়ছে—যতদিন না বাইরের মুক্ত আলোতে তোরা চোখ খুলতে পারছিস্—ততদিন আমার সংগ্রাম ....স্বাধীনতার সংগ্রাম থাম্‌বে না..থামতে পারে না। দেবকীর অশ্রুজল দ্রৌপদীর আকুল মিনতি যদি দেবতাদের আসন টলাতে পারে সে আকুলতায় কি মানুষের বুকে দোলা লাগ্‌বে না ? শোন্: তোরা আজ বিপ্লবী শংকরের কথা—স্বাধীনতা কেবল পুরুষের নয়। নারীর জন্য—সর্ব্ব মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য চাই স্বাধীনতা। তার আলোতে ঝিল্‌মিল্ করবে নূতন সমাজ—নূতন মানুষ—নূতন রাষ্ট্র। সত্যাগ্রহীর জীবন বেদের প্রথম শ্লোক যে সে স্বপ্ন দিয়েই গাঁথা হ'য়েছে রাধা।

অনুরাধা—শংকর দা !

শংকর—এ আমার মনে কথা রাধা। ঘরে ঘরে মা বোনদের নির্যাতন দেখে অনেক দিন একথা ভেবেছি। কতো ঘুমহারা রাত নূতন প্রাতের

অভ্যুদয় কামনা ক'রে কেটে গেছে—কিন্তু আমার সে স্বপ্নের ফসল রোদে হাসা মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেনি। আজ আবার তোর মুখ দেখে সে কথা মনে পড়লো নূতন করে। হঠাৎ একবার ভেসে উঠলো বন্দিনীর সীতার ম্লান মুখখানি চোখের সামনে—। এ বন্ধন নাশতে হ'বে—এ শেকল ছিঁড়তে হবে—এ অভিযানের সংগ্রামিকা রূপে আজ তোরা দাঁড়া বোন সমাজের সবকিছু অত্যাচারকে অস্বীকার করে। চোখের জল নয়—আজ চলুক বিক্ষোভের বহ্নি উৎসব—প্রাণের চঞ্চল মাতামাতি। এ মহাপ্রলয়ের পয়োধি নীরেই জন্মনিক নূতন সমাজ।

(অনুরাধার হাত ধরে শংকর চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তার গলা শোনা গেলো— "পণ্ডিত! পণ্ডিত!"—

(মধু পণ্ডিতকে নিয়ে শংকর প্রবেশ করলো)

শংকর—পণ্ডিত!

মধু—(চোখ রগ্‌রাতে রগ্‌রাতে) আঃ—তুমি ভারি দুষ্টু শংকরদা—জাগালে কেন আবার এত রাত্তিরে?

শংকর—আমি যে চলে যাচ্ছি পণ্ডিত।

মধু—ওতো কতদিন শুনেছি—চলে যাচ্ছো ··· চলে যাচ্ছো ওয়ার্দ্ধা নাকি সে ভাঙ্গি পল্লীতে। বলি যাচ্ছো কোথায়? জাতীয় বিদ্যালয়ের মাটির লোভ—সেকি এত সহজেই ছাড়া যায়?

শংকর—সত্যি আজ চলে যাচ্ছি পণ্ডিত—তোমাদের ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে। জানি না আবার কবে ফিরবো—কবে এসে রূপনগরের মধুর মাটিকে প্রণাম করবো। তোমরা দেখো আমার এ বিদ্যালয়কে।

মধু—শংকর দা!

শংকর—বড়ো আশা ক'রে গড়েছি পণ্ডিত এ জাতীয় বিদ্যালয়। কতো স্বপ্ন আমার এর সাথে মিশে রয়েছে। এখান থেকেই স্বাধীন ভারতের সন্তানদল জাগবে। নূতন জীবনের রাঙা সূর্য্যকে অভিনন্দন জানাবে তারা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মুক্তির হাওয়া বয়ে যাবে। চরকা ঘুর্‌বে ঘুণ্‌ ঘুণ্‌ ঘুণ্‌। রামধনুকের রঙধরা দেবে তাতীদের সাতরঙা শাড়ীতে। আপন শক্তিতে বলবান হ'য়ে উঠবে এ অধঃপতিত দেশের চাষী আর মজুর। শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে এ সর্ব্বক্লেদের ভ্রূণ থেকে জন্ম নেয়া নূতন রাষ্ট্র। কিন্তু তবুও সে সম্ভাবনাকে পেছনে রেখে আজ আমি চলে যাচ্ছি—চলে যাচ্ছি বৃহত্তর আদর্শের সন্ধানে—।

মধু—তুমি যেতে পারবে না শংকরদা!

শংকর—তোমরা তো রইলে ভাই। এমনি করে আনন্দের হাট মিলিয়ে আমাদের যে সরে পড়্‌তে হয়। মায়ার বাঁধনে আটকে পড়্‌লে যে কোন দিন সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না—

মধু—শংকরদা!

শংকর—ছিঃ কাঁদছো পণ্ডিত? এতো কাঁচা তোমার মন?

মধু—জল যে রাখতে পার্‌ছি না শংকরদা—বারে বারে ঝল্‌কে পড়্‌ছে—।

শংকর—সত্যাগ্রহীর আদর্শ তো সে নয় পণ্ডিত। তার মন হ'বে ইস্‌পাতে গড়া। স্নেহ মায়ার আকর্ষণ টলাতে পার্‌বে না তাকে। কঠোর কর্ত্তব্যের মাঝে সাজ্‌তে হ'বে তাকে নূতন কর্ণ। জাতির সম্মান ত্রিবর্ণ ধ্বজা হাতে দিয়ে তার নিজের ছেলেকে পাঠাতে হ'বে নিশ্চিত মরণের মুখে। কাঁদ্‌লে সেখানে যে চল্‌বে না ভাই।

(শংকরের দিকে মধু অনিমেষে চেয়ে রইলো। হল্লা করতে করতে আশীষ, পটল, কদম প্রভৃতি ছেলেরা প্রবেশ করলো)

আশীষ—ও শংকরদা—শংকরদা গো।

পটল—তুমি কোথায় যাচ্ছো শংকরদা ?

কদম—আমরা তোমায় যেতে দেব না শংকরদা।

শংকর—না গেলে যে আমার চল্‌বেনা কদম। অনেকদিন পরে দিগন্তে বাক দেয়া ঐ রাঙা মাটির পথ আবার আমায় ডাক দিয়েছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের পবিত্র ধূলিকণা কপালে উড়ে এসে পরিয়ে দিয়েছে আমায় চন্দন টীকা। জয়যাত্রার লগ্ন উপস্থিত। আমি যাই ভাই।

আশীষ—এ জাতীয় বিদ্যালয়কে কে দেখবে শংকর দা ?

শংকর—দেখ্‌বে তোমরা (কদম আর আশীষের হাত ধরে সামনে এনে দাঁড় করালো) ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন মানুষ—হিন্দু মুসলমান—আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ আর কদমালী। যদি চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্তি এসে কোনদিন জড়িয়ে ধরে, তাহলে একই গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে নিয়ো। যতো ভুল—যতো ত্রুটিকে অন্তরের প্রেম দিয়ে সমাধান করে নিয়ো তোমরা—। তোমাদের বুকে বুকেই রেখে গেলাম আমার স্বপ্ন—হিন্দু মুসলমানের বুকের দরদে ভরা এ জাতীয় বিদ্যালয়কে।

কদম—শংকরদা !

শংকর—যাবার বেলায় একটি কথা তোমাদের কাছে বলে যাই কদম—জনগনমন অধিনায়ক মহাত্মাজীর কথা—ধর্ম্ম ভিন্ন হ'লেই জাত ভিন্ন হয় না। তুমি মুসলমান—আমি হিন্দু—তুমি শিখ আমি খ্রীষ্টিয়ান—এ—ই আমাদের সব চাইতে বড়ো পরিচয় নয়—জগতের সামনে আমরা পরিচিত ভারতবাসী বলে। এই মৈত্রীর সাধনাই জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শ।

মধু—তোমার এ আদর্শের জন্য আমাদের জান কবুল রইলো—

শংকর—এইতো চাই ভাই—বাইর থেকে যারা বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে এ দেশটাকে পুড়ে মাব্‌বার ব্যবস্থা করেছে—তারা কোন দিন সমাজ

হিতৈষী নয়। ধর্ম্মের :জাল ছড়িয়ে-বোকা সর্ব্বস্বহারা জীবগুলিকে এক করে তারা আজ স্বীয় স্বার্থের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে। সিদ্ধির শেষে আবার তাদেরই লাথি মেরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে—। তোমরা জোর গলায় এর প্রতিবাদ জানিয়ো—দেশের প্রতি ঘরে প্রেমের নৈবদ্য নিয়ে যেয়ে হতভাগ্যদের ডাক দিয়ে বলো—সুবিধাবাদীরা আজ ধর্ম্মকে আফিম রূপে ব্যবহার করছে জাগ্রত জনতার দাবীকে ঝিমিয়ে দেবার জন্য—ওদের ফাঁদে তোমরা পা দিয়োনা—।

কদম—তুমি ঠিক বলেছো শংকরদা—। ও পাড়ার জনাব মুন্সী মিঠে কথায় গাঁয়ের প্রেসিডেণ্ট হয়ে আজ আমাদের চাষীদের চুষে মারছে —মুসলমানেরও সেখানে রেহাহ নেই।

শংকর—আমি জানি কদম—জীবনের ভিৎ যাদের স্বার্থের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত গণকল্যাণ তাদের কাছে এক অসম্ভব বস্তু। সমাজ সেবীর যতো ঝক্‌মকে মুখোস পড়েই তারা আসরে নামুক না কেন—ছ'দিন বাদেই সে মেকী কলাই ফিকে হ'য়ে যাবে—। তোমরা তাদের চিনিয়ে দিয়ো। তাদের মতো বড়ো শত্রু দেশের পক্ষে বোধ হয় কোন বিদেশী সরকারও নয়।

(বাইরে অনুরাধা—'শংকরদা')

মধু—অনুদি ?

শংকর—হ্যাঁ আমরা দু'জনেই যাচ্ছি। দু'জনেই ছাড়ছি এ রূপনগরের মায়া—। যে সমাজ মানুষের মূল্য দিতে জানে না—মনের অনুনয় বুঝেনা পাথরে-গড়া সে সমাজের মাঝখানে—ও আর কি করে থাকে বলো ? যে যুগে মেয়েরা পুতুলের মতো মাথা ঘুমটায় ঢেকে পরের ঘরে যেতো—সে যুগ যে ও অনেক দিন আগেই পেরিয়ে এসেছে—

(মধু শংকরের দু পা জড়িয়ে প্রণাম করতে লাগলো)

ও কি—ওকি হ'চ্ছে পণ্ডিত ?

মধু—তোমায় প্রণাম.কর্‌ছি শংকরদা। তুমি যে মানুষের মতো মানুষ—তুমি যে মমতায় গড়া। জেলে ঘাটায় যখন অনুদি'র বরকে দেখলুম—তখন একবার ইচ্ছে হচ্ছিল—দু ঢিলে দিই বুড়োর মাথাটা উড়িয়ে।—ধব্‌ধবে বাবরীতে রঙের টোপর পরে যেন আবার সঙ সাজা হয়েছে—

শংকর—এইসব কুসংস্কারইতো এ দেশের সীতা আর সাবিত্রীদের অকাল মরণ ডেকে আন্‌ছে—। মন যেখানে বুভুক্ষু শান্তির নীড় রচনা সেখানে যে অসম্ভব ভাই। পুরোহিতের দুটি সংস্কৃত বুলিইতো আর প্রীতির সেতু গড়তে পারে না—বরং সে প্রাণহীন অনুষ্ঠান ব্যবধানের প্রাচীরকে আরও মজবুৎ করে তোলে—। ওঃ দেখ্‌ কথায় কথায় রাত প্রায় ফুরিয়ে এলো আমি এবার যাই ভাই

(প্রত্যেকে মাথা নত করলো)

পটল— ও শংকর দা। আমায় তো কিছু তুমি বল্‌লে না.

শংকর— ওঃ- ভুল হয়ে গেছে ভাই। কাউকে বাকী রেখে কি আমার যাওয়ার উপায় আছেরে ? মন যে সবার সাথেই বাঁধা পড়েছে। তবে কি জানিস্‌—তোদের ছেড়ে যাবার ক্ষণে সব কিছুই যেন আজ গোলমেলে হয়ে উঠ্‌ছে।

পটল—শংকরদা ...

শংকর—তবুও যেতে হবে পটল—এমনি করে দুদিনের ঘর বেঁধে আবার পালিয়ে যাবার জন্যই যেন ভগবান আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। চিরন্তন ঠাঁই যে কোথাও নাই। হ্যাঁ—তোকে দিয়ে গেলাম আমার বড়ো সখের চরকাটি—। যদি কোনদিন আমার কথা মনে পড়ে তবে ওতে তুলো চড়িয়ে একমনে কেটে যাস্‌—আমার আদর্শকে খুঁজে পাবি।

[শংকর চলে গেলো। তাকে অনুসরণ কর্‌লো ছেলেরা।]

নয়

[নদীর ধার। সবে সকাল হ'য়েছে। ভিজে গাছের ফাঁক দিয়ে রাঙা সূর্য্যের তির্য্যক রশ্মি এসে পড়েছে বালুচরে। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে মাটিতে লুটানো অনুরাধার কাপড়, জামা, গহনা প্রভৃতি। আনন্দ পাগলের মতো দৌড়ে এলো। তারপর একে একে কাপড় জামাগুলি নেড়ে চেড়ে একবার হঠাৎ শিশুর মতো কেঁদে উঠ্‌লো—তারপর কিছুটা আত্মস্থ হ'য়ে বল্‌লো]

আনন্দ—তুই কোথায় পালালি শ্রীরাধা ? তোকে না দেখে—আমি কি ক'রে বাঁচ্‌বো ? এ বুড়ো বয়েসেও তুই-ই যে আমায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে দিয়েছিস্—ঘর-সংসার সব ভুলে শুধু তোকে দেখ্‌বার জন্যই যে আজও এই চৌধুরী পরিবারে পড়ে রয়েছি। আজ আর কি ক'রে থাক্‌বোরে—? ঐ ধলেশ্বরীর কালো জল আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নিল ?

[আনন্দ আবার কেঁদে উঠ্‌লো। দূরে জাল বাইছে—নিমাই মাঝি—আনন্দ ডাক দিল]

ওঃ—অঃ মাঝির পো—নৌকোয় বসে যে জাল ফেল্‌ছো—এদিক একবার শুন্‌বে ?

[বাইরে নিমাই—আমায় কইচো ?]

আনন্দ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমায়। নিমাই মাঝি না ?

[নিমাই প্রবেশ কর্‌লো]

কাল রাতে কিছু ডুবে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছিলে ?

নিমাই—কইল রাইতে ? (অনেকক্ষণ চিন্তা কর্‌লো)

উহুঁ—কিছু হুনবার পাই নাই তো। তিন ফর রাইত থিকাইতো জাল মার্‌ছি।

আনন্দ—কিচ্ছু শোননি? কোন ধপাস্ করে পড়ার শব্দ—কোন হা হুতাশ?

নিমাই—অতো ঠাওর অইচেনা। হুঁ তবে একবার⋯

[আনন্দ আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো]

তবে একবার এদিকে কথার হব্দ পাইলাম। মাত্তর তহন জালে নাম্‌চি। জলে টান দিছে—মাছগুলি নাগাইয়া দিল ছড় ফড়ানি। তাই তেমন গা করলাম না। রাইত আর তহন কতইবা অবে—চান্দডা ছেল ঠিক ঐ হানে (হাত দিয়ে দেখালো) তা' ব্যাপারখানা কি আনন্দ দা—তুমি যে দেহি পাগ্‌লি ছিগ্‌লি অবার নাগ্‌চো—

(আনন্দ কি যেন চিন্তা করছিল। হাত দিয়ে—কাপড় গহনা প্রভৃতি দেখিয়ে দিল)

এ যে দেহি মাইয়াছ্যাইলার জিনিষ পত্তর! ডুইব্যা গেলো নাকি?

আনন্দ—কি ক'রে বলি নিমাই শ্রীরাধা আমার—

নিমাই – দিদিমণি?

আনন্দ—শ্রীরাধা আমার কেন আজ ধৈর্য্যহারা হ'য়ে পড়্‌লো। এতো কষ্টে এতো অত্যাচারেও তো কোনদিন মুখ ফোটেনি—আজ কেন এ কুমতি হ'লো। আমি তো ছিলাম নিমাই বাড়ীতে—আমায় তো খুলে বল্‌তে পার্‌তো সব কথা? আমায় লুকোবার ওর কি-ই বা ছিল?

নিমাই—শিবু বাবুডা মানু—নয়গো আনন্দ দা—মানু নয়, যেই বউ আন্‌লো ঘরে অমনি মাথাডা যেমন বিগরাইয়া গেলো।

আনন্দ—কর্ত্তা বেঁচে নেই নিমাই—নইলে তার বাড়ীতে এতক্ষণ রোল

পড়ে যেতো। একটি মাত্র মেয়েইতো অনুরাধা। আকাশের চাঁদ চাইলেও বোধ হয় কর্ত্তা কোনদিন অস্বীকার করতেন না—তার আজ এই অবস্থা ?

নিমাই—বউ যেন নয় ডাইনিগো ডাইনি—হশাণ কইরা দেলে—পুড়াইয়া দেলে ঘরকে। ঐ হ্যাহো ছাওয়ালডা আবার ডাকৃতিছে। তুমি খপর করগো—খপর করো। দিদিমণিকে ঐ ডাইনিই গিলা ফেল্লে। আমি বরং বিহালের দিগে একবার যামু অনে - তুমি এর মধ্যে টো নেও।

(নিমাই চলে গেলো। আনন্দ অনুরাধার পরিত্যক্ত কাপড় জামার কাছে বসে পড়্লো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।)

আনন্দ—কেন তোর এ অভিমান হলো রাধা ? কেন তুই এ সর্ব্বনাশ কর্লি ? অমন চাঁদের মতো ফুর্ফুরে মুখকে আড়াল কর্লি কালো ধলেশ্বরীর জলে ? এ পৃথিবীর আর কোথাও কি তোর ঠাঁই ছিল না দিদি ? অভিমানে কি বেরিয়ে পড়তে পার্লিনে ঐ লাল মাটির কাঁকর ভাঙা পথে। বিদ্যেতো কম ছিলনা তোর পেটে— অমন বড় বড় বই পড়তিস্—গল্প বল্তিস্। না হয় কোন অচেনা গ্রামে যেয়ে পাঠশালা খুলে বস্তিস্—অনেক মেয়ে হ'তো সেখানে— তাদের দিকে চেয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পার্তিস্ কোন রকম এ পৃথিবী ছেড়ে যেয়ে তোর কোন লাভটা হ'লো শ্রীরাধা ?

(অভয় দত্ত আর শিবদাস প্রবেশ করলো)

অভয়—এই যে হারামজাদা এখানে ভেল্কী পেতে বসেছে।

আনন্দ—অভয় দত্ত নাকি ?

শিবু—(এগিয়ে এসে) চুপ্! ও আদুরে ডাক আর ডাকৃতে হ'বে না। দুধ ভাত দিয়ে এ্যাদ্দিন শয়তান পুষে রেখেছিলাম—আজ তাই মান সম্ভ্রম সব শেষ হ'লো।

আনন্দ—আজ আমি শয়তান হলাম দাদাবাবু ?

শিবু—চুপ ! (মাটি থেকে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে) বল্ অনুরাধা কোথায় ?

আনন্দ (অবাক হ'য়ে) তুমি কি সেই শিবদাস—যাকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছি—যাকে পিঠে করে করে এ পিঠে দাগ পড়ে গেছে—তুমি কি সেই শিবদাস ?

অভয়—জুচ্চোরের আবার ভনিতা হচ্ছে। তুমি কর্‌ছো কি শিবদাস—ব্যাটাকে হাত পা বেঁধে ঐ অন্ধ কুঠরীজাত করো—দু'দিনেই গোড় খবর বেরিয়ে যাবে।

শিবু—বল্ অনুরাধা কৈ ?

আনন্দ—জুচ্চোরের চাইতে ঐ ধলেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করো—

শিবু—হ্যাঁ জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি (বলে শিবদাস আনন্দকে মার্‌তে লাগ্‌লো)।

অভয়—আহা-হা—মার্‌ছো কেন—মার্‌ছো কেন—ব্যাটাকে বরং ধরে নিয়ে চলো। নইলে ক' ধারায় দিতে যেয়ে—ক' ধারায় জড়িয়ে পড়্‌বে।

(পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আনন্দ বললো)

আনন্দ—মার্‌লে ? আজকে তুমি আমায় মার্‌লে ?

(চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল নেমে এলো)

শিবু—মার্‌বোনা—পুজো কর্‌বো ?

আনন্দ—না-না-না। মারো-মারো—আরও মারো—একেবারে মেরে ফেলো। যে বুকে ক'রে তোমাদের মানুষ করেছি—সে বুক্‌কে একেবারে ভেঙে দাও। আমার একটুক্‌ও দুঃখ হ'বে না।

(নিমাই মাঝি প্রবেশ করলো)

নিমাই—মারতি চাইলিই আমরা তা দিমু কেনগো আনন্দ দা ? তোমার দুঃখু না হলিও আমাগোর বুক তো আর পাথর অয়নি। ঐ নাও

থিকি দেখ্‌ছিলাম সব—বসি থাক্‌তে নারলাম চুপ করি। বলি ও সাহেব, এ্যাদ্দিন—তো অমানুষ ছিলে—বেইমান আবার অলে কব্‌থিকা ?

শিবু—নিমু !

নিমাই—এঃ, আবার চোক পাকাচ্ছে দেহো—বলি নাজ্যিখানা কি তোমার গো ? অলেই বা। তাই বলি মাইরবার ক্ষেমতা তোমায় কে দিয়েছে ? তুমি এদিকি আইয়ো আনন্দ দা—দেহি কোন্‌ মরদ তোমায় কেড়ে নিতি পারে।

আনন্দ—তুমি আবার কেন এলে নিমাই ?

নিমাই—আমুনা কেনে—আমরা যে ছোটনোক গো—ঐ বাবুদের মতন কইলজাখানা যে শুকাইয়ি যায়নি—নেমকহারাম আমরা অইনি। আরে দত্ত মশায় যে ? পেন্নাম হই পেন্নাম হই—আমার পেতল কয়খানা তো খাইচো—এহন বুঝি বড় শিকারের আশায় এ্যাতো পাক চক্কর ?

অভয়—ছোট জাতের কথা শোন শিবু। মনে হয়…

নিমু—অত হোজা নয় দত্ত মশাই—আধ পেট খাইলিও এ হাড়ে এহনও জোর আছে। আর ছোট জাত কইলে না ? আশীর্ব্বাদ কইরো যেনে জন্মে জন্মে এ দুঃখী জাইলার ঘরেই জন্মাইবার পারি। ঐ ধলেশ্বরীর জলে নাও নিয়ি খেলুম—বাইচ মাডুম—আন্দার রাইতে ভাঙ্গা বালুর পাড়ে পাক খাইয়া যামু। তবুও তোমাগোর ঐ বড়নোকদের ঘরে যেনে বগমান—চালান না করে—অমন ট্যাহার ঝোপে থাইহা যেনে মনডাও ট্যাহার মতন টন্‌টনে না হয়। আইহো গো আনন্দ দা—ঐ বটগাছডার ছ্যাওয়ায় বইবা আইহো—

(হাত ধরে আনন্দকে নিয়ে যাচ্ছিল। শিবু বাঁধা দিল।)

শিবু—দাঁড়া—

নিমাই—খাড়ইবার মন্ অইলে তুমিই খাড়ইবার পারো সাহেব—আমরা গরীব নোক—গা খাটিয়ে খেতি অয়—খাড়ইয়া থাহুম কেমন করি? বগবানের কিরিপায় দুই চাইরডা মাছ যদি পাই—তাইলেই পাত পড়বি—তোমাগোর মতন আপনি আইয়া তো আর বোগ্ মুহে উঠ্‌বিনা? আইহোগো আনন্দা দা।—

(আনন্দকে নিয়ে চলে গেলো)

অভয়—শোন্‌লে তো শিবু—ব্যাটাদের স্পর্দ্ধার কথা—শোন্‌লে তো?

(শিবু নিরুত্তর)

না—না তুমি চুপ ক'রে থেকোনা—আমি দু'এক নম্বর লড়বো। নাম আমার অভয় দত্ত। সহরের নামজাদা উকিল পশুপতি বাবু আমার পিস্‌তুত ভাইএর সম্বন্ধী, দু' দু' টাকা ফিসের উকিল। সেই আমি—আমি—একবার না দেখে ছাড়্‌ছিনে।

শিবু—আনন্দকে না মারলেও চল্‌তো অভয়।

অভয়—সেতো কতবারই তোমায় বল্‌লুম আমি—ও মার ধর করে কাজ নেই—। হাত পা বেঁধে কুঠরিতে ফেলে রাখো দু'দিনেই সব রস শুকিয়ে চিড়ে হ'য়ে যাবে।

শিবু—না…না…সত্যি ও কিছু জানে না—ভালোবাসে আমাদের—তাই এ বুড়ো বয়সেও আমাদের ছেড়ে পালাতে পারেনি। ওর চোখে জল দেখে আজকে আমার অনেকদিন আগের কথা মনে পড়লো অভয়, সেদিনও ঠিক ও এমনি ভাবে কেঁদেছিল। এ গাঁয়ের এখানে ওখানে ফিরেছিল কার যেন সন্ধানে। বাবা ততক্ষণ বোধ হয় বৈতরণী পার হ'য়ে গেছেন।

অভয়—তারিণী খুড়োর মৃত্যুর কথা বল্‌ছো কি?

শিবু—হ্যাঁ। সে মেঘে ঢাকা দিনটাকে আজও ভুল্‌তে পারলামনা—ও যেন আমার চিরজীবনের সাথী হ'য়ে রইলো। সেদিন আমিও

কেঁদেছিলাম। পাণ্ডুর হাতখানিতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে অনুরাধাকে ধরে বাবা বল্‌লেন তোরই কাছে অনুকে রেখে আমি নিশ্চিন্তে ওপারে চল্‌লুম শিবু—না থাক্....(উদ্‌ভ্রান্তের মতো) হাঁ আমি বাড়ী চল্‌লুম।

অভয়—সেকি ? ইন্‌সপেক্টর বাবুর ওখানে যে যেতে হ'বে একবার।

শিবু—ও বেলা হবে ভাই—তুমি বরং ওঁকে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ো—। এখন আর আমার পা চলছেনা। মনটাতে যেন হঠাৎ মেঘ করে এলো। হ্যাঁরে—ওয়ারেণ্টটা উঠিয়ে নেয়া যায়না ?

অভয়—সেকি ?

শিবু—না—এমনি মনে হচ্ছে—যা ভালো মনে করেছে অনুরাধা করেছে তাই। আমি আর ওর পথে বাঁধা হয়ে দাড়াবোনা।

অভয়—সেকি আর সম্ভব। দারোগা বাবুর কৃপায় এতক্ষণ সে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছেনা—

শিবু—আচ্ছা—দেখা যাবে—

অভয়—তোমার মাথায় কখন যে কোন্ বুদ্ধি এসে চাপে শিবু—তা 'দেবা ন জানন্তি কুত্র মনুষ্যাঃ' চলো—চলো—কোথায় ছুটতে হবে দেখা যাক্।

(পরদা নেমে এলো)

দশ

[শিবদাসের বৈঠকখানা। টেবিলের সামনে মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে শিবদাস—রাত্রি হয়েছে। মায়া প্রবেশ করলো]।

মায়া—কি হ'লো গো? সেই সকাল থেকে বাড়ী ফিরেই যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছো—আদুরে বোন তো পথে বসিয়ে রেখে গেছে। ছিঃ ছিঃ বাবা—বাইরে মুখ দেখাবার জো'টি নেই, তার শোকে কি সংসার ছেড়ে সন্ন্যেসী হ'য়ে যাবে নাকি?

শিবু—তুমি চুপ করো মায়া!

মায়া—চুপ না করেইবা কি আর করবো বলো, গলা খুলে আর কথাটি বলার উপায় আছে নাকি? ভদ্দর ঘরের মাথাটা যে একেবারে কাটা পড়েছে। এইতো বিকেল বেলায় গিয়েছিলাম সৌদামিনীদের পাড়ায়। পুঁটি পিসী, জগার মা, সবাই থই থই করে ধরলো।

শিবু—ধরেছে তো বয়ে গেছে।

মায়া—তোমার বয়ে যাবে কেন গো, পুরুষ মানুষ—জন্মের আগ থেকেই যে দাসখৎ নিয়ে এসেছো। শত কলংকও ঐ দলিলের জোরে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু আমার তো দু' ঘর কুটুম্বি করতে হবে। বিয়ে পার্ব্বণে সাত বাড়ীতে পাত পাততে হ'বে—আমার বয়ে না গেলে চলবে কেন। যেমন বংশ···

শিবু—(হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে) চুপ—ও বংশের কথা তুলে আর আমার ব্যথাটা বাড়িয়ে দিয়োনা। যৌবনের উন্মাদনায় অন্ধ হয়ে যে ভুল আমি করেছি—সে—কথাটা আর মনে করিয়ে দিয়োনা।

মায়া—ভুলটা কি-ই বা করলে?

শিবু—তোমায় বিয়ে করাটাই সব চাইতে বড় ভুল মায়া! তোমায় আমায় বাঁধন বোধ করি ভগবানেরও অভিপ্রেত ছিলনা, তাই আজ জ্বলে গেলো সারা সংসারটা। গোটা চৌধুরী পরিবার গেল শেষ হয়ে। মার অভিমান বুঝিনি—বাবার আদেশ শুনিনি—শুধু তোমার রূপের রঙে উড়ে গিয়েছিলাম—বালুর চড়ে বাসা বাঁধতে। তোমার একটা দীর্ঘশ্বাসে আজ তা' ধ্বসে গেলো।

মায়া—তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি!

শিবু—হয়তো বা তাই ক্ষেপে গেছি আমি। এমনি মহাশ্মশানের মাঝখানে কেই-বা থির হয়ে বসে থাকতে পারে? (করুণ সুর বেজে উঠলো) ঐ দেখো প্রতিটি ঘরের দিকে চেয়ে—লক্ষ্মী পালিয়ে গেছে কবে—থম্ থম্ করছে সারা বাড়ীটা। ফুলবাগানটা মজে এসেছে।—এখানে ওখানে ভাঙন ধরেছে। মনে হয়—সর্ব্বনাশের পরদার পেছনে বসে—এ চৌধুরী পরিবারের গৌরবেব আত্মা গুমরি গুমরি কাঁদ্ছে।

মায়া—তা হ'লে বলো অলক্ষ্মী পালিয়ে যাক্—লক্ষ্মী এসে ঘরকন্থে বাঁধুক আবার।

শিবু—সে ভরসা ফুরিয়ে গেছে। একদিন এই শিবদাস চৌধুরীর মনে বিশ্বাস ছিল—সাহস ছিল। কিন্তু আজ সে একেবারে অথর্ব্ব।... ... মরে গেছে সেদিনের শিবদাস চৌধুরী—আজ রয়েছে কেবল তার ছায়া।—সেখানে শ্মশানই সাজে লক্ষ্মীর আসন পাতা চলে না।

(উভয়ে খানিক্ষণ চুপ করে রইলো)

দশটি বছর আগে যেদিন ঐ গেরুয়া মাটির পথ দিয়ে পাল্কী ক'রে এ বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লে সেদিন থেকেই চৌধুরীদের খাতায়

কেবল বিয়োগের অঙ্ক আরম্ভ হলো। একে একে সবই ঝরে পড়্তে লাগ্‌লো—

মায়া—সেজন্যও কি আমিই দায়া ?

(শিবু নিরুত্তর)

বলো—চুপ ক'রে রইলে কেন—সেজন্য কি আমিই দায়ী ?

শিবু—হ্যাঁ তুমি। তোমার ছোঁয়াচ লেগেই ঝরে পড়লো—চৌধুরীদের এতদিনের সম্ভ্রম—এতদিনের প্রতিষ্ঠা। বছরের পর বছর ধরে যে পুণ্যের বলে রূপনগরের চৌধুরীরা সাতপরগণার মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল তুমি এসে সে মাথাটাকে নুইয়ে দিলে। বিয়ের আনন্দের অন্তরালে বয়ে নিয়ে এলে বিষের ঝাপি—সে বিষের…

মায়া—চুপ্—চুপ … আর বলোনা—আর শুন্‌তে চাইনে। ওগো পুরুষ জাত! এইটুকু করুণা আজ তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইছি।… কলে তোমরা হাত কাট্‌বে—জীবনে তোমরা ফেল্ মার্‌বে—সেজন্য দায়ী ঘরের বঁধু—। দিকে দিকে আনন্দের হাট মিলিয়ে—দু'হাতে টাকা উড়িয়ে চলার পথে ফতুর হয়ে বস্‌বে, তারজন্য দায়ী হ'বে কিছু না জানা এক পরের ঘরের মেয়ে ? এই যদি তোমাদের বিশ্বাস হয় তাহ'লে কেন—কেন আন্‌তে যাও তাদের ব্যর্থতার আগুনে জীবনকে পুড়িয়ে দেয়ার জন্য ?

শিবু—যা সত্য তাকে আর কি ক'রে অস্বীকার করি।

মায়া—হ্যাঁ সত্যি—সত্যি সে কাঁচা বঁধুটি বলেছিল তোমাকে তার আচল ধরে পড়ে থাক্‌তে। বলেছিল কূয়োর জীবের মতো জীবনকে গুটিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌তে— ?

শিবু—হ্যাঁ। জীবনের জুয়া খেলায় তার অদৃষ্ট আমাকে জোর করে নামিয়ে দিয়েছে নিজের প্রতিষ্ঠা থেকে। আমার যে সর্ব্বনেশে

পরিনাম এ কেবল তারই অলক্ষণে পদ সঞ্চালনের ফল। এ্যাদ্দিন লোকে বল্‌তো। ঘুমহারা রাতে বিছানায় বসে আনন্দকেও করতে শুনেছি সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। হেসেছি কেবল সমাজের দিকে ভ্রূকুটি ক'রে। কিন্তু আজ সে সন্দেহের শেকড় আমার ও তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ তাই তোমায় আমি অবিশ্বাস করি—

(মূর্ছিতার ন্যায় মায়া ধপাস ক'রে একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লো)

হ্যাঁ, অবিশ্বাস করি। তোমারই দীর্ঘশ্বাসে উড়ে গেলো চৌধুরীদের এতদিনের প্রতিষ্ঠা—। কালের সাথে পাল্লা দিয়ে যে বংশটা শুধু রূপনগরের নয়—গোটা চাঁদ প্রতাপ পরগণার মুকুট মণি ছিল তুমি আসার সাথে সাথেই সে সম্ভ্রমের—সে গৌরবের বিসর্জ্জন শেষ হ'য়ে গেলো।

(বাইরে একটা শব্দ হ'ল)

কে—? কে ওখানে?

(আনন্দ প্রবেশ করলো)

আনন্দ—আমি……আমি আনন্দ।

শিবু—আনন্দ!

আনন্দ—হ্যাঁ আমি। কাল চলে যাচ্ছি…তাই একবার শেষবারের মতো তোমাদের দেখ্‌তে এলাম। ভেবেছিলাম ঐ আড়াল থেকেই দু'চোখ জুড়িয়ে পালিয়ে যাব—কিন্তু অন্ধকারে পা' লেগে টেবিলটা হঠাৎ উল্টে গেলো।

শিবু—তুমি চলে যাচ্ছো আনন্দ?

আনন্দ—(চোখ জলে ভরে এলো) আশ্রয় আর কোথায় বা আছে দাদাবাবু।

এ বুড়ো বয়েসে কে আর ঠাঁই দেবে ? তাই ঠিক করেছি দেশে যেয়ে বাকী দিন কটা ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে থাকবো। তোমাদের ভালোবেসে এ্যাদ্দিন যে ও পাটটা বন্ধই রেখেছিলুম।

শিবু—আনন্দ।

আনন্দ—আমি যাই দাদাবাবু।

শিবু—আজকের রাতটাও কি এখানে থাকা তোমার চলে না—আনন্দ ?

আনন্দ—না দাদাবাবু—। ওদিকে নিমাই অনেক ব্যবস্থা করেছে—না গেলে বেচারী বড় দুঃখ পাবে।

(আনন্দ চলে যাচ্ছিল। ফিরে এসে বল্‌লো)

হ্যাঁ—শ্রীরাধার খোঁজ নিয়ে আমায় একটা পত্তর পাঠিয়ো······(আনন্দ চলে গেলো)

শিবু—যাও। সবাই চলে যাও একে একে। প্রাচীন ঐশ্বর্যের স্মৃতি নিয়ে এ শূন্য চৌধুরী বাড়ীতে কেবল আমি একা পড়ে থাকি···কেবল আমি একা পড়ে থাকি। (ফিরে মায়ার কাছে যেয়ে) মায়া! মায়া! মায়া! জ্ঞান নেই কোন। ভালোই হ'য়েছে। এমনি করেই পড়ে থাকো—তবুও কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। নইলে যে চিরটা কাল জ্বলে পুড়ে—মর্‌বে। ভুলের মাশুল যে কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে।

(শিবদাস ঘরের এব কোণ থেকে একটা বাক্স টেনে আন্‌লো। খুলে বার কর্‌লো কতকগুলি চিঠির তাড়া—পুরনো দিনের চিঠি সব। জল ভরা চোখে একের পর এক করে চোখ বুলিয়ে নিলো তার উপর। তারপর আগুণ ধরিয়ে দিল তাতে)

সেদিনের শিবদাস মরে গেছে—সে মন আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে—। সব স্মৃতিই তাই মুছে যাক্‌—মুছে যাক্‌ চিরতরে। তবু মনে পড়ে সেদিনের কথাগুলো। ঝক্‌ ঝকে তারার মতো মনে এসে

দাপায়। কতো সন্ধ্যা কেটে গেছে—ভোর বেলা হাতের মালা হাতেই ঝরে গেছে—মায়া—আসেনি। কতো প্রতীক্ষা—কিন্তু তবু……

(বই হাতে নরেন এলো)

নরেন—বাবা – বাবা—

শিবু—কিরে খোকা ?

নারাণ—(বই দেখে) "পিতৃ সত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র—চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন" বাবার কথা শোনা ভালো। কি বলো তুমি ? আমি খু--ব তোমার কথা শুন্‌বো।

শিবু—হ্যাঁ শোনো। আমাদের ঘরে ঘরে আবার সে পুরণো দিনকে ফিরিয়ে এনো—এদেশ আবার মানুষ হ'বে। (নরেণ চলে গেলো) হারিয়ে গেছে সেদিন—সে বিশ্বাস আজ আর নেই। দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে চলে গেছেন বাবা—তারই উত্তাপে পুড়ে মর্‌ছি— (হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উঠ্‌লো) মা…… মা……

(সে চীৎকারে মায়ার জ্ঞান ফিরে এলো—। তাড়াতাড়ি উঠে শিবদাসের পাশে এসে বল্‌লো।)

মায়া—কি গো ! অমন কর্‌ছো কেন ?

শিবু—আছো মায়া ? এখনো বেঁচে আছো ? ঐ দেখেছো—মা এসেছেন। আমায় চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে বলছেন –"অনুরাধাকে দে— অনুরাধাকে দে"। বলোতো আমি কি বলি—কি আমি বলি………

মায়া—তুমি অমন কর্‌ছো কেন ?

শিবু—ও অমন করছি ? হ্যাঁ অমন কর্‌ছি। আমায় ওঘরে নিয়ে চলো মায়া আমার শরীর সুস্থ নেই।

(মায়া শিবদাসকে নিয়ে চলে গেলো। পরদা নেমে এলো)

এগার

[সাতদিন পর। সকাল ৮।৯ হ'বে— ৪।৫ দিন অসুস্থ থাকার পর— শিবদাস আজ দু'দিন থেকে একটুকু ভাল ছিল– বিছানায় শুয়ে শুয়েই আবৃত্তি করছিল]

শিবু— আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে,
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়—
ফিরাব কেমনে—

*   *   *   *   *

রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি—
জাগিবিরে কবে—

(মায়া প্রবেশ করলো)

মায়া—সকাল বেলা উঠেই আবার এ সব কি আরম্ভ হয়েছে ?

শিবু— রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি
জাগিবিরে কবে,
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কতদিন রবে ?

সত্যি মায়া, মানুষ জীবনে কত ভুল করে। ক্ষণিক সুখের আলেয়াকে চিরন্তন দীপশিখা মনে ক'রে—সে ছুটে যায় তার পেছনে—ডেকে আনে নিজের সর্ব্বনাশ—। এমনি ভুল ক'রেছিল এই বাঙলারই দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন। যৌবনের ঘূর্ণি হাওয়ায়—নিজেকে উড়িয়ে

দিয়ে—সে কামনা করেছিল জীবনের পরম সার্থকতা—চেয়েছিল অমরত্ব—। অমর সে অবশ্যি হয়েছে—কিন্তু জীবনে কোন দিন সে সুখী হ'তে পারে নি—। তাঁর গোটা জীবনটাই বেদনার একটা পূর্ণাঙ্গ মহাভারত। মেঘের সাথে লড়াই করে করে একটা তাজা সূর্য্য শেষ পর্য্যন্ত নিজেই যেন ছাই হ'য়ে গেছে—। তাঁর 'আত্মবিলাপ' সেই সূর্য্যেরই পরাজয়ের কাহিনী।

মায়া—তা তো বুঝলাম—কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে তোমার অতো শতো কথায় কাজ কি বাপু—

শিবু—কাজ নয়? জীবনের সাথে জীবনকে মিলাতে হবে। দেখ্‌তে হ'বে মানুষের ধারা কোন্ মহাজীবনের পথে যাত্রা করেছে। শুধু এপারে নয়। ওপারে চলো। ইংলণ্ডের কাব্য কুঞ্জে শেলীর চোখের জল আজও জ্বল্ জ্বল্ করছে—। সেও চেয়েছিল—জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ কর্‌তে। তাইতো তার এত করুণ সমাপ্তি।

মায়া—তোমার ছু'টী পায়ে পড়ি—তুমি চুপ ক'রো—নইলে—উত্তাপটা আবার বেড়ে যাবে—

শিবু—আর বাড়বে না—এবারে আমি চির দিনের মতো সেরে গেছি। ভুল মানুষে একবারই করে—কিন্তু সে ভুলের মাশুল তাকে দিতে হয় জীবন ভরে—। আমিতো তার মাশুল দিয়ে যাচ্ছি কড়ায় গণ্ডায়। চোখের সাম্‌নে গোটা চৌধুরী পরিবার পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেলো—। এতো প্রতিষ্ঠা—এতো প্রতিপত্তি—চৈত্র দিনের পাতার মতো উড়ে গেলো। সে ভুলের ঝড়োহাওয়ায়—উত্তাপ কি এবার আর কমবে না—?

মায়া—ওগো! তুমিকি থাম্‌তে জানোনা?

শিবু—না—। বর্ষার নয়া জলে নদীর বাঁধ যখন ভেঙে যায়—তখন কি

আর সে থামতে জানে ? না। তখন সেই দুর্নিবার বেগে চলাই তার জীবন—চলাতেই তার আনন্দ। আজ বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে যদি একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ কবি হ'তে পারতাম—তাহ'লে আমার এ মনকে রেখে যেতাম কাব্যের তাজমহলে—কালের কপোল তলে সে রইতো শুভ্র সমুজ্জ্বল।

(নেপথ্যে অভয়ের দীর্ঘশ্বাসের সাথে কালি—কালি শব্দ শোনা গেলো। শিবু সেই দিকে তাকালো—মায়া চলে গেলো)

আরে অভয় যে—বাইরে ওভাবে দাঁড়িয়ে— ?

(অভয় এলো)

অভয়—তাছাড়া আর পথ কোথায় ?

শিবু—কেন ?

অভয়—ঐ যে No Admission.

শিবু—No Admission আবার তুমি দেখ্‌লে কোথায় ?

অভয়—ঐ তো চলে গেলো।

শিবু— (একটুক হাস্‌লো) ওঃ! তুমি দেখি সেই আগের যুগেই রয়ে গেলে অভয়—যে যুগে সূর্য্যের মুখ দেখ্‌লে মেয়েদের জাত যেতো।

অভয়—মাপ্‌ করো শিবু—ও যুগ থেকেই যেন এবারের মতো বিদায় নিতে পারি—। তারা ব্রহ্মময়ী তুই একবার মুখ তুলে চাস্ মা—

শিবু—তারা ব্রহ্মময়ীকে হঠাৎ আবার এখানে কেন ?

অভয়—ঐ তো ভরসা হে শিবু—তারা ব্রহ্মময়ী। তা' যে কথা বল্‌তে এসেছি—খবরটা শুনেছো তো ?

শিবু—কি ব্যাপার !

অভয়—আরে ঐ শংকর হে !

শিবু—শঙ্কু !

অভয়—হ্যাঁ—ঐতো—আজ চারদিন ধরে হাজতে পচছে—

শিবু—শঙ্কু গ্রেপ্তার হয়েছে ?

অভয়—হ্যাঁ—তবে বল্‌ছি কি—নয়নচকের দারোগা সাহেব হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে রাস্তা দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে সদরে নিয়ে গেছেন—গুণধরকে দেখবার জন্য রাস্তায় আর যেন লোক ধরে না।

শিবু—রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন— ?

অভয়—তবে কি বরণ ক'রে পাল্কী চড়িয়ে নেবে নাকি ? তুমি দেখ্‌ছি ভালো মানুষ শিবু—নারী হরণের আসামী—ওকে তো চাবুক মেরে—পিঠের ছাল তুলে তারপর সদরে পাঠানো উচিত ছিল—

শিবু—অনু কোথায় ?

অভয়—কেন, আনন্দের আশ্রয়ে।

শিবু—আনন্দের আশ্রয়ে ?

অভয়—তুমি যেন আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছো। ঐ বুড়োই তো সব অনর্থের মূল। চুপি চুপি পাঠশালায় যেয়ে শংকরকে বাগিয়ে তারপরই তো এ কুকাণ্ডটি করালে হে—

(শিবু হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে বলতে বলতে বিছানা ছেড়ে উঠলো)

শিবু—ওগো শুন্‌ছো ? ওগো কৈ গেলে আবার—শুন্‌ছো—শঙ্কু ধরা পড়েছে—অনুর খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমার ভালো হবে অভয় তোমার ভালো হবে। এমনি সুখবর অনেক দিন ধরে আর কেউ শোনায় নি—কেউ না। জীবনের একটা বড়ো অধ্যায়ে —ছাপ পড়েছে কেবল অশুভের। তুমিই যেন কেবল মরণ শিয়রে আশার দীপ হাতে নিয়ে এসেছো—আহা বেঁচে থাকো অভয়—তুমি বেঁচে থাকো—

অভয়—ওকি—অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার উঠ্‌ছো কেন--শংকর ধরা পড়েছে সে আনন্দের কথা ; তাই বলে—

শিবু—আমি সেরে গেছি অভয় একেবারে সেরে গেছি। নূতন প্রাণের

সঞ্জীবনী রসে প্রাণের পিয়ালা আবার ভরে উঠেছে—আজ আমি জোয়ান—আজ আমি তরুণ। আজ এ ভরা বসন্তে—একজোড়া চোখ দিয়ে দেখছি এক নূতন পৃথিবীকে—সেখানে সব কিছুর উপরে ঠাঁই পেয়েছে মানুষের মন—সব চাইতে বড়ো হ'য়ে উঠেছে মানুষের দাবী—(আলনা থেকে একটা চাদর জড়িয়ে—জুতো পায় দিয়ে) আজও কি আর বসে থাকা যায় ? চলো চলো এই প্রভাতের কাঁচা রোদেই বেরিয়ে পড়ি—

অভয়—কোথায় ?

শিবু—রূপনগরের পথে পথে—মাঠে মাঠে। সব যায়গায়ই যে ছড়িয়ে দিতে হবে এ আনন্দের খবরটুকু। শঙ্কর ধরা পড়েছে। জেলে কাজ ফেলে শুন্‌বে—চাষা হাল থামিয়ে চমকে উঠবে। পুণ্য ভায়ার চায়ের দোকানটার ওখানে রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়ে বলাবলি কর্‌বে: শঙ্কু ধরা পড়েছে। নরেণ···ওরে···নরেণ···

(নেপথ্যে নরেণ—যাই বাবা)

ওরে শুন্‌ছিস্ শঙ্কু—তোর শংকরদা ধরা পড়েছে—(নরেণ এলো) যা যা একবার যা দিকিনি—পক্ষীর মতো তিড়িং করে খবরটা দিগবিদিকে ছড়িয়ে আয়—বলে আয় শঙ্কু—রূপনগরের শংকরদা' ওদের ধরা পড়েছে—

নরেণ—শংকরদাকে পুলিশে নিয়ে গেছে ?

শিবু—হ্যাঁরে হাঁ। তবে আর বল্‌ছি কি। শঙ্কু রাজ অতিথি হয়েছে। কিন্তু অমনি মোটা খদ্দর পরে আর মাথায় গান্ধী মহারাজের টুপি চড়িয়ে ও যদি একবার রাজার অতিথিশালা জেঁকে বসে তা'হলে যে সারা দেশ আজ কেঁদে মর্‌বে। আর সেই অগাধ জলে হাবুডুবু খাবে এই শিবদাস চৌধুরী—সেকি কোন দিন সম্ভব ? তাই··· তাই আমি যাচ্ছি ওকে ফিরিয়ে আন্‌তে···ওর অভিমান ভাঙতে···

নরেণ—বাবা।

শিবু—যা যা তুই একবার যা দিকিনি। এ পাড়া থেকে ও পাড়া ঘুরে সবার কাছে কাছে খবরটা একবার বিলিয়ে আয়। সবার মুখে আবার হাসি ফুটুক—আমার বড়ো সাধের এ রূপনগর আজ আবার জিইয়ে উঠুক প্রেতপুরীর বদ্ধ অন্ধকার থেকে—আর আমি তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে জয়ের মালাখানি হাতে নিয়ে শম্ভুকে বরণ করতে যাই। (নরেণ চলে গেলো) ওকি তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন অভয়? চলো—সবার তালে পা ফেলে গাঁয়ের ঠাকুরকে আবার গাঁয়ে নিয়ে আসি।

অভয়—আমি তো কিছু বুঝ্‌ছি না শিবু!

শিবু—অমন কেঁদো দার্শনিকের মতো মনে মনে মেঘের পাহাড় জমিয়ে রাখলে কি আর সব সময় সব কথা বুঝা যায়—তুমি বুঝবে তখন যখন হুলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দে এ মৃত্যুপুরী আবার জীবন ছন্দে নেচে উঠবে—এ চৌধুরী বাড়ী মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে। চলো হে চলো …আজও কি আর চুপ করে বসে থাকা যায়?

(শিবু অভয়কে টেনে বাইরে নিয়ে গেলো। পরদা নেমে এলো)

বার

[আনন্দর বাড়ী। একখানি ঝকঝকে শনের ঘরের উঠানে বসে অনুরাধা গান গাইছিল। সারা মুখে ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা...গানের সুরে সুরে চোখের জল নেমে আসছে। কাল সন্ধ্যা। বিদায়ী সূর্য্যের ম্লান রশ্মি এখনও আকাশের গায়ে রঙ ছড়িয়ে রয়েছে। আবহাওয়াকে আরও করুণ ক'রে তুল্‌ছে।]

চোখের জলে গান লিখে আজ
রেখে গেলাম প্রিয় ;
দখিন হাওয়ার মুঞ্জরনে
নিয়ো তারে নিয়ো।
জীবনে যার ফুটলো না ফুল,
স্বপন হ'লো কেবলি ভুল—
মরণ পারে হে মরমী !
পরশ তারে দিয়ো॥
মুকুলে যার শেষ হ'য়েছে আশা,
মনের কথা পায়নিকো হায় ভাষা
তারই অকাল গোধূলিতে
এসো এসো হে নিভৃতে
বেদন রাগে রাঙিয়ে নিয়ে
মনের উত্তরীয়॥

(একটা থালায় কিছু খাবার নিয়ে আনন্দ প্রবেশ করলো)

আনন্দ—সূর্যি ডুবে গেলো—নে এবার গান থামিয়ে এ দুটি মুখে দে দিকিনি—

(অনুরাধা উত্তর দিল না)

ওকি ! চুপ ক'রে রইলি কেন দিদি—নে মুখে দে।

অনুরাধা—আনন্দ দা !

আনন্দ—শরীরটাকে আর কষ্ট দিস্‌নি দিদি। আমার চোখের সাম্‌নে নিজকে আর এমনি ক'রে পুড়িয়ে দিস্‌নি। জানি দুঃখুটা তোর কতো বড়ো—কিন্তু তাকেও সইবার ক্ষমতা ভগবানই দেবেন। আজ চারদিন থেকে অন্নজল সব ছেড়েছিস্‌···কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো জবার মতো রাঙিয়ে তুলেছিস্‌, কিন্তু তোরা কাঁদবি কেন বল্‌তো। চোখের জল তো তোদের জন্য নয় ভাই—

অনুরাধা—আনন্দ দা ! (চোখে জল নেমে এলো)

আনন্দ—ছিঃ আবার কাঁদছিস্‌—তোরা না সেই গান্ধী মহারাজের দল —দেশের সমস্ত বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেও যাঁর মুখের হাসি মিলায় নি। আজ ছোট্ট একটা বিপদে অধীর হয়ে তাঁর ধর্ম্মকে চোখের বানে ভাসিয়ে দিবি ? শংকু জেলে রয়েছে ? তাতে হ'য়েছি কি ? ওদের মতো সোনার ছেলে জেলের দুয়ারে পা না বাড়ালে যে সমাজের বাঁধার শেকল ভেঙ্গে পরবে না দিদি ? গাঁয়ের শতো মুখ্যু লোকেরা জীবন দোলায় দুলে উঠে তা না হ'লে যে সমাজের কুসংস্কারের মূলগুলি উপড়ে ফেল্‌বে না। তুই তো দেখিস্‌ নি সে সময়। শংকুকে যখন সদরে নিয়ে যায় তখন পথের ফটকে ফটকে সে কি ভীড়। জান্‌লায় জান্‌লায় সে কি অভিনন্দন। বাইরে যাদের বেরোবার অধিকার নেই সেই সব পাতালবাসিনী মা লক্ষ্মীরা উঁকি ঝুকি মেরে তাদের অনিমেষ চোখের আকুল চাওয়ায় শংকুর যাত্রাপথকে ধন্য ক'রে তুললো— আমি কেন যেন হঠাৎ দু'টি হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লাম— 'ভগবান তুমি ভালোই করেছো'।

অনুরাধা—কিন্তু আমি কেন এ ভুল কর্‌লাম আনন্দ দা ?

আনন্দ—কি করেছিস্‌ দিদি ?

অনুরাধা—নিজের সুখের নেশায় পাগল হ'য়ে—

আনন্দ—দেবতার মতো মানুষের গায়ে কেন কলংকের কালি—মেখে দিলাম। এই তো বল্‌বি ? ওরে একি কলংক রে ? এযে—জয়েরই দুন্দুভি বাজিয়ে যাওয়া। সমাজের কঠিন মন যাদেরে—পিষে মেরে চল্‌ছিল—এযে তাদেরই জীবন গান গাওয়া। জানিস্‌—কাল্‌কে ছিদাম মুচির কনে চম্পা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে—মাতাল নন্দলালকে সে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না। এই সোজা কথা বলার সাহস বল্‌তো এ কার সাধনার ফল দিদি ?

অনুরাধা—জানি। সে সাধক আজ কয়েদখানার লোহার শিকের আড়ালে—কেবল আমারই জন্যে···কেবল আমারই জন্যে। যাঁর মন নির্ম্মল আকাশের মতো উদার···যাঁর জীবন প্রথম ফোটা ফুলের মতো পবিত্র তাঁর প্রতি অঙ্গে আজ ছড়িয়ে পড়েছে কলংকের কালি ···আমারি জন্যে···কেবল আমারি জন্যে। আমি কেন এ ভুল কর্‌লাম আনন্দ দা···কেন এ ভুল করলাম ?

আনন্দ—ভুল তুই করিস্‌নি রাধা—বরং ভুলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিস। বছরের পর বছর ধরে যে অবিচার তোদের 'পরে চলে এসেছে তারই বিপক্ষে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিস্‌। অন্যে আজ ভুল বুঝলেও আমি তো আর সেটাকে অস্বীকার কর্‌তে পারি না। শোন্‌ তবে আজ বলি দিদি, যে বুড়োকে এ্যাদ্দিন আনন্দদা বলে ডেকে এসেছিস্‌ এ সত্যিকারে আনন্দ নয়—এ বেণুপুরের বনমালী—

অনুরাধা—আনন্দদা !

আনন্দ—হ্যাঁ সত্যি বল্‌ছি। এ গাঁয়ের কেউ জানে না—কেউ শোনেনি। সে বড়ো দুঃখের কথা। মনে হ'লে আজও বুকটা আমার

ফেটে যেতে চায়—শুধু এরই জন্যে বাপের ভিটেকে চিরদিনের মতো ছেড়ে এসেছি। ঐ যে তোর বুড়ী দিদি ও হ'লো বেণুপুরের গোপদের মেয়ে। বড়ো গরীব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লায়েক হ'য়ে উঠলো। দেখতে এসে কেউ হাকে তিনশো—আর কেউ ডাকে পাঁচশো। দিনে যাদের একবার নুন ভাত জুটতে চায় না—এতো টাকার বোঝা তারা—বইবে কোত্থেকে ? বিয়ে আর হয় না। কিন্তু ও দিকে পাড়ার ছেলে ছোক্‌রারা চুপ করে রইলো না—কেউ শিষ দিয়ে কেউ গান গেয়ে—পাড়াটাকে মাতিয়ে তুল্‌লো। সমাজপতিরা—রায় দিলেন—জ্ঞানদা কূল খুইয়েছে—। বল্‌তো দিদি—এ কি অবিচার। যে সমাজ কামুকের বিষ ব্যূহ থেকে নারীর মর্য্যাদাকে রক্ষা কর্‌তে জানে না—শাস্তি দেবার বেলায় সে একেবারে সিদ্ধ হস্ত। বেচারী কি-ইবা আর করে। লাজে ক্ষোভে একদিন দড়ি নিয়ে ছুটলো জীবনটাকে শেষ করবার জন্যে—আমি কায়েতের ছেলেই তখন দড়ির বদলে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে এ গাঁয়ে পালিয়ে এলাম। তোরা আজ দাঁড়িয়েছিস্‌ সেই সমাজের বিরুদ্ধে। বল্‌তো দিদি এটা কতো বড়ো কাজের মতো কাজ...

হ্যাঁ...কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে—নে এ দুটি আগে মুখে দে।

(সাম্‌নে খাবার থালাটা রাখ্‌লো)

অনুরাধা—ও এখন থাক্‌ আনন্দদা।

আনন্দ—না থাক্‌বে না। এরকম থাক্‌ থাক্‌ করে করেই তো সারাটা দিন কাটালি—এখন সন্ধ্যেবেলায়ও কি দুটি মুখে দেবার তোর সময় হবে না ? তুই কি আমার চোকের সামনে শুকিয়ে মর্‌বি ?

অনুরাধা—ও ভয় নেই—। মরণ আমায় দেখলেই ভয়ে পিছিয়ে যায়—আমার দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চম্‌কে উঠে—সেকি এত সহজেই আমায় শাস্তি দিতে পার্‌বে ? তুমি দুঃখ করোনা আনন্দদা—তোমায় সুখী

করতে পারলে আমি নিজেও খুসী হতাম—কিন্তু কি করবো ভাই এ দুটি পোড়া চোখে ও সব খাবার জিনিষ আজ বিষের মতো মনে হচ্ছে—

আনন্দ—থাক্—আর তোকে জ্বালাতন করবোনা দিদি—জানি—এ মিছে আবদারের দামও আজ আর থাকবেনা। যদি কোন সময় মন চায় তা'হলে ঐ থালা থেকে দুটি তুলে মুখে দিস্—আত্মাকে কষ্ট দিস্‌নে—

(আনন্দ চলে গেলো)

অনুরাধা—(একান্তে) তুমি হ'য়তো কয়েদখানার বদ্ধ অন্ধকার কোণে বসে বসে এতক্ষণ কত কি ভাবছো। দু'ধারে মনুষ্যত্বহারা বিশ্রী মানুষগুলি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তুমি কথা কইতে পারছোনা···আট্‌কে যাচ্ছে কথাগুলো। তাই নিশ্চুপ নীরব।

বাইরে সন্ধ্যার আলো মিলিয়ে গেলো—আজকে তুমি তা' টেরও পেলে না। রোজকার মতোই সন্ধ্যা তারাটি পূবের আকাশে দপ্ দপ্ কর্‌ছে—তুমি আজ আর সন্ধানও পাচ্ছো না। আর আমি এখানে বসে বসে ·····না···না···আমি তা' পারি না—আমি তা পারবোনা।

(দৌড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলো)

(বাইরে কে যেন গান গেয়ে যাচ্ছিল—)

তোর যাবার লগন ঘনিয়ে এলো ওরে অবোধ মন
খোল্‌রে এবার তরী—
কাহার আশায় রইবিরে তুই
গাঙের কূলে পড়ি'।
যার লাগি' তুই কাঁদলি কেবল
তার চোখে আজ নামবে না জল,
ও অভাগা কিসের থাকা—বল্‌রে হরি···হরি ॥

সুখের দিনে সব ছিলরে
ছিল মধুর টানে,
শূন্য হাতে ডাক্‌বি যখন
শুন্‌বে না কেউ কাণে।
ভাটির স্রোতে সবাই ভাসে
উজান পথে কেউ না আসে
(এবার তোর) উজান পালা চল্‌ একেলা—
বাঁধরে দড়া দড়ি ॥

(গান শেষে নীচের কথাগুলো ধীরে ধীরে আবৃত্তি ক'রে অনুরাধার মনের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে···

"অনুরাধা! কি কর্‌ছিস? এখনও চুপ ক'রে বসে? এখনও জীবনের প্রতি এতো তোর লোভ? ছিঃ এতো বড়ো একটা মানুষের গায়ে কলংকের পাক লাগিয়ে এখনও তুই বেঁচে থাক্‌তে চাস্‌? তুই না তাকে ভালোবাসিস্‌? এই বুঝি সে ভালোবাসার প্রতিদান? যতদিন এ পৃথিবীতে থাক্‌বি তুই—ততদিন লোকে তোরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌বে—এই সেই মেয়েটি যাকে নিয়ে শংকর ভেগেছিল। শংকরের অতখানি অপমান—তুই কি সইতে পারবি? তোরই মনের কৃপণতায় শংকরকে কি তুই করবি লাঞ্ছিত? রাধা—! ভালো ক'রে বুঝে দেখ···ভালো ক'রে ভেবে দেখ—তোর চলার পথ কোন্‌ দিকে? জীবনে—না মৃত্যুর পাড়ে?)

(কথাগুলো শেষ হ'বার সাথে সাথেই অনুরাধা পাগলিনীর মতো বাইরে বেরিয়ে এলো—মুখে তার অস্বাভাবিক উত্তেজনা)

অনুরাধা—মৃত্যুর পাড়ে। হ্যাঁ অনুরাধার অভিসার আজ মৃত্যুর পাড়ে··· শংকরদা'কে ছোট ক'রে সে বেঁচে থাক্‌তে পারেনা—কলংকের কালো জলে তাঁর সুনামকে ডুবিয়ে মার্‌তে পারে না—। অনুরাধা মরুক।

মরুক সে কলংকের পসরা মাথায় নিয়ে—। দু' দিনের ব্যবধানেই ভুলে যাক্ তাকে এ বিরাট পৃথিবী—শংকরদা'র জীবন-আকাশ থেকেও ছুটে পড়ুক এ দুষ্ট গ্রহ—

(এক পাশে যেয়ে ডাক দিল)

বাঁশী ! ওরে বাঁশী ।

(বাঁশী প্রবেশ কর্‌লো)

বাঁশী—আমায় ডাক্‌ছো দিদিমণি !

অনুরাধা—হ্যাঁরে—হ্যাঁ। কোথায় ছিলিস্ এতক্ষণ ?

বাঁশী—ঐ তো ছাদ্‌না তলায় বসে বসে চাঁদ উঠা দেখছিলাম—
আজ পূর্ণিমে কিনা—খুব লাল ডুগ্‌ডুগে চাঁদ ঐ বনের আড়াল থেকে উঠ্‌লো। আচ্ছা দিদিমণি দিনের বেলায় চাঁদ কোথায় থাকে ?

অনুরাধা—ঐ যা—তা-ও জানিস্‌নে ? ও বাড়ীর এতটুকুন কেষ্টও তো সে কথা জানে। দিনের বেলায় চাঁদ মামার বাড়ী বেড়াতে যায়।

বাঁশী—আমিও জানি—তবে এমনি তোমায় জিজ্ঞেস কর্‌লুম।

অনুরাধা—বেশ বুদ্ধিমান। আচ্ছা বাঁশী তোদের গাঁয়ে ডিস্‌পেনস্যারী নেইরে ?

বাঁশী—ডিস্‌পেনসিল !

অনুরাধা—নরে না—ঔষধখানা। ঔষধখানা দেখিস্‌নি—

বাঁশী—ঐ দেখো দিদিমণি বলে যে—আমার পেটভর্ত্তি ঔষধ ডগ্‌মগ করছে—আর আমি দেখবোনি ঔষধখানা।

অনুরাধা—যা। বাজে সব কি বক্‌ছিস্ ?

বাঁশী—বাজে নয়গো—বাজে নয়। হতো তোমার একবার ম্যালিরিয়ে—তাহলে বুঝতে সেবার মজাটা। ও দেব্‌তে বড়ো ভীষণ দেব্‌তে—গায়ের রক্তটুকু চো-চো ক'রে চুষে খায়—

অনুরাধা—রাখ্ বাবা রাখ্। তোর সে ভীষণ দেবতার কথা। আমি যা বলি সে কথার উত্তর দে।

বাঁশী—তুমি যেন কথাটাকে উড়িয়েই দিচ্ছ—যাকে খুশী করতে হলে নগদ এক টাকা সোয়া পাঁচ আনার···

অনুরাধা—আঃ কি মুস্কিল—ওরে খুশী তুই তাকে পরে করিস্—এবার বলতো দেখি সেটা কোন্‌দিকে—

বাঁশী—তাও জানোনা! ঐ তো বটতলার পাশ দিয়ে যে ভাঙা দালানটা দেখা যাচ্ছে ঐটেইতো চেরু ডাক্তরের ঔষধখানা। কতো কি শিশি বোতল দিয়ে সাজানো। জাহাজে ক'রে ডাক্‌টরের ঔষধ আসে—

অনুরাধা—আচ্ছা—বেশ—বেশ। একটা কাজ করতে পার্‌বি ?

বাঁশী—হুঁ······

অনুরাধা—বোধ হয় পারবিনে—তুই যেমন বোকা···

বাঁশী—ধ্যেৎ—তুমি কিচ্ছু জানোনা—আমি বুঝি বোকা!

অনুরাধা—আচ্ছা বেশ বুদ্ধিমান—এখানটায় একটু দাঁড়া দিকিনি

(অনুরাধা ভেতরে গেলো। তার খানিকক্ষণ পরে একটা কাগজে কি লিখে এনে বাঁশীর হাতে দিল)

এই নে—এবারে এই ওষুধটা নিয়ে আয়—এই টাকা দিলাম—দাম দিয়ে বাকীটা তুই নিয়ে নিস্।

(বাঁশী দৌড়ে চলে যাচ্ছিল)

আর শোন্—বল্ দেখি ডাক্তারকে যেয়ে কি বল্‌বি ?

বাঁশী—কেন ওষুধ দিতে বল্‌বো

অনুরাধা—তা' হ'লেই তোকে দিয়েছে আরকি—বল্‌বি দিদিমণির খু-ব অসুখ। জ্ঞান নেই। সহর থেকে বড়ো ডাক্তার এসেছে। সেই লিখে দিয়েছে ওষুধের কথা—

বাঁশী—এইতো তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি কথা কইছো—

অনুরাধা—যা—তুই কিচ্ছু বুঝিস্‌নে—ওরে মাঝে মাঝে যে আমি জ্ঞান হারা হ'য়ে পড়ি—তাই খুব শক্ত ওষুধের দরকার—

বাঁশী—ও বুঝেছি—

(বাঁশী শিষ দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেলো। অনুরাধা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়েছিল। চোখে তার জল নেমে এসেছে। এক পার্শ্বে বিমর্ষ মুখে সে যেয়ে বসে পড়লো। তারপর গান ধরলো।)

যাই যাই প্রিয় যাই ......
মনের চম্পা বিদায় আজিগো
আর যে সুরভি নাই॥
নিঠুর ধরায় নিভিয়াছে প্রেমশিখা
প্রণয় আজিকে মরু মরিচীকা
স্বপনের সুখ দিয়ে যায় শুধু
বুক ভরা বেদনাই॥
যেথায় হারালো প্রাণ নদী ধারা
প্রেম সেথা অভিশাপ,
মনের বলাকা আলেয়ার ছলে
আনে শুধু পরিতাপ।
ভালোবাসা যেথা ভালোবাসা নয়
প্রণয়ের মালা পথে পড়ে রয়—
সেই অকরুণ ধূলার ভুবনে
আজিকে বিদায় চাই॥

(পরদা নেমে এলো)

তেরো

(কয়েদখানা। কয়েকজন আসামীর মাঝখানে শংকর বিমর্ষ মুখে বসে রয়েছে। জেলের সার্টপ্যান্ট পরনে—দাড়িগুলি এর মধ্যে বেশ বড় হয়েছে। কয়েদীগুলি বিশ্রী আলাপ আরম্ভ করেছে।)

১ম কয়েদী—বৃন্দাবনে কালো কেষ্ট আয়রে আয়রে
২য় „ ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরীর
প্রাণ বুঝি আজ যায়রে।

শংকর—এই ···

১ম কয়েদী—চুপ শালা—বেশী চেঁচাবিনি বলে দিচ্ছি—নইলে ঠিক এমনি এক এক গাট্টায় (গাট্টা মেরে দেখালো) একেবারে স্বর্গে চালান করে দেব।

২য়—ও বুঝি এক্কেবারে নূতনরে মনা—দেখছিস্না মুখের ছিরি—মনে হয় আর কোনদিন শ্বশুর বাড়ী আসেনি—

১ম—(শংকরকে ধাক্কা দিয়ে) কিরে এইবার নিয়ে কয়বার হ'লো ?

(শংকর চুপচাপ)

কথা কইচে না যে দেখ্‌ছিস্ তিনকড়ে—বোধ হয় পাড়াগাঁয়ের রাঙা বৌএর টুক্‌টুকে মুখখানার কথা মনে পড়েছেরে—

২য়—বলি ও হাবুল চান্দ—যদি ঘরের জন্য বসে বসে কাঁদবেই তা'হলে আর এ পথে নামা কেন—চুপচাপ্ বসে থাক্‌লেই পারতে ? বঁধুর লাল মুখের পানে চাইলেই সব ক্ষুধা মিটে যেতো—।

১ম—তুইও যেমন আর বল্‌ছিস্ ঠিক সেই রকম করে—। বলি শালা ও কি মানুষরে ! মানুষ হ'লে কি আর কয়েদ খানায় বসে বসে কাঁদে ? দেখছিস্ না আমরা কি আরামে আছি—হাসি হল্লার ভেতর দিয়ে

দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি। এইবার নিয়ে তো আমার তেরো বার হ'লো—আরও দু'চার দশবারের আশা রাখি। বাইরে আমার একটা দিনও ভালোলাগে না।

২য়—একেবারে আমার প্রাণের কথাটি বলেছিস্ মনা,—বাইরে বেরোলেই মনটা যেমন কি রকম টন্‌টন্ করে—। মনে হয় কতদিন—কত বছর ধরে যেন আর শ্রীমন্দিরকে দেখ্‌ছিনা—। এই তো গত সোমবার ছাড়া পেয়েছিলাম—। কিন্তু হাপিয়ে উঠ্‌লাম। বাইরে বেরোলে পেটের চিন্তে লোকের সাথে পাল্লাপাল্লি—। কিন্তু এখানে ওসব কিছুর ঝামেলা নেই—সময় হ'লে আপনি এসেই ভোগ জোটে—। তাই অবশেষে রেধো বোষ্টবের বাড়ী সিঁদ কেটে যথাকার ধন—তথায় চলে এলাম—

১ম—এলি তো বটে কিন্তু তোর সে চম্পা ?

২য়—ও শালীর কথা আর বলিস্‌নেরে ভাই—ঐ শালীর দুঃখেই তো আজ আমি বৈরাগী—। জেল থেকে বেরিয়ে দেখি চাঁপাতলীর গোবিন্দ'র সাথে আবার কোন্ নূতন ঘর বাঁধ্‌তে গেছে। ভালোই হয়েছেরে মনা—! আজ আমি সকল কষ্ট ভুলে এখানে দিব্যি থাকৃতে পার্‌ছি—

১ম—গোবিন্দ'র সাথে নিকে হ'লো !

২য়—তবে আর বল্‌ছি কি ? বাইরে যেয়ে শুনি রেল লাইনের কাঁচা পয়সায় গোবিন্দ ফুলে উঠ্‌লো। প্রতি শনিবারে শনিবারে—কালো চুলে টেরী কেটে—গলায় জাদ্‌রেল চাদর ঝুলিয়ে—চম্পাকে খুসী করতে আস্‌তো। কোন দিন আন্‌তো কাঁচের চুড়ি—পুঁতির মালা—কোন দিন আন্‌তো বাবুর হাটের টিয়ে রঙের শাড়ী—। মেহেদী দেয়া কালো দাঁত বার করে চম্পা হাস্‌তো খিল্ খিল্ করে—। তার পর একদিন ভোরের বেলায়—সবাই দেখ্‌লো হট্ হট্ ক'রে এক

গরুর গাড়ী চালিয়ে গোবিন্দ চম্পাকে চাঁপা তলার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

যাক্—ধরতো এবার সেই গান খানা—কি যেন বৈরাগী……

১ম— তোমার প্রেমে বৈরাগী আজ হলেম রাই—

কোন্ মথুরায় যাব এবার খুঁজিয়া না রাস্তা পাই—

তোমার প্রেমে বৈরাগী আজ হলেম রাই।

(খাবার ও'লা খাবার নিয়ে এল)

এসো গো এসো। তোমার প্রত্যাশায়ই বসে রয়েছি—। কি দেবে এবেলায় ? খুদের পোলাও ? না—কচু ডগার কালিয়া— ? যা দাও বাবা একটুক্ চৎপৎ করো—এদিকে যে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হ'য়ে যাবার জোগার হ'লো।

খাবার ও'লা—চুউপ বেল্লিক—

২য়—বেল্লিকই বলো আর ফেল্লিকই বলো—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও দেখি চাঁদ, এদিকের অবস্থা যে বেশী সুবিধের নয়—

(খাবার ও'লা সবাইকে খাবার দিল। সবাই চো চো করে খেতে আরম্ভ করলো। শংকরের কাছে যেতেই শংকর বল্লো)

শংকর—আমার লাগ্‌বে না ভাই।

১ম—(আড়চোখে চেয়ে) কেন গো, মান হ'লো নাকি আবার ?

শংকর—না—এমনি। ক্ষুধা পায়নি।

খাবার ও'লা—সে কথা বল্লেই তো আর চল্‌বেনা—আমাদের ডায়রী লিখ্‌তে হ'বে—। সেখানে যদি লেখা থাকে যে তুমি খাচ্ছনা তাহ'লে আমাদের চাকুরীর পক্ষে বিপদ—

শংকর—সত্যি আমি কিছু খাবো না—

খাবার ও'লা—আচ্ছা তাহ'লে আমি বড়ো বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাঁর কাছেই সব বল্‌বে—।

(খাবার ও'লা চলে গেলো)

২য়—ওরে শালা—নিয়ে না হয় আমাদের দিয়ে—দে। এবার না হ'লে যে ডাকাত আস্‌বেরে—চাব্‌কে পিঠ ফাটিয়ে দেবে—। আমাদের মান সম্ভ্রম তখন কোথায় রইবে বাবা। না হয় কয়েদি হ'য়েছি—তা হ'লেও আত্ম মর্য্যাদা একটুক আছেতো ?

শংকর—পিঠ ফাটে আমার ফাটবে—রক্ত ঝরে আমার ঝর্‌বে—তাতে তোমাদের কি এসে যায় ?

২য়—আমরা যে একই শ্রেণীর কয়েদী গো—তোমায় মার্‌লে আমাদের মারা হ'লোনা ?

১ম—কাকে কি বল্‌ছিস্ তিনকড়ে। ও ব্যাটা হ'লো খাঁটি গেঁয়ো—ওকি আর আজ কালকের কথা বুঝ্‌বে— ?

শংকর—না, বুঝ্‌তে চাইনে। তোমাদের ও অমূল্য অভিজ্ঞতায় আমার লাভও নেই কোন। এ কটা দিন ধরে তোমরা যা আরম্ভ করেছো—তাতে বুঝেছি, জগতের কোন অপকর্ম্মই তোমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়।

[শংকর একপাশে যেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। উত্তেজনায় তখনও তার সারা শরীর কাঁপ্‌ছে। দূরে—জেল ইন্‌সপেক্‌টর রজত সেন।]

২য়—ওরে মনা এলো যে—।

১ম—চুপ্ শালা—চুপ্।

[রজত বাবু প্রবেশ কর্‌লেন। শংকরকে দেখে—অবাক হ'য়ে বল্‌লেন।]

রজত—আরে শংকু যে—

শংকর—রজত—তুই ?

রজত—হ্যাঁ আমি। সেই কলেজ থেকে ছাড়াছাড়ি। তারপর কোন খোঁজ নেই। একেবারে বারো বছর অজ্ঞাত বাস। কতো সন্ধান করেছি—বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা করেছি—কিন্তু সে বারণাবত আর ভাগ্যে হয়ে উঠেনি—। আজ যখন সে সুযোগ হ'লো তখন রজত সেন—জেল ইন্‌স্‌পেক্‌টর আর শংকর ordinary কয়েদী—।

শংকর—রজত !

রজত—আমিতো কিছুই বুঝ্‌ছিনে শংকু—। ছাত্র জীবনে যার আদর্শ আমাদের মাতিয়ে তুলেছিল—যার মুখের দিকে চেয়ে মনে করেছি এ অধঃপতিত দেশ থেকে স্বামীজি আর দেশবন্ধুর অভাব এবারে দূর হবে—আশা আকাংখার সে আদর্শ পুরুষ আজ এই অবস্থায় ?

শংকর—তুই বিশ্বাস কর্ রজত !

রজত—বিশ্বাস আমি করিনে—। পুলিশ হ'য়েছি বলে বুক থেকে মনটা তো উপ্‌ড়ে নিয়ে আর ঐ নদীর জলে ডুবিয়ে দিইনি। তুই যে কতো বড়ো,—কতো মহান্—সে ধারণা কি আজকে—তোর এই ছদ্মবেশ দেখেই উড়ে যাবে ? সূর্য্য মেঘে আড়াল হ'য়েছে বলে—সূর্য্যকে ছোট বোল্‌বো ? কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল্‌তো ভাই ?

শংকর—শোন্, তবে আজকে বলি। কলেজ থেকে বেরোলাম Economics এ First হয়ে। চোখের সাম্‌নে তখন কতো স্বপ্ন—কতো আশা। দাদারা এসে বল্‌লেন M. A. টা পাশ দিতে হ'বে—সাদা দেশে যেয়ে নিজের অজ্ঞতার উপর white wash ক'রে এদেশে এসে কেউ কেটা হয়ে বস্‌তে হবে—। কিন্তু আমার মন তা চাইলে না—যে দেশে শতকরা বিরানব্বইটি মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে—যারা নিজের কথাটা পর্য্যন্তও গুছিয়ে বল্‌তে জানেনা—তাদের ফাঁকি দিয়ে সাগর পাড়ি না দিলেও আমার চল্‌বে বলেই মনে হলো।

রজত—তারপর ....

শংকর—কবিগুরুর সেই ছবি

"—— ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান।
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হ'বে আশা ;"

এ ছবি সব সময়ই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। আমার কেন যেন মনে হ'তো ওদের মাঝখানেই আমার স্থান রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সহরের বুকে মানুষ হয়েছি। পার্কে পার্কে বক্তৃতা ক'রে বেড়িয়েছি। কিন্তু এবারে ঐ মূক মানুষদের আকর্ষণটাই যেন সব চাইতে বড়ো হ'য়ে উঠলো।

রজত—হুঁ...

শংকর—সদর থেকে ক্রোশ দশেক দূরে আমার নিজের গ্রাম রূপনগর। ছোট বেলায় কালেভদ্রে যেতাম। কিন্তু মনে আমার জীবন্ত হ'য়ে

রয়েছিল সেই দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ মাঠ। তারায় ঝল্‌মল্‌ অনন্ত আকাশ আর আপন ভোলা মানুষগুলির ছবি। আমি যেন ওদের ভেতর দিয়েই বিরাট এ ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে পারতাম।

রজত—হুঁ—

শংকর—একদিন পৃথিবীর ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই বেরিয়ে পড়লাম সেই রূপনগরের পথে। কেউ জান্‌লে৷ না···কেউ শুন্‌লো না। গাঁয়ের মাটিতে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন সূর্য্য অস্তে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চার পাশের ঝোপঝাড়গুলি এক একটি পিরামিডের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—আর তারই বুকে ঝিক্‌মিক্‌ করছে আলোয় মাখা জোনাইগুলি। দখিন বাতাসে জুঁইফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ভারি সুন্দর সে দৃশ্য—যেন একখানি জীবন্ত কবিতা। আমাদের পড়ো বাড়ীটা দাঁড়িয়েছিল দূরে। এখানে ওখানে ভেঙে পড়েছে। একটা বটের চারা তার শেষ প্রাণ রসটুকুও শোষণ করে উপরদিকে উঠেছে। চোখ দুটো জলে ভরে এলো। ভাবলাম আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে এমনিভাবেই এই গ্রামগুলির অপমৃত্যু ডেকে এনেছে···

রজত—তারপর—

শংকর—পরদিন সারা গ্রামটা ঘুরে বেড়ালাম। দেখ্‌লাম আমার ধারণা মিথ্যে নয়। আমাদের অবহেলা গ্রামগুলিকে নির্জ্জীব ক'রে তুলেছে। পথ বেয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছিল—কারও পেট টিন্‌টিনে কারও চোখ কোটরাগত। এদের পূর্ব্বপুরুষরাই একদিন খালি হাতে বাঘের সাথে লড়াই করেছিল—তা যেন মোটেই বিশ্বাস হ'তে চাইছিল না। সন্ধ্যার সময় মিটিং বসলো আমাদের বাড়ীরই ময়দানে।, কেউ এলো—কেউ এলোনা। কেউ হাসলো বিদ্রূপের হাসি। কেউ বল্‌লো বাবুরা আমাদের নিয়ে বিলাস করতে এসেছেন।

রজত—তাই নাকি ?

শংকর—ওদেরই বা দোষ কি বল। আমরা যদি দু'দিনের জন্য সেবা-ব্রতে যেতে—বেচারীদের আরও বিপদের মুখে ফেলে চলে আসি—তাহ'লে ওরা এর চাইতে আর কি পরম সত্য আবিষ্কার করতে পারে রজত ? হ্যাঁ, জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠ্‌লো। মাতৃসদন চললো। ক'দিনের মধ্যেই যেন সারা গ্রামটার রূপ গেলো বদ্‌লে। সে কি অভূতপূর্ব্ব অনুপ্রেরণা! আষাঢ়ে গল্পের ঘুমন্ত পুরী সোণার কাঠির স্পর্শে যেন জিইয়ে উঠলো।

লোক আসে....লোক যায়। কতো অভাব অভিযোগ—কতো স্নেহ আব্দার। শত প্রাণের তীর্থ সলিলে স্নান করে আমি যেন ধন্য হয়ে গেলাম। এই দেওয়া আর নেওয়ার হাটেই এসে একদিন হাজির হলো—অনুরাধা···আমারই প্রতিবেশিনীদের মেয়ে—

রজত—অনুরাধা ? এ যে দেখ্‌ছি দস্তুর মতো Romantic

শংকর—তোরা ভাবিস Romanceটা বুঝি তোদেরই একচেটে সম্পত্তি। রাজনীতির কাঁকর ভরা পথে মৃত্যুর মুখোমুখী যারা চলে তারা সেখানে অপাংক্তেয়। সে অভাগাদের প্রাণ নেই মন নেই। তারা যেন মানুষের আকারে গঠিত এক একটি জড়পিণ্ড। কিন্তু সত্যি কি তাই ? নীরব নিশীথে নিশ্চুপ পৃথিবীর কোলে একজোড়া ছলছল করা আঁখি কি তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না ? তাদের সংগ্রাম বিক্ষত বুক কি কারও কোমল হাতের ছোঁয়া কামনা করে না ? তোরা ভুলে যাস্‌নে রজত, তারাও মানুষ—তাদের মন—মানুষেরই মন। হ্যাঁ—অনুরাধা এলো। ঝরণার মতো চল চঞ্চল—ফুলের মতো সুন্দর অনুরাধা। ছোটবেলায় স্বপ্নে দেখা তেপান্তরের রাজকন্যের মতো তার রূপ। গোটা জাতীয় বিদ্যালয় যেন জীবন স্রোতে উচ্ছল হ'য়ে উঠলো।

রজত—তারপর।

শংকর—কেন যেন ভালো লাগলো ওকে। আমার জীবনে ও যেন একটা বসন্তের সুপ্রভাত। তোরা বল্‌বি মরণের সাথে যাদের পাঞ্জা কসে ফিরতে হয়—এ উচ্ছ্বাস তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়। কিন্তু রজত, মোটা খদ্দরের মোটা সুতোই তো আর মনটাকে রূঢ় ক'রে দিতে পারে না। ওর আবেদন যে সবার কাছেই সমান—

রজত—আমিও কি আর তা' অবিশ্বাস করি শংকু ?

শংকর—তুই হয়তো করিস্‌নে। কিন্তু কেবলমাত্র তোদের নিয়েই তো আর এ দেশটা গঠিত নয়। তোদের বাইরেও তো একটা সমাজ রয়েছে, কুসুমে কীট দর্শনই হ'লো যার জীবন ধর্ম্ম। তার চাপে পড়েই কতো উচ্ছল প্রাণস্রোত অকালে শুকিয়ে গেছে। আমিও ভীরু হ'য়ে পড়েছিলাম। তাই যেদিন একটা বুড়োর হীন লোভের কাছে অনুরাধাকে বিকিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়—সেদিন....

রজত—না থাক্‌। আর তোকে বল্‌তে হ'বে না শংকু। আমি বুঝেছি। অনুরাধার সেই মর্ম্মান্তিক পরাজয়ের দিনে তুই সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলিস্‌। যে আবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল—তুই তাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলিস; তাই সমাজ তোকে সইতে পার্‌লোনা; মাটি তোকে বইতে পারলো না—তোকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জেলের বন্ধ দুয়ার খুলে গেলো। দুঃখ করিস্‌নে শংকু—যে দেশে ধর্ম্মের নাম করে আজও অধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ছে··যে সমাজে বিচারের প্রহসন পেতে অবিচারেরই জয় ঘোষিত হয়—সে অভিশপ্ত দেশ আর সমাজ থেকে—এর চাইতে বেশী কি তোরা আশা কর্‌তে পারিস ? কল্যাণের মাঝে খুঁজবে এরা অমঙ্গলের অভীপ্সা। কল্যাণের মর্ম্মকোষে আবিষ্কার করে বসবে

এরা আত্মপ্রচারের বাসনাকে। নইলে যে পরাধীনতার বিষ পাত্রটি কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে না।

শংকু—রজত।

রজত—তোরা ভুল করিসনে শংকু। পুলিশে ঢুকলেও এদেশের কল্যাণের চিন্তা আমাদের মনে এসেও উদয় হয়। এর জন্য অনেক রাতে আমাদের চোখেও ঘুম নামে না—আমাদের চোখও সজল হ'য়ে উঠে। যখন দেখি হারানো দিনের কংকালটিকে ধরে অন্ধ সমাজপতিরা নিজেদের কৌলীন্য রক্ষায় ব্যস্ত—'সবার উপরে মানুষ সত্যের' দেশে আজ মানুষেরই মূল্য নেই, তখন দুঃখ হয় এই ভেবে যে এতগুলি জীবন সূর্য্য পেয়েও এ দেশের অন্ধকার একটুকুও কাট্‌লোনা এদেশ চিনলো না নিজেকেই।

(শিবদাস সহ একজন পুলিশের প্রবেশ)

শিবু—চিনেছে, আজকে বোধহয় চিনেছে রজত বাবু!

রজত—আপনি!

শিবু—হ্যাঁ। রূপনগরের কালো মেঘ আজ নিজেই এসেছে উদয় সূর্য্যকে অভ্যর্থনা কর্‌তে।

শংকর—শিবদাস বাবু!

শিবু—আমি এলাম শংকু। এলাম তোদেরি জয়পত্র নিয়ে।

রজত—মানে!

শিবু—মানেটা খুবই সোজা। যে হাত দিয়ে শংকুকে একদিন জেলের ভেতর ঠেলে দিয়েছিলাম—সেই হাতেই আজ আবার তাকে কোলে নিতে এসেছি—

(শিবদাস পুলিশকে ইঙ্গিত করল। পুলিশ রজতের হাতে শংকরের মুক্তি পত্র দিল।)

রজত -Is it!

শিবু—অবাক হবেন না রজত বাবু। পুরোনো দিন উল্টে যাচ্ছে—পুরোনো রীতি বদল হচ্ছে—এও তারই একটা ইংগিত মাত্র। নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি অনেকদিন, যে দেশে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, যে দেশের নারীরা ব্রহ্মবাদিনী হতেন—আবার নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষায় পাতাল প্রবেশ করতেন, আমাদের আচরিত রীতি সে দেশে শোভনীয় কিনা? সে প্রশ্নেরই উত্তর এসেছে আজ এই মুক্তি পত্রের ভেতর দিয়ে।

(রজত শিবদাসের দিকে চেয়ে রইলো)

জয় হয়েছে। নূতনের ভেতর দিয়ে চিরপুরাতনের জয় হয়েছে। মানুষের মন আজ মর্য্যাদা পেয়েছে।

(রজত পুলিশের হাত থেকে চাবি নিয়ে জেলের দুয়ার খুলে দিল। শংকর বেরিয়ে এসে শিবদাসকে প্রণাম করলো। শিবদাস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। পরদা নেমে এলো।)

চৌদ্দ

[রাত অনেক হয়েছে। চারদিক নীরব। শুধু অনুরাধার ঘর থেকে প্রদীপের আলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরাধার চোখে ঘুম নামেনি। একটা শিশি হাতে নিয়ে বাঁশী প্রবেশ করলো। মুখে চোখে তার আনন্দের আভা লেগে রয়েছে। দরজার সামনে যেয়ে ধীরে ধীরে ডাক দিল]

বাঁশী—দিদিমণি—! ও দিদিমণি—

[ভেতর থেকে আড়ষ্ট কণ্ঠে অনুরাধা—"কে রে ?—বাঁশী— ? খুলছি দাঁড়া ভাই।" দরজা খুলে অনুরাধা বাইরে এলো]

বাঁশী—ও মা, এখনও তুমি ঘুমোওনি—! এতো রাত্তির হ'য়ে গেলো —। অসুখটা বুঝি খুব বেড়েছে ?

অনুরাধা—হ্যাঁ।

বাঁশী শালা ডাক্তারের কলাবাগান আজই সাফ করে দিচ্ছি। অতো ক'রে বললুম : ওষুধটা চট্ করে দিয়ে দাও ডাক্তার, দিদিমণির ভীষণ অসুখ—। কিন্তু ও কেলো মুখো কি আর সে কথা শুনলে ? চোখ মুখ টেনে বললো ও পজিয়ন, খেলে নাকি লোক মরে যায়।

অনুরাধা—তোদের ডাক্তার কিচ্ছু জানেনা ভাই।

বাঁশী—হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছো—শালা কিচ্ছু জানে না—। কেবল ফাঁকি দিয়ে মানুষের পয়সা খাচ্ছে। নইলে একটা ম্যালোরী জ্বর সারাতে লাগে চার—চার মাস ? কেদার ফকিরের ধূলোর জোরও যে এর চাইতে বেশী—। তুমি দেখবে দিদিমণি—ও শালা পা ভেঙ্গে একদিন ঠিক আমড়াতলা পড়ে রয়েছে—। হ্যাঁ, দেখোতো—ওষুধটা ঠিক আছে কিনা—(বাঁশী শিশিটি অনুরাধার হাতে দিল)

অনুরাধা—তবে যে বল্লি –

বাঁশী—বারে, আমি বলেছি কোথায়। বলেছে ঐ চেরু ডাক্তার। আমি কি আর সে কথা শুনি। 'পজ্জিয়ন' যেন আমি জানি না। ঐতো সেবার বিশো মিত্তির মর্লো তা খেয়ে—। বৌএর সাথে ঝগড়া হয়েছিল। আর আমি ভুল্বো ডাক্তারের কথায়? তুমি যেমন মানুষ।—শোন বলি তবে সব কথা। ডাক্তারকে কতো ক'রে বল্লুম—দাও ডাক্তার দাও—। কে শোনে কার কথা। বরং শয়তানী করে ও শিশিটাকে দূরে সরিয়ে রাখ্লো। যেন আমি না দেখতে পারি। কিন্তু আমার নামও বাঁশী মণ্ডল—সাতখানা গাঁ জানে। আর ও চেরু ডাক্তার? ও তো ফুঃ—বাতাসে উড়িয়ে দেই। ভাঙা টেবিলে পা উঠিয়ে যে-ই নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুম দেয়া—অমনি ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি উঠিয়ে - ওষুধ নিয়ে ছুট। ডাক্তারের বরাতে কাঁচকলা।

[অনুরাধার মুখের কোন পরিবর্ত্তন নেই। একাগ্র চিত্তে কি যেন ভাব্ছিল]

ওঃ দিদিমণি—কথা কইছো না যে—এই নাও তোমার—টাকা—

অনুরাধা—ওঃ···হ্যাঁ....না—ও তুই নিয়ে নে।

বাঁশী—এতো টাকা দিয়ে আমি কি কর্বো—এযে অনেক—

অনুরাধা—হোক। তুই নিয়ে নে।

বাঁশী—আচ্ছা তুমি যখন বল্ছো—তখন নিয়ে নিচ্ছি—। দেখ্বে কেমন সুন্দর ঘুড়ি কিনি—। পাঠানবাড়ীর মেলা থেকে রঙ বেরঙের ফানুস্ নিয়ে আসি। ও বাড়ীর হাবা গোকুল দেখে পর্য্যন্ত অবাক হয়ে যাবে। নাও, এবারে ওষুধটুকু গলায় ঢেলে চট্ করে শুয়ে পড়ো দিকিনি—তোমার যে আবার—ভীষণ অসুখ—

(বাঁশী চলে গেলো। অনুরাধা শিশিটি হাতে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল—চোখ দুটি তার জলে ছল্ ছল্ কর্ছে। তারপর কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করে—ভেতরে চলে গেলো। ধীরে ধীরে রাত কেটে চলেছে—। অনুরাধার সাড়া নেই। বাইরে কোন্ শাবকহারা পাখী যেন কেবল আর্ত্তনাদ কর্ছে। রাত শেষ হ'য়ে গেলো। বাইরে প্রভাতের রাঙা আলো ফুটে উঠেছে। কিচির মিচির ক'রে পাখীগুলি এ ডাল হতে ও ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে রোদ উঠ্লো—কিন্তু তবু অনুরাধার ঘরের দোর বন্ধ। ব্যস্তভাবে আনন্দ প্রবেশ কর্লো)

আনন্দ—রাধা....ও....রাধা... !

(উত্তর নেই)

রাধা ! বলি ও দিদিমণি ! এতো ঘুমও তুই ঘুমোতে পারিস্ ? ত্থাখ বাইরে কতো রোদ উঠেছে—বেলা বেড়েছে। যে যার কাজে চলে গেলো। অথচ উঠ্বার তোর নামটি পর্য্যন্ত নেই। এতো ঘুম তুই কবে ঘুমিয়েছিস্ ? নে···আর নয়, এবারে চট্ করে উঠে পড় দিকিনি। ওঠ্ দিদিমণি—

(দরজায় ধাক্কা দিল)

অনুরাধা ! ওঠ্....ওঠ্···

(চেরু ডাক্তার প্রবেশ করলো। বয়েস পঞ্চাশেরও বেশী হবে। মাথা ভরা কাঁচা পাকা চুল। লিক্লিকে চেহারা)

চেরু—(গম্ভীরভাবে) তোমার নাম আনন্দ ?

আনন্দ—কেন ?

চেরু—বাজে কথা নয়। বলো তোমার নাম আনন্দ কিনা।

আনন্দ—কেন ? হয়েছে কি ?

চেরু—যা হবার তা' হয়েছে। একটু বাদেই তা টের পাবে। এখন বলো তুমিই আনন্দ কিনা ?

আনন্দ—(আড়ষ্ট কণ্ঠে) হ্যাঁ....

চেরু—নাও (একটি বিল দিল) নিয়ে এসো পঁচিশ টাকা। এক কুড়ি পাঁচ···

আনন্দ—মানে ?

চেরু—বেশী কথা বল্‌বেনা বলে দিচ্ছি। পুলিশে দেবো। জেল খাটাবো। একেবারে রিগোরাস্ ইমপ্রিজনমেণ্ট।···যাও···নিয়ে এসো টাকা।

আনন্দ—কিসের টাকা ?

চেরু—এ যেন একেবারে ক্যাবলাকান্ত! কিছুই জানা নেই। বলি—আর্সেনিক কি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় ? নাম্বার ওয়ান আর্সেনিক ?

আনন্দ—সে আবার কি পদার্থ ?

চেরু—কোথাকার অপদার্থ। আর্সেনিক হে আর্সেনিক। মানে পয়জন।

আনন্দ—পয়জন ?

চেরু—তোমার মাথা ; বুড়ো ব্যাটা, টাকার মাল চুরি করিয়ে এখন সাজা হচ্ছে বোকা! কিন্তু মানুষ চরিয়ে আমরা খাই। মানুষ আমরা চিনি। তোমার ও কায়দা কানুন—অন্য কারও চোখে ধাঁধা লাগাতে পারলেও—এ 'থার্টি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েনস্‌ড' চেরু মিত্তিরকে নয়। যাও—ভালো মানুষটির মতো নিয়ে এসো টাকা। টুইন্টি ফাইভ—মানে এক কুড়ি পাঁচ।

আনন্দ—তার মানে ?

চেরু—তার মানে টাকা। কাল রাতে যে বিষ....

আনন্দ—বিষ ?(আনন্দ কেমন যেন হ'য়ে গেলো। একবার চেরু ডাক্তার ও আরবার অনুরাধার বন্ধ ঘরের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো সে) অনুরাধা! অনুরাধা! দিদিমণি!

(দরজায় ঘা দিতে লাগল)

চেরু—ডাকাডাকি পরে করবে। আগে ফেলে দাও দিকিনি আমার টাকাটা!

আনন্দ—দিদিমনি! দিদিমনি! ওরে শ্রীরাধা, কথা ক'। শুধু একবার—একবার তুই সাড়া দে। দেখ, তোর আনন্দ দা' তোকে ডেকে ডেকে মরে যাচ্ছে। ওঠ্ দিদিমনি....ওঠ্রে আমার শ্রীরাধিকা!

চেরু—আর উঠেছে! এ জীবনের মতো লীলা সাঙ্গ হয়েছে! ডাঃ মিত্তিরের পিউর আর্সেনিক ···সেকি আর মিছে হতে পারে!

আনন্দ—চুপ্! তোমার ও কথা শুনতে চাই নে ডাক্তার—

চেরু—কিন্তু তা শুনতেই হবে। আমার কাছ থেকে না হোক দশজনের কাছ থেকে। সবাই ডেকে ডেকে বল্‌বেঃ তোমার অনুরাধা বিষ খেয়েছে—বিষ খেয়েছে—

আনন্দ—ডাক্তার!

চেরু—আচ্ছা। আমি বরং এবেলায় চল্‌লুম—কিন্তু ও বেলায় টাকাটা আমায় দিতেই হবে। টুইন্টি ফাইভ মানে এক কুড়ি পাঁচ···মনে থাকে যেন —।

(চেরু ডাক্তার চলে গেল।)

(আনন্দ জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌লো আর জোর গলায় ডাক দিতে লাগলো অনুরাধা, অনুরাধা, ওরে ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি বলে। বাইরের রাস্তায় শিবদাস আর শংকরের গলা শোনা গেল।

শিবু—ঐ—কে যেন ডাক্‌ছেনা শংকু—।

শংকর—হা—ও যেন আনন্দদা'র গলা বলেই মনে হচ্ছে—

শিবু—আচ্ছা চলো দেখি এগিয়ে)

আনন্দ—রাধা···ও রাধা···।

(উত্তর নেই)

আনন্দ—অনুরাধা! অনুরাধা! (দরজায় ধাক্কা দিলো) দিদিমণি! দিদিমণি!

(জোরে জোরে আঘাত হওয়ায় দরজা ভেঙে পড়লো। দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করলো আনন্দ। অন্যদিক দিয়ে এলো শংকর আর শিবদাস)

শিবু—আনন্দ! আনন্দ!

(ভেতর থেকে আনন্দ—"দিদিমণি! দিদিমণি...ওরে আমার শ্রীরাধিকা! এ তুই কি করলি ভাই!" চাপা একটা ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমশই প্রকাশমান হ'তে লাগলো ঘর থেকে)।

শিবু—(ব্যস্তভাবে) আনন্দ! ওরে ও আনন্দ!

শংকর—আনন্দ দা!

(ভেতর থেকে আনন্দ—"কেগো! তোমরা শুনেছো আমার শ্রীরাধিকা আজ বিদায় নিয়েছে। অভিমানে মুখ ঢেকেছে। এমন সোণার অঙ্গে কে যেন দিয়েছে কালি ঢেলে.........।)

শিবু—আনন্দ!

(আনন্দ এলো। সারা গায়ে হতাশার চিহ্ন। খানিকক্ষণ ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো)

আনন্দ—এসেছো? তোমরা এসেছো? কিন্তু আজ কেন? আজ কি তার বিসর্জ্জনের বাদ্যি বাজাবার জন্য? অমন চম্পাবরণ দেহকে আগুনে তুলে দেবার জন্য? কেন? একটা দিন আগে কি তোমাদের সময় হয়নি? একটা দিন আগে কি শ্রীরাধার কাছে এসে তোমরা দাঁড়াতে পার্‌লে না?

শংকর—আমি যে কিছুই বুঝ্‌ছিনে আনন্দদা।

আনন্দ—আর কাজ নেই। বুঝবার সময় চলে গেছে। যখন বুঝলে সবই থাক্‌তো, পৃথিবী মধুময় হ'তো—সে অমিয় মুহূর্ত্তটি চলে গেছে—

(শিবদাস কেমন যেন সুরু করলো। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চোখ মুখ লাল। নিজ হাতে মাথার চুলগুলি এলোমেলো করে দিতে লাগলো)

এখন বুঝলে আগুনই কেবল জ্বল্‌বে—ফুল আর ফুটবে না—

শংকর—অনুরাধা … …

আনন্দ—অভিমানী রাধা আমার বিষ খেয়েছে …

শিবু—(পাগলের মতো) বিষ খেয়েছে। হাঃ … হাঃ … হাঃ (বিকট হাসি) শুনেছো শংকর বিষ খেয়েছে। রূপনগরের চৌধুরীদের মেয়ে অনুরাধা—বিষ খেয়েছে। হাঃ…হাঃ…হাঃ…(বিকট হাসি) ও না হ'লে কি আর হয় ? কাদের বেটি দেখ্‌তে তো হ'বে। সেই চৌধুরী পরিবারের মেয়ে—যারা মট্‌মট্‌ করে ভেঙে গেছে তবুও নুইয়ে পড়েনি কোনদিন। যারা উল্কার মতো ছিটকে এসে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়েছে তবুও আত্মসমর্পণ করেনি। সে বিষ খাবেনা তো বিষ খাবে কি ঐ রামকান্তপুরের ক্ষ্যান্তমণি ? হাঃ…হাঃ…হাঃ… কিন্তু আমি যাই। বিজয়িনীর কপোল দুটি স্নেহ-চুম্বনে রাঙিয়ে দিয়ে আসি। লিখে দিয়ে আসি জয়েরই মহাসনদখানি।

(ভাবের রূপান্তর হ'লো)

বিষ খেয়েছে—? অনুরাধা বিষ খেয়েছে ? উঃ....উঃ....উঃ (বুকের একপাশ চেপে ধরে হঠাৎ আবার কান্না) ওরে কাঁদ। তোরা সব কাঁদ—। অনুরাধা বিষ খেয়েছে....আমার অনুরাধা বিষ খেয়েছে.... তোদের চোখের জলে ধলেশ্বরীতে আজ আবার বান ডেকে যাক্‌।

(ঘরের ভেতরে চলে গেলো। আনন্দ ও শংকর তাকে অনুসরণ করলো। পরদা নেমে এলো। আবার যখন পরদা উঠ্‌বে তখন দেখা যাবে শ্মশানের দৃশ্য। গ্রামের কয়েকজন লোক. আনন্দ আর শংকর উপস্থিত। অনুরাধার মৃতদেহ পাশে পড়ে রয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে একটা করুণ—সংগীত-স্রোত।)

বৈরাগী তোর একতারাতে
(লাগা) সেই সুরেরই রেশ,
যার নূপুর শুনে মনে মনে
জাগবে ঘুমের দেশ ॥
সোনার কাঠির মধুর ছোঁয়ায়—
আজকে যদি ঘুম ভেঙে যায়
(সেই) নূতন ভোরের আলোর পাড়ে
(হবে) সকল দুখের শেষ ॥
(শংকর ধীরে ধীরে উঠে পথ চলা সুরু করলো)
ওরে দুখিনি সীতা যে ছিল
ছিলরে দ্রৌপদী,
(তাদের) চোখের জলে বয়েছিল
এই মাটিতেই নদী।
(শংকর চলতে লাগলো)
সমাজ ওরে সমাজ করে
(এমনি) কতো কুসুম গেলো ঝরে ;
কতো লক্ষ্মী সাগর জলে
গড়লো রে নিবেশ।
বৈরাগী তাই ধর্ একতারা
জাগুক মহাদেশ।"
(উদ্‌ভ্রান্তের মতো শিবাদাস প্রবেশ করলো)

শিবু—গান শুনেছো আনন্দ? কি মধুর গান! সুরের শিহরণে রক্তে যেন ঢেউ খেলে যায়। দখিণ পবন ফুর্‌ফুর্ করে বইতে থাকে। 'সাগর থেকে সাগরে তার কেবল মাতামাতি।' কেমন হলো? হাঃ .... হাঃ .... হাঃ .... (হঠাৎ অনুরাধার মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি

আকৃষ্ট হলো। বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হয়ে গেলো মুখমণ্ডল) ও—কে ? অমনি ছল্ ছল্ করে বারে বারে আমার পানে চাইছে ? কে—ও ? অনুরাধা ? আমার অনুরাধা ? উঃ....উঃ....(আবার কেঁদে উঠলো। দৌড়ে যেয়ে চুম্বন কর্‌লো অনুরাধার মৃত্যু মলিন কপোলদ্বয়। অনুরাধার স্পর্শে শিবদাসের সম্বিৎ ফিরে এলো) আনন্দ। আনন্দ !

আনন্দ—দাদাবাবু !

শিবু—আমার বুকটা খুব শক্ত করে একবার চেপে ধরো দিকিনি। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম···আবার হয়তো হবো।

আনন্দ—দাদাবাবু !

শিবু—খুব শক্ত করে ধরো। আমার শিরা উপশিরাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চাইছে। বুকের রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠ্‌ছে। এইবার—এইবার হয়তো চামড়ার আবরণীটা চট্ করে ফেটে যাবে। ধরো—খুব শক্ত করে ধরো।

(আনন্দ শিবদাসের বুকে হাত দিল। একটা করুণ সুর বেজে উঠ্‌ছে। শংকর ধীরে ধীরে মঞ্চের বাইরে চলে গেলো।)

অনুরাধা বিষ খেয়েছে। ঠিকই করেছে আনন্দ। নইলে যে আমাদের মতো বিবেকহীন মানুষগুলির চোখ ফুটতোনা কোনদিন। সমাজের বুকেও আঘাত নামতোনা। সীতা একদিন পাতাল প্রবেশ করেছিল। দ্রৌপদীর চোখের জল একদিন এই পুরুষী সমাজের ধ্বংস কামনা করেছিল। কিন্তু তবুও নারীর মন স্বীকৃতি পায়নি। দিন দিন বরং সে অনুশাসনের শেকলগুলি আরও দৃঢ় হয়েছে। নারীত্ব হয়েছে অবমানিত। একালের লক্ষ্মীরাও তো তাই সহজ সমাধান পেয়েছে। মৃত্যুর মাঝখানে সকল বেদনার অবসান।

(নেপথ্যে আবার গান শোনা গেলো)

সমাজ ওরে সমাজ করে,
(এমনি) কতো কুসুম গেলো ঝরে ;
কতো লক্ষ্মী সাগর জলে
গড়লোরে নিবেশ ॥

(লোকজনগুলি অনুরাধার চিতা সাজাতে লাগলো। বাঁশী কতক-গুলি ফুল নিয়ে এসে অনুরাধার শবদেহের চারদিকে সাজিয়ে দিল। শিবদাস, আনন্দ প্রভৃতি ছলছল্ চোখে চেয়ে রইলো সেইদিকে। পূর্ব্ব গানের অনুবৃত্তির মধ্য দিয়ে যবনিকা নেমে এলো।)

সমাপ্ত